উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,৯১৮.৯০ (-১০৯৭.০০)

নিফটি : ২৪,৪৫০.৪৫ (-৩১৫.৪৫)

ট্রাম্পের যুদ্ধ মঞ্চে মেসি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৫° সর্বোচ্চ / ২১° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ / ১৯° সর্বনিম্ন

বালেনের দাপটে লন্ডভন্ড ওলি-দুর্গ ৭

অভিশাপ মুছে বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষা অস্বস্তি অভিষেক-বরুণে ১১

শিলিগুড়ি ২২ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 March 2026 Saturday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 286

ধর্মতলায় ধর্নায় প্রতিবাদী মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : সেই ধর্মতলা। সেই ধর্নামঞ্চ। যেখানে তিনি বারবার ফিরে ফিরে গিয়েছেন। আবারও ফিরলেন শুক্রবার। ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না পরিচিত সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদের জন্য। তখন তিনি বিরোধী নেত্রী। পরে একবার রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পরিচয়ে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রতিবাদে শুক্রবার বিরোধী নেত্রীর চেনা মেজাজে ধরা দিলেন তিনি।

বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতায় তাঁর স্লোগান যেন 'পথে এবার নামো সাথী।' বিরোধী নেত্রী থাকুন কিংবা মুখ্যমন্ত্রী পদে, সমস্যায় পড়লে পথে নেমে স্লোগান, মিছিল, সভা করা মমতার বরাবরের অভ্যাস। এই অভ্যাস তাঁকে বড় সাফল্য এনে দিয়েছিল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম পর্বে। শুক্রবার সেকথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঞ্চে গায়ক কবীর সুমন ও কবি জয় গোস্বামীকে দেখে তিনি বলেন, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই পর্বে রাজ্যের অনেক বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন মমতার পাশে। শুক্রবারও কবীর সুমন ও জয় গোস্বামী পাশে থাকারই বার্তা দিলেন। এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনায় আবার অক্সিজেন জোগালেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট এক সন্ন্যাসী। ওই সন্ন্যাসীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে।

ধর্নামঞ্চে ভাষণে ওই সন্ন্যাসী বলেন, 'এরকম হতে থাকলে দেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে। এসআইআর যাতে উঠে যায়, সেজন্য ঠাকুর-মা ও স্বামীজির কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।' মমতা প্রথম থেকে এসআইআর বাতিলের দাবিতে সরব। তাঁর যুক্তি আরও জোরালো

এরপর আটের পাতায়

সংঘাত আরও তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ইঙ্গিত

যুদ্ধ সপ্তমে, অনড় দুই পক্ষই

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : এক সপ্তাহ পরেও পশ্চিম এশিয়ায় রক্তপাত বন্ধ হল না। বরং আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে যুদ্ধ। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ইরানে প্রাণ হারিয়েছেন ২ হাজারের বেশি মানুষ। লেবাননে মৃত্যু হয়েছে ১২৩ জনের। তেহরান, ইসফাহান, কারাজ ও আহভাজের মতো ইরানের প্রধান শহরগুলি কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে। তেহরানে ইজরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলির বোমাবর্ষণ সপ্তম দিনেও একইরকম তীব্র।

যুদ্ধে যে আপাতত লাগাম পরার নয়, তা স্পষ্ট দু'পক্ষের কথায়। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ শুক্রবার জানিয়েছেন, ইরানে বিমান হামলা আরও তীব্র করা হবে। ভারত সফরের মধ্যে নয়াদিল্লিতে ইরানের উপবিদেশমন্ত্রী সঈদ খাতিবজাদে বলেন, 'আমাদের কাছে মজুত শেষ বুলেট এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা এই অন্যায় প্রতিরোধ করব।'

ইজরায়েলে ইরানের পালটা অভিযান অব্যাহত আছে। এছাড়াও কুয়েত, কাতার, বাহরিন ও সৌদি আরব সহ যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, সেখানে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে তেহরানের। কুয়েতের শুয়াইবা বন্দরে ইরানি ড্রোনের আঘাতে ছয় মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। কাতার ও সৌদি আরবের অবশ্য দাবি, তারা বেশ কিছু ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানিয়েছেন, কিছু দেশ মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে। তবে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা আঞ্চলিক শান্তির জন্য দায়বদ্ধ বটে, কিন্তু দেশের মর্যাদা রক্ষায় বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না। যাঁরা উসকানি দিয়ে এই আগুন জ্বালিয়েছেন, মধ্যস্থতা তাঁদের সঙ্গেই করা উচিত।'

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
✆ 740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

ইরান বহু বছর ধরে মাটির নীচে যে 'মিসাইল সিটি' (ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি) তৈরি করেছিল, এখন তা-ই যেন তাদের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। মার্কিন ও ইজরায়েলি ড্রোনগুলি সেই ঘাঁটির প্রবেশপথে নজরদারি চালাচ্ছে। কোনও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের জন্য বাইরে আনলেই ধ্বংস করা হচ্ছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে দু'পক্ষই পিছু হটতে নারাজ। ইতালির মতো দেশ তেহরান থেকে তাদের দূতাবাস সরিয়ে নিয়েছে, যা যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতার ইঙ্গিত করছে।

এরপর আটের পাতায়

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে শিলিগুড়ি

ভোট-বাতাসে টাকার গন্ধ

ভোটের অঙ্ক

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : উত্তরের বাতাসে এখন ফাগুনের রুক্ষতা। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে বসন্ত এলেও, শিমুল-পলাশের রক্তিম রঙের বদলে শহরের গাছে গাছে এখন কেবলই ধুলোর পুরু আস্তরণ। দিনভর কাঠফাটা রোদ আর দমবন্ধ করা ধোঁয়াশায় হাঁসফাঁস করছে গোটা শিলিগুড়ি। শান্ত, নিরিবিলি চা বাগান, জঙ্গল ঘেরা এই শহরের বুক চিরে বয়ে চলা মহানন্দার পাড়ে এখন দাঁড়ালে ফুরফুরে হাওয়ার বদলে নাকে-মুখে এসে ঝাপটা মারে একরাশ ধুলো।

দিন দুয়েক আগেই রঙের উৎসব কাটিয়েছে শহরবাসী। বাতাসে এখনও যেন লেগে রয়েছে ফিকে হয়ে আসা আবির আর রঙের সুবাস। তবে সেসব ছাপিয়ে এখন শহরের অলিতে গলিতে ম-ম করছে কাড়ি কাড়ি টাকার উগ্র গন্ধ। রাজনীতির অন্দরমহলে বা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে কান পাতলেই শোনা যায়, আসন্ন গণতন্ত্রের উৎসবে ক্ষমতা দখলে মরিয়া যুযুধান দুই শিবিরই এখন 'পেয়াদা' ধরতে মাঠে নেমেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েনসারদের বাগে আনতে উড়ছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

টিকিয়াপাড়ায় উড়ালপুলে ওঠার মুখে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন এক টোটোচালক। ভোটের কথা তুলতেই তাঁর মুখে একরাশ বিরক্তি। গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'কীসের ভোট মশাই? রাম আসুক বা শ্যাম, আমাদের তো এই জ্যাম আর ধুলোর মধ্যেই রোজ পচতে হবে। নতুন রাস্তাঘাট নেই। উন্নয়নের কোনও ভাবনা নেই। হিলকার্ট রোডে একবার ট্রাফিকে ফাঁসলে আর রক্ষে আছে!'

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

খাঁ খাঁ রোদে দাঁড়িয়ে থাকা সেই চালকের এই আক্ষেপ কেবল তাঁর একার নয়, গোটা শিলিগুড়ি শহরেরই এক জ্বলন্ত অথচ নীরব প্রতিচ্ছবি।

বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই উত্তরের অঘোষিত রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ এখন চড়চড় করে বাড়ছে। প্রার্থীতালিকা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও, এই হাইভোল্টেজ লড়াই যে কার্যত রাজ্যের শাসকদলের হেভিওয়েট নেতা গৌতম দেব বনাম বিজেপির শংকর ঘোষের মধ্যেই হতে চলেছে, তা নিয়ে সংশয় নেই। গৌতম নিজেই শিলিগুড়ি বিধানসভায় দাঁড়াচ্ছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, শংকরও নিজের গড় ধরে রাখতে এই কেন্দ্র থেকেই ফের পদ্মফুল প্রতীকে লড়বেন, এমনটাই প্রত্যাশা।

গৌতমের সামনে অবশ্য এখন পাহাড় প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাঁর কাছে শহরের মানুষের প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রাপ্তির ভাঁড়ার কার্যত শূন্য বললেই চলে। শহরের যানজট, জলনিকাশি ব্যবস্থা বা পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যা সমাধানে তাঁর বোর্ড কোনও জাদুদণ্ড ঘোরাতে পারেনি। উলটে শহরের রাস্তাঘাটে বেরোলেই এখন সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি চোখে পড়ে, তা হল যানজট। দোসর পার্কিং জোনের অভাব। বিধান মার্কেটের সবজি গলির মুখে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল অমূল্য সাহার সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'কী পেলাম গত ১০-১৫ বছরে? যানজট আর যন্ত্রণা ছাড়া! বাইক, গাড়ি রাখা যায় না বলে দূরের ক্রেতারা এখন আর এই মার্কেটে আসতে চান না। এই দায় কার?' ক্ষোভ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়।

শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণ এবং দখলদারি চললেও গৌতমের পুরবোর্ড কোনও ব্যবস্থা নিতে

এরপর আটের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ডিলিট দৈত্য আসছে তেড়ে, বদলের ছক রাজ্যপালেও

গৌতম সরকার

ডি-তে আর শুধু ডাউটফুল নয়। একেবারে 'ডিলিট।' এনআরসি'র সময় অসমে প্রশাসনের স্ট্যাম্প মারা 'আপনি ভারতীয় নাগরিক ন হয়' লেখা চিরকুট ধরিয়ে দেওয়া হত। এখন বাংলায় ভোটার তালিকায় কারও নামের ওপর ডিলিট স্ট্যাম্প থাকার অর্থ- আপনি আর ভোটার নন। প্রশ্নটা হল, তাহলে আপনি কে? ভোটাধিকার না থাকলে আপনি কি আর ভারতীয় নাগরিক? ধোঁয়াশা আর ধোঁয়াশা। স্পষ্ট উত্তর কই!

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

নির্বাচন কমিশন বলছে বটে, নাম না থাকলে আবার ভোটার হওয়ার আবেদন করা যাবে। কিন্তু হ্যালো কমিশনের কর্তামশাইরা, যাঁরা 'ডিলিট' হয়ে গেলেন, তাঁদের ভোটার তালিকায় 'অ্যাড' (যোগ) করবেন কোন যুক্তিতে! অনুপযুক্ত প্রমাণ হয়েছেন বলেই তো তাঁরা বাদ। আবেদন করলে তাঁরা উপযুক্ত হবেন কোন নিয়মে? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে কার লাভ! বঙ্গবাসীর জীবনে এখন সবচেয়ে ভয়ংকর দুই শব্দ- ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশন।

ভোটার তালিকা থেকে বিজেপির মুসলিম সাফের খুল্লম

এরপর আটের পাতায়

পিষে 'মারল' তেলের ট্যাংকার

প্রতিবেশীর দেহ আনতে গিয়ে মৃত্যু দুজনের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মার্চ : ৪ মার্চ পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ৫ মার্চ মৃত্যু হয় বিজয় দত্তের। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত হয়েছে। বিজয়ের মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ প্রতিবেশী তিন তরুণ শুক্রবার দেহ আনতে রওনা দেন মেডিকেলের উদ্দেশে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পথেই প্রাণ হারালেন দুই বন্ধু। গুরুতর জখম অবস্থায় তৃতীয়জনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার দুপুরে ফাঁসিদেওয়া থানার রাঙ্গাপানি সংলগ্ন ঘোষপাড়া মোড়ে রাজ্য সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তেলের ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যুর পর উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। অভিযোগ ওঠে গতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার। ট্যাংকারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালক পলাতক।

পুলিশের সামনে অনিয়ন্ত্রিত গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ গ্রামবাসীর। শুক্রবার।

স্থানীয় লিটন সরকার বলছিলেন, 'রাজ্য সড়কের ওপরে ব্যারিকেড থাকা সত্ত্বেও ট্যাংকারগুলো ঝড়ের গতিতে চলাচল করছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লক প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশের চূড়ান্ত উদাসীনতার কারণে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' অপর স্থানীয় মীরা দাসের কথায়, 'রাঙ্গাপানি সংলগ্ন রাস্তাটিতে মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ, পুলিশের নজরদারি ঢিলেঢালা।' এব্যাপারে নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে রাতে দুবার ফোন করা হয়েছিল, তবে সাড়া মেলেনি।

এদিন দুপুরে একটি স্কুটারে চেপে ওই তিন তরুণ বেরিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘোষপাড়া মোড়ের কাছে পৌঁছাতেই উলটো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্যাংকারের সঙ্গে স্কুটারটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, ট্যাংকারের গতি এতটাই বেশি ছিল যে,

এরপর আটের পাতায়

ডিএ : ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চায় রাজ্য

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে আবার জট। ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থেকে অব্যাহতি চেয়েছে রাজ্য। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে নবান্নের পাঠানো আবেদনপত্রে বকেয়া ডিএ দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর করার আর্জি জানানো হয়েছে। সোমবার এই আর্জি নিয়ে শুনানি হতে পারে।

কর ফাঁকি, সুপারি ব্যবসায়ীর ঘরে হানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : সুপারি ব্যবসার আড়ালে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার জিএসটি কারচুপির তদন্তে নেমে শহর শিলিগুড়িতে আচমকা হানা দিল ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স বা ডিজিজিআই। ডিজিজিআই-এর একটি বিশেষ দল এদিন সকাল থেকেই শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকার অত্যন্ত পরিচিত ব্যবসায়ী নারায়ণ আগরওয়ালের বিভিন্ন ডেরায় তল্লাশি শুরু করে।

শহর সংলগ্ন উত্তরায়ণ টাউনশিপে ব্যবসায়ীর বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ির পাশাপাশি সেবক রোডে থাকা ব্যবসায়ীর সোনার দোকানেও এদিন কড়া নিরাপত্তায় হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সব মিলিয়ে প্রায় আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চলে। সূত্রের খবর, উত্তরায়ণের বাড়ি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ এবং নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে ডিজিজিআই-এর টিম।

যদিও এদিনের এই দীর্ঘ অভিযান ঘিরে ওই ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যদের তরফে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনওরকম মন্তব্য করা হয়নি। অভিযান চলাকালীন ওই ব্যবসায়ী বাড়িতে ছিলেন না বলেও খবর। এদিকে, গোটা তল্লাশি অভিযান এবং তদন্তের বিষয়ে ডিজিজিআই-এর টিমের তরফেও এদিন সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই তল্লাশি অভিযানের ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুলিশকে আগে থেকে কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি।

- সুপারি ব্যবসার আড়ালে আড়াইশো কোটি টাকার জিএসটি কারচুপির অভিযোগ
- ব্যবসায়ী নারায়ণ আগরওয়ালের উত্তরায়ণের বাড়ি এবং সেবক রোডের সোনার দোকানে হানা
- প্রায় আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তল্লাশি, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত
- মিরাট থেকে গ্রেপ্তার হওয়া চক্রের মাস্টারমাইন্ড সঞ্জিত কুমারের সূত্র ধরেই নারায়ণের নাম উঠে আসে

শহরের ব্যবসায়ী মহলে নারায়ণ আগরওয়াল মূলত 'সুপারি কিং' হিসেবেই সবাধিক পরিচিত। একসময় তিনি নকশালবাড়িতে বসবাস করলেও, বেশ কয়েকবছর ধরে তিনি শহর সংলগ্ন উত্তরায়ণ টাউনশিপে একটি বিলাসবহুল বাড়ি বানিয়ে সেখানেই বসবাস করে আসছেন। তাঁর ব্যবসার পরিধি কেবল সুপারিতেই সীমাবদ্ধ নয়। শিলিগুড়ির সেবক রোডে তাঁর একটি সোনার দোকানও রয়েছে। এছাড়াও তিনি শহরজুড়ে চলতে থাকা বিভিন্ন বড় বড় নির্মাণকাজেও নিয়মিত আর্থিক লগ্নি করেন বলে খবর।

ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকাল সাতটা নাগাদ। প্রথমে ওই বিলাসবহুল বাড়ির সামনে ডিজিজিআই-এর একটি টিম এসে পৌঁছায়। টিমটি সোজা বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করে। এরপর সকাল সাড়ে আটটার দিকে ওই বাড়ির সামনে আরও তিনটে গাড়িতে করে ডিজিজিআই-এর আরও তিনটে টিম এসে হাজির হয়। এই চার টিমের সদস্যরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে একসঙ্গে সেই বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর, তাঁদের মধ্যে থেকে একটি টিম সোজা সেবক রোডে থাকা সোনার দোকানে চলে যায়। সেখানে দুপুর পর্যন্ত একটানা চলে তল্লাশি। অন্যদিকে, বাকি তিনটি টিমও দুপুর প্রায় তিনটে পর্যন্ত উত্তরায়ণের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। এরপর বাড়ির ভেতর থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।

ডিজিজিআই সূত্রে খবর, চলতি বছরের শুরুর দিকেই তাদের

এরপর আটের পাতায়

হিমালয়ের হেঁশেলে আদিম স্বাদ

ম্যালে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে শেষ বিকেলের আবির মাখানো রোদটুকু নিভে আসে, তখন এক অন্যরকম ঘ্রাণ মেলে। সেই সুবাস আধুনিক রেস্তোরাঁ বিলাসিতার কৃত্রিম মশলার নয়, পাহাড়ি পাকশালার ধ্রুপদি আখ্যান।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ৬ মার্চ : সকাল থেকেই দার্জিলিং খানিকটা থমথমে। পাহাড়ের বাঁকে মেঘেরা থমকে দাঁড়িয়েছে। চৌরাস্তার হিমেল বাতাসে মিশে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। হাতঘড়ি বলছে বেলা ১২টা পেরিয়ে গিয়েছে। লাদেন লা রোড ধরে হাঁটার সময় বাতাসে ভেসে আসছিল এক অপার্থিব সুবাস। না, সেই ঘ্রাণ মোমো বা থুকপার পরিচিত গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তা যেন হিমালয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা কোনও আদিম রান্নাঘরের এক বিস্মৃতপ্রায় নির্যাস। সঙ্গী চালক বললেন, 'মনে হয় শাফালে ভাজা হচ্ছে।' পর্যটকদের কোলাহল আর গ্লেনারিজের কফির কাপের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে এমন কিছু স্বাদ, যা লুপ্ত হওয়ার মুখে। অথচ এই খাবারগুলোই এককালে ছিল পাহাড়ি মানুষদের মূল জীবনীশক্তি। আধুনিক রেস্তোরাঁর চাকচিক্যে অভ্যস্ত পর্যটকরা অধিকাংশ সময়েই হদিস পান না সেইসব হেঁশেলের, যেখানে রান্নার উপাদানে মেশানো থাকে বুনো জঙ্গলের রহস্য আর পাহাড়ের মায়া।

পুরসভা ভবন পেরিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে

গোলকধাঁধার মতো স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। দু'দিকের পাথুরে দেওয়াল বেয়ে চুইয়ে পড়ছে হিমেল জল। খানিক নীচে এককোণে ছোট্ট দোকানে বসে রয়েছেন এক তিব্বতি বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সামনে সাজানো থকথকে জেলির মতো খাদ্যবস্তুটির নাম 'ফাম্বি'। সামান্য লংকার চাটনিতে ডুবিয়ে মুখে দিতেই মনে হল হিমালয়ের মৌনতা বুঝি এই প্রথম জিভে ধরা দিল। তিতকুটে নয়, অথচ অদ্ভুত এক মিষ্টতা আর মসৃণতা নিয়ে তা কুয়াশার মতোই শরীরে মিলিয়ে গেল। বৃদ্ধা জানালেন, মূলত শুকনো মটর ডাল ভিজিয়ে, বেটে ছেঁকে নিয়ে তার থকথকে নির্যাস থেকে তৈরি করা হয় ফাম্বি। কেউ কেউ মুগ ডালের গুঁড়োকে সযত্নে ফুটিয়েও ফাম্বি বানান।

ম্যালে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে শেষ বিকেলের আবির মাখানো রোদটুকু নিভে আসে, তখন এক অন্যরকম ঘ্রাণ মেলে। সেই সুবাস আধুনিক রেস্তোরাঁ বিলাসিতার কৃত্রিম মশলার নয়, পাহাড়ি পাকশালার ধ্রুপদি আখ্যান। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে যেমন রডোডেনড্রন তার রং বদলায়, তেমনই দার্জিলিংয়ের নিভৃত হেঁশেলগুলোতে আজও

এরপর আটের পাতায়

বাড়িতে গিয়ে জন বারলার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার। -ফাইল ছবি

বারলা-বিষ্ণু জুটি প্রচারে

নাগরাকাটা, ৬ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়জুড়ে যৌথ প্রচারে নামবেন জন বারলা ও বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। বিষ্ণুপ্রসাদ সম্প্রতি বারলার লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে যান। দীর্ঘক্ষণ দুই নেতা একান্তে আলোচনা করেন। শুক্রবার বারলা বলেন, 'বিষ্ণুপ্রসাদ কার্সিয়াংয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাঁর জনভিত্তি রয়েছে। আমরা একসঙ্গে তৃণমূলের হয়ে প্রচার শুরু করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আদিবাসী, গোর্খা সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে আমরা যাব এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরব।' এর বাইরে দল যা দায়িত্ব দেবে তা পালন করবেন বলে বারলা জানিয়েছেন।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর বারলা এখন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। অন্যদিকে, পদ্ম প্রতীকে কার্সিয়াং কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হলেও বিষ্ণুপ্রসাদ শাসকদলে নাম লিখিয়েছেন। একটা সময় বারলার সঙ্গে বিমল গুরুংয়ের সখ্য সর্বজনবিদিত ছিল। বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্সে বারলা ও গুরুংকে একসঙ্গে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে। জার্সি বদলের পর এখন বারলা ও বিষ্ণুপ্রসাদ একই দলে। আসন্ন বিধানসভায় এই জুটি ডুয়ার্স সহ পাহাড়ে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ক্যাশিয়ার চাই
শিলিগুড়ি অফিসে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে
যোগ্যতা: বি.কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারেন।
আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়:
jobs.uttarbanga@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, ২০২৬

ফিন্যান্সার নয়, মালিক চাই বাগানে

রাজ্যের নীতির বিরোধিতায় বারলা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ : চা বাগান বন্ধ করে মালিকপক্ষ চলে যাওয়ার পর শ্রমিক আন্দোলনের জেরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের উদ্যোগ নেয় শ্রম দপ্তর। শ্রমিক অসন্তোষ চাপা দিতে চা বাগান তুলে দেওয়া হয় ফিন্যান্সারের হাতে। গত কয়েক বছর ধরে এটাই চেনা ছবি ডুয়ার্সের চা বলয়ে। রাজ্য সরকারের এই নীতিতে ক্ষোভ রয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে। শুক্রবার এমন ক্ষোভের কথা শোনা গেল তৃণমূল নেতা তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলার গলায়।

বৈঠক শেষে আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের সঙ্গে জন বারলা সহ অন্যরা।

চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এদিন তিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফিন্যান্সার নীতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বারলা বলেন, 'শ্রমিকরা চা বাগানে স্থায়ী মালিক চায়। ফিন্যান্সার চায় না। ফিন্যান্সার দিয়ে স্থায়ী সমাধান হয় না। শুধু চা পাতা তুলে বিক্রি করলেই হয় না। চা শিল্প বাঁচাতে হলে মালিকদের বাগান চালাতে হবে। গত পাঁচ বছর থেকে ফিন্যান্সার নীতি চলছে।' রাজ্য সরকারের অনুমোদনে যখন বিভিন্ন বাগানের দায়িত্ব নিচ্ছেন ফিন্যান্সার, তখন বারলার এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বারলার বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে তিনি শ্রমমন্ত্রী ও জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশ কয়েকটি চা বাগান এখন চালাচ্ছেন ফিন্যান্সার। জলপাইগুড়িতে বামনডাঙ্গা, সামসিং চা বাগানে স্থায়ী মালিক নেই। রেডব্যাংক চা বাগান এক ফিন্যান্সার নিলেও তা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারে কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগান নিয়ে কম টালবাহানা হয়নি। মাসখানেক আগে নতুন ফিন্যান্সার এই দুই বাগানের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিজেপি-ত্যাগী বারলার সঙ্গে কিন্তু এই ইস্যুতে একমত বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা জানান, ওই একই দাবিতে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েছেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'বাগানে স্থায়ী মালিক থাকলে সমস্যা কম থাকে। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফিন্যান্সার দিয়ে বাগান চালাতে হয়।'

> শ্রমিকরা চা বাগানে স্থায়ী মালিক চায়। ফিন্যান্সার চায় না। শুধু চা পাতা তুলে বিক্রি করলেই হয় না। চা শিল্প বাঁচাতে হলে মালিকদের বাগান চালাতে হবে। গত পাঁচ বছর থেকে ফিন্যান্সার নীতি চলছে।
>
> **জন বারলা** তৃণমূল নেতা

মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে দিলে ফিন্যান্সারের দেখা মেলে। ফিন্যান্সার বাগানের পুরো মালিকানা না পাওয়ায় সমস্যা লেগেই থাকে। যেমন লিজ না মেলায় ব্যাংক থেকে ঋণ পান না। আবার রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে, এক বছর বাগান চালালে এবং তিন বছর সময়মতো শ্রমিকদের মজুরি দিলে লিজ পেতে পারেন ফিন্যান্সার। যা অনেকের কাছেই আর্থিকগতভাবে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি, বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও অনেক মালিক লিজ ছাড়তে চান না। আদালতে মামলা গড়ালে নতুন জটিলতা তৈরি হয়। যে কারণে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর বলছেন, 'এসওপির মাধ্যমে রাজ্য সরকার চা বাগানের মালিক পরিবর্তন করতে পারে। তবে এটা যতটা সহজ মনে হয়, ততটা নয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে।'

এদিন বারলা জয়গাঁর ৩০টি চার্চের ধর্মগুরুদের সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে যান। বারলা বলেন, 'চার্চের আওতাধীন কবরস্থানগুলির সীমানা পাঁচিল এবং চার্চে কমিউনিটি হল তৈরির মতো নানা দাবি তুলে ধরেছি। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। আশা করছি, প্রশাসন উদ্যোগ নেবে।'

কাটিহার ডিভিশনে এটিভিএম -এর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট প্রদানের জন্য সহায়তাকারীদের নিযুক্তি

নোটিশ নং.: সি/কে-১৫০/এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর/২৫ তারিখ : ০২/০৩/২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে কাটিহার ডিভিশনের ১৭টি স্টেশনে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের (এটিভিএম) মাধ্যমে অ-সংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য এটিভিএম সুবিধা প্রদানকারীদের নিয়োগের জন্য **অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পত্নী/পুত্র/কন্যা** এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছেন। প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগের সময়সীমা থাকবে এবং বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে সময়ে সময়ে তা বাড়ানো হবে। এটিভিএম ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে নিয়োগের কারণে নির্বাচিত আবেদনকারীর রেলওয়েতে চাকরির জন্য কোনও দাবি থাকবে না। রেলওয়ে কর্তৃক কোনও পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি প্রদান করা হবে না। নির্বাচিত ফ্যাসিলিটেটর সময়ে সময়ে এটিভিএম স্মার্ট কার্ডে প্রযোজ্য বোনাস ধরে রাখতে পারবেন।

প্রতিটি স্টেশনের জন্য স্টেশনের তালিকা, এটিভিএম-এর সংখ্যা এবং কতজন ফ্যাসিলিটেটরকে নিয়োগ করা হবে তা নীচে দেওয়া হল:

ক্রম. নং.	স্টেশনের নাম	কোড	ক্যাটাগরি	এটিভিএম -এর সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানকারীর সংখ্যা
১	কাটিহার	কেআইআর	এনএসজি-২	০৮	১৪
২	নিউ জলপাইগুড়ি	এনজেপি	এনএসজি-২	০৭	১৭
৩	শিলিগুড়ি জংশন	এসজিইউজে	এনএসজি-৩	০৪	১০
৪	বারসোই	বিওই	এনএসজি-৩	০৩	০৭
৫	পূর্ণিয়া	পিআরএনএ	এনএসজি-৩	০৪	১০
৬	জোগবনী	জেবিএন	এনএসজি-৩	০৩	০৫
৭	কিশনগঞ্জ	কেএনই	এনএসজি-৩	০৪	১০
৮	সামসি	এসএম	এনএসজি-৪	০৩	০৬
৯	রায়গঞ্জ	আরজিজে	এনএসজি-৪	০৩	০৩
১০	ফর্বেসগঞ্জ	এফবিজি	এনএসজি-৫	০৩	০৭
১১	আরারিয়া কোর্ট	এআরকিউ	এনএসজি-৪	০২	০৩
১২	কালিয়াগঞ্জ	কেএজে	এনএসজি-৫	০২	০৩
১৩	ডালখোলা	ডিএলকে	এনএসজি-৫	০২	০৫
১৪	আলুয়াবাড়ি রোড	এইউবি	এনএসজি-৫	০২	০৩
১৫	জলপাইগুড়ি	জেপিজি	এনএসজি-৫	০২	০৪
১৬	গঙ্গারামপুর	জিআরএমপি	এনএসজি-৫	০২	০৪
১৭	বুনিয়াদপুর	বিএনডিপি	এনএসজি-৫	০২	০৫

বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীর স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং এটিভিএম-এর মাধ্যমে অ-সংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী সাধারণ জনগণকে আবেদনপত্রের সমস্ত কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে এবং আবেদনপত্রের সমস্ত পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে তাদের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

পূরণকৃত আবেদনপত্র ১২-০৩-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে এই অফিসে গ্রহণ করা হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭-০৪-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার স্থান: সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, নিচতলা, ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার, বিহার-৮৫৪১০৫ এবং এরিয়া ম্যানেজারের অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৭। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ২৮-০৪-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়।** আরও তথ্যের জন্য দয়া করে **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মুকুল কম, বাড়তে পারে লিচুর দাম

হরষিত সিংহ

মালদা, ৬ মার্চ : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার প্রভাব এবার পড়তে চলেছে মালদার লিচু চাষে। এই মরশুমে মালদার লিচু বাগানগুলিতে মাত্র ৫৫ শতাংশ গাছে মুকুল ধরেছে। আর এতেই চিন্তিত জেলার লিচুচাষিদের একাংশ। বেশিরভাগ কৃষকই গাছের পরিচর্যা, সার কিংবা ভিটামিন দেওয়ার খরচ জোগান ঋণ নিয়ে। তাই ফলন কম হলে সকলকেই আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে। আবার ফলনের পরিমাণ কমলে দাম বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এখন বাগানে মুকুল ফুটেছে, আগামীদিনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে আরও ফলন কমার আশঙ্কাও রয়েছে। এনিয়ে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'এই বছর প্রায় ৫৫ শতাংশ গাছে মুকুল এসেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য এমনটা হচ্ছে। এই বছর গত বছরের তুলনায় ফলন অনেক কম হতে পারে।'

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে গিয়েছে, এই বছর মালদা জেলায় ১৫৫৩ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছে। লিচু বাগান প্রায় ৫০ হেক্টর বেড়েছে। কালিয়াচকে সবথেকে বেশি লিচু চাষ হয়। কালিয়াচক-১ ব্লকে লিচু চাষের পরিমাণ ৬৮৪ হেক্টর, কালিয়াচক-২ ব্লকে ১৯০ হেক্টর এবং কালিয়াচক-৩ ব্লকে ৩০০ হেক্টর। এছাড়াও রতুয়া-১ ব্লকে ৮০ হেক্টর ও ইংরেজবাজার ব্লকে ৫৮ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়। গত বছর মালদায় লিচুর ফলন ছিল ৮৯০০ মেট্রিক টন। মালদায় মূলত গুটি ও বোম্বাই প্রজাতির লিচুর চাষ হয়। এই বছর শীতের আগে জেলায় বৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রভাবই লিচু চাষে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের মতে, শীতের আগে বৃষ্টি হওয়ায় লিচু গাছে নতুন পাতা গজিয়ে গিয়েছে। যার ফলে এই সময় আর মুকুল ধরছে না। এর জেরেই ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা। লিচুচাষি আখতার আলি বলেন, 'গতবছরও ভালো ফলন হয়নি। এই বছর তাই প্রথম থেকেই বাগানের পরিচর্যা শুরু করেছিলাম। তা-ও বাগানের

প্রতিটি গাছে মুকুল আসেনি। এবার লোকসান হতে পারে।' আবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যে পরিমাণ মুকুল এসেছে তার পুরোটা দিয়ে ফলন হয় না, কিছু ঝরে যায়। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেও লিচু নষ্ট হয়। ইতিমধ্যে গুটি প্রজাতির মুকুল থেকে ফল হতে শুরু করেছে। বোম্বাই প্রজাতির মুকুল থেকে ফল হতে আরও ১৫ দিন সময় লাগবে। এমন অবস্থায় নিয়মিত গাছে জল দেওয়ার পাশাপাশি ছোট ছোট ফল আসার পর সংবেদনশীল কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি গাছের ঠিকমতো পরিচর্যা করার।'

উদ্বোধন

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : শিলিগুড়িতে জেনারেলি সেন্ট্রাল ইনসুরেন্সের শাখার উদ্বোধন হল। সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এই সংস্থার অংশীদার হিসেবে যোগ দেওয়ার পূর্ব ভারতে এটি তাঁদের দ্বিতীয় শাখার উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তথা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপ রাউ। তিনি বলেন, 'ব্যাংক অ্যাসুরেন্স সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা কাজের জায়গা প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছি। অঞ্চলজুড়ে অংশীদারি ব্যাংকের ২৯০০টি শাখার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিষেবা সমস্ত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেব।'

সম্মুখভাগ, আউটডোর আলোকসজ্জার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/১১-২০২৬/কে/১৭৪৫ তারিখ: ২৭-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১১_২০২৬। কাজের নাম: অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা: কাটিহার মণ্ডলের ঠাকুরগঞ্জ, হলদিবাড়ি এবং জলপাইগুড়িতে চতুর্দিকের এলাকা, পার্কিং এলাকায় আউটডোর আলোকসজ্জা, সম্মুখভাগের আলোকসজ্জার উন্নতকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ৩,০১,২০,৩২১/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,০০,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএন্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার"

"ডি" শ্রেণীর স্টেশন "বি" শ্রেণীর স্টেশন পর্যন্ত উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৩-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: ফকিরাগ্রাম জংশন-ধুবড়ি খণ্ডে "ডি" শ্রেণীর স্টেশন "বি" শ্রেণীর স্টেশন পর্যন্ত উন্নীতকরণ। টেন্ডার রাশি: ৬,৮৭,১৩,৪০৩.১০/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৯৩,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০২-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৪৬-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন-৩ টি স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং ক্রেন য়ার্ড-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ১,৬১,৫৬,০৯৪.৬২/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৩০,৮০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ১৩৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৪৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : শিলিগুড়ি জং.-আলিপুরদুয়ার জং. ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-৩ স্টেশন (হাসিমারা, মাদারিহাট এবং রাজা ভাত খাওয়া) এবং ক্যারেজ ইয়ার্ডের সাথে যুক্ত পিসিসি পাথওয়ে নির্মাণ, গঠন, পাথওয়ের উপর ছাদ নির্মাণ এবং নিচু প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৩২,০২,৬২০.৪২/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,১৬,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

স্পোকেন ইংলিশ

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য দুর্দান্ত স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। মাধ্যমিক/H.S. -দের স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি চলছে। 86375-28788. (C/120495)

অ্যাফিডেভিট

নিজ জমির দলিল (নং 15396) ও খতিয়ানে (নং 917) নাম Upasi Das W/o Sudhir থাকায় দিনহাটা JM (1st.cl.) কোর্টে 07.01.2026 অ্যাফিডেভিট বলে ভোটার ও আধার কার্ড অনুযায়ী Rupasi Das W/o Sudhir Das হইল যা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সাং - মনসব শেওড়াগুড়ি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-012/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Also available in https://wbtenders.gov.in

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৩৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০২-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৫৩-এপি-I-২০২৫। কাজের নাম: নিউ কোচবিহারে - ১৪ বিএন আরপিএসএফ ক্যাম্পাসের জন্য জলাবদ্ধতা এড়াতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত এবং ড্রেনেজ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৫,৯৮,৬০৪.১৯ টাকা; বায়নার ধন: ২,৭৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০২-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৪৮-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: "ক্যারেন ইয়ার্ডে - ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের জন্য বিশ্রাম কক্ষ"। টেন্ডার মূল্য: ৭১,১৫,৮৯৩.৮৬ টাকা; বায়নার ধন: ১,৪২,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি টুলু রায়/প্রদীপ রায়, ভোটার এপিক নং - WB/02/011/285069, পিতা নগেন রায়, গ্রাম নিমতি দোমোহনি, থানা কালচিনি, জেলা আলিপুরদুয়ার নিবাসী। ২৮/০১/২৬ আলিপুরদুয়ার কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে প্রদীপ রায় ও টুলু রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম। অ্যাফিডেভিট নং - 39AA 742572. (C/121011)

•

গত 31.01.2026, 1st ক্লাস আলিপুরদুয়ার কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Habibur Rahaman, Mia Habibar Rahaman এবং Habibar Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে গণ্য হলাম ও আমার পিতা Md Ismail Mia, Ismail Mohammad, Miya Ismail, Ismail Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেন। W/Raichenga, Falakata, Alipurduar. (B/S)

•

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্র REG. NO. 2251, DT. 27.09.2006 আমার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 02-03-26 C J. (JR. DIVN) ADDL. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhalema Bibi এবং Salema Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : ভোজনপুর, পো : মোয়ামারী, থানা : কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/120601)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্র REG NO. WB-BR-2016/20111/1/10832, DT. 06.12.2016, আমার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 02-03-26, C.J (JR. DIVN.) ADDL, Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhalema Bibi এবং Salema Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : ভোজনপুর, পো : মোয়ামারী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/120602)

•

আমার বাবার নাম খতিয়ানে (নং-৩৮৪) ভুলবশত: দীপেন্দ্র ঘোষ থাকায় গত ২৭-০২-২৬ J.M. 1st ক্লাস সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে নারায়ণ ঘোষ নামে পরিচিত হলো। নারায়ণ ঘোষ ও দীপেন্দ্র ঘোষ একই ব্যক্তি। রাজীব কুমার ঘোষ, পিতা- নারায়ণ ঘোষ, গ্রাম - উত্তর শিবপুর, পো: গোপালদাসহাট, থানা - পুন্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার- ৭৩৬১২১, প:ব:।

আজ টিভিতে

হাসি, গান আর অনেক মজা নিয়ে
লাগলো যে দোল রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ খেলাঘর, দুপুর ১.১৫ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৩০ অন্ধ বিচার, সন্ধে ৭.৩০ ডিয়ার কমরেড (বাংলা ভার্সন), রাত ১০.৪৫ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ জীবন নিয়ে খেলা, দুপুর ১২.০০ ফাইটার, বিকেল ৩.৩০ বিধাতার খেলা, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ পার্সেল

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভাগ্যদেবতা, বেলা ১১.৩০ শিমুল পারুল, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৮.০০ অনুতাপ, ১০.৩০ সাথীহারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ছোট সাহেব, সন্ধে ৭.৩০ ঝিনুক মালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.১১ ওয়েলকাম, দুপুর ১.৫৭ ওয়ার-টু, বিকেল ৫.০২ ভুল ভুলাইয়া, রাত ৮.০০ মা, ১০.১০ দরবার

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৫৩ শোলে, দুপুর ২.৩২ এমসিএ, বিকেল ৫.১৫ ওম শান্তি ওম, রাত ৯.০০ ওএমজি, ১১.৩০ ফতেহ

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২৪ ইশক হ্যায় তুমসে, দুপুর ১.৩৭ বীরগতি, বিকেল ৪.৫০ অওলাদ, সন্ধে ৭.৫৬ তকদিরওয়ালা, রাত ১১.৩০ আগ

জি সিনেমা : দুপুর ১.০৯ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.০৮ সূরয়া-এস থ্রি, রাত ৮.০০ জয় হো, ১০.৪৭ দবং

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০
আকাশ আট

পার্সেল রাত ১০.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

মা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বৃষ : চিকিৎসার কারণে বেশ ব্যয় হবে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। মিথুন : বাড়ির সমস্যার কারণে মানসিক যন্ত্রণা। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। নতুন গাড়ি কেনার শখ পূরণ হবে। কর্কট : বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মতান্তর। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবরে খুশি হবেন। সিংহ : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য তৃপ্তি দেবে। কন্যা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে মানসিক কষ্ট। সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। তুলা : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে অহেতুক মতানৈক্য। দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : নিজের ভুলে অনৈতিক কাজকে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। অকারণে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য। ধনু : যা করবেন খুব ভেবে করুন। সাংসারিক দায়িত্ব আরও বাড়বে। মকর : দাম্পত্যের সমস্যা কাটায় স্বস্তি। ব্যবসায় অর্থাগম চলবে। কুম্ভ : সঞ্চয়ে মন দিন। অকারণে অর্থ খরচ করে পরে আর্থিক সমস্যা। রক্তচাপে ভোগান্তি। মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে বাহবা মিলবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ ফাল্গুন, ৭ মার্চ, ২০২৬, ২২ ফাগুন, সংবৎ ৪ চৈত্র বদি, ১৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৯ অঃ ৫।৩৯। শনিবার, চতুর্থী রাত্রি ৬।৫৪। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১১।১৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ৭।৫। ববকরণ প্রাতঃ ৬।১৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৬।৫৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৬।৫৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।২৭ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১১ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৮ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩৮ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩। ৫৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রদের উন্নয়ন

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রতি মাসে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, ফলে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে

প্রায় ১ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.২ কোটিরও বেশি উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ; মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে রূপান্তরিত করছে

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৫২ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণ করছে

৫.৫ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে

১.৫ কোটিরও বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার আওতায় ৩.৪ কোটিরও বেশি মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং অটল পেনশন যোজনার আওতায় প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুর্ঘটনা বিমা সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা আরও মজবুত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনার আওতায় ২.৫ লক্ষ পথ বিক্রেতাকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবিকা আরও সুদৃঢ় হয়েছে

সৌভাগ্য যোজনার আওতায় ১০০% বাড়িতে বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে, ফলে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 44101/13/00018/2526

জলাভূমি সংরক্ষণে কর্মশালা

চোপড়া, ৬ মার্চ : শুক্রবার চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে জলাভূমি বিষয়ক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। সেমিনারের আহ্বায়ক এবং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মধুসূদন কর্মকার বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে সহযোগিতা করে শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জিও এনভায়রনমেন্টাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল, জলাভূমি, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।’ এদিন উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তরুণ দাস, ময়নাগুড়ি কলেজের স্নাতকোত্তরের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শর্বরী মুখোপাধ্যায় ও আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের জেএনআরএম কলেজের ভূগোলের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রতন মজুমদার প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা জলাভূমি সংরক্ষণে গ্রামের মানুষের চিরাচরিত নিয়মের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আন্দামানের উপজাতিরা জলাভূমি কীভাবে সংরক্ষণ করে তা ব্যাখ্যা করেন রতন। মণিপুরের লোগটক জলাভূমির সংরক্ষণে উপজাতিদের ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি সপ্তদীপা কর্মকার বিভিন্ন হিন্দু রীতিনীতি ও উৎসবের কথা বলেন, যেগুলো জলাভূমি সংরক্ষণে সাহায্য করে।

সিপিএমের মিছিল

খড়িবাড়ি, ৬ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে মিছিল বের করল সিপিএম। শুক্রবার খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে পৌঁছায় মিছিলটি। সেখানে বিক্ষোভ দেখান সিপিএম নেতা-কর্মীরা। পরে খড়িবাড়ি বাজারে একটি পথসভা করা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন সিপিএমের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক বাদল সরকার, রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি এরিয়া সম্পাদক রামকুমার ছেত্রী, জেলা কমিটির সদস্য নীহার বিশ্বাস প্রমুখ। বাদল বলছেন, ‘বিবেচনাধীন ভোটারদের সমস্যার নিষ্পত্তি করে, যোগ্যদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পর নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে।’

সচেতনতা

খড়িবাড়ি, ৬ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার খড়িবাড়ি হাইস্কুলের খেলার মাঠে সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দার্জিলিং মেরি ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল সেন্টার। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সহ সেনা আধিকারিকরা। এদিন বিভিন্ন এলাকার ৩০টি চা বাগান ও সংগঠনের কয়েকশো তরুণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর কৌশিক রায়চৌধুরী বলছেন, ‘নারীদের সমাজের জন্য উন্নত ও যোগ্য করে তোলাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।’

স্মারকলিপি

নকশালবাড়ি, ৬ মার্চ : চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় নকশালবাড়িতে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বাসিন্দাদের একাংশ। শুক্রবার তাদের পক্ষ থেকে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে যাতে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয় এই দাবি জানিয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি দেন নকশালবাড়ির ওই বাসিন্দারা।

রংবাহারি।। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন পিনাকী মিত্র।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

‘বিদ্রোহে’ বিপাকে টিএমসিপি

ইস্তফা সামলাতে হিমসিম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির অন্দরে কি কোন্দলের মেঘ জমেছে?

দু’দিন আগেই শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নতুন জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে একের পর একজন ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন। কেউ সরাসরি সংগঠনের জেলা সভাপতি তনয় তালুকদারকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন, তো কেউ সামাজিক মাধ্যমে সেটা পোস্ট করেছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে দলের বাইরে-ভেতরে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রকাশ্যে আসা তিনটে ইস্তফাপত্র যাঁদের, তাঁরা সংগঠনের সক্রিয় নেতা বলেই পরিচিত। একজন বাগডোগরা কলেজের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নেমেছে তৃণমূলের মূল জেলা কমিটি। সূত্রের খবর, ওই নেতাদের ডেকে তাঁদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুনতে টিএমসিপি নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে মাদার কমিটি। এরপরেই বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়। তবে, এ প্রসঙ্গে টিএমসিপি’র জেলা সভাপতি তনয় তালুকদারের কথায়, ‘আলোচনা চলছে। ইস্তফা গৃহীত হল কি না, সেটা মাদার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছেন, ‘অনেক বড় কমিটি তৈরি হয়েছে। কারও কারও সমস্যা থাকতে পারে। তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন।’ এদিকে যাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাইছেন না। শুধুমাত্র সুজিতকুমার বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, ‘ওটা এখন সমাজমাধ্যম থেকে সরিয়ে নিয়েছি।’ দিন দুয়েক আগেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হয়েছে। গ্রাম থেকে শহরের নেতাদের ‘মন রাখতে’ পদের তালিকা লম্বা হয়েছে। তবুও ক্ষোভ ঠেকাতে পারল না নেতৃত্ব। আচমকা পদাধিকারীদের একাংশের পদত্যাগের হিড়িকে বিতর্ক বাধে। এঁদের ইস্তফাপত্রটি লেখার ধরণ প্রায় একরকম। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন তাঁরা। তবে দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

তরুণ সেন, সৈকত কীর্তনিয়া, সুজিতকুমার বিশ্বাসের পদত্যাগপত্র প্রকাশ্যে এসেছে। তরুণ বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একসময়। তাঁকে নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। অন্যদিকে,

- দিন দুয়েক আগেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি হয়েছে
- আচমকা পদাধিকারীদের একাংশ পদত্যাগ করতে শুরু করেন
- সমাজমাধ্যমে নিজের ইস্তফাপত্রটি পোস্ট করেছেন কেউ কেউ

সৈকত কীর্তনিয়াকে সম্পাদক পদে আনা হয়। সুজিতকে জেলার ছাত্র পরিষদের মিডিয়া ইনচার্জ করা হয়েছিল। দলের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায়, ছাত্র সংগঠনের সভাপতির বিরুদ্ধে অনেকেরই চাপা ক্ষোভ রয়েছে। অনেকেই নাকি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাইছেন না। অভিযোগ, তনয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদে থাকলেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে সেভাবে সক্রিয়ভাবে তাঁকে দেখা যায়নি। যদিও এই সমস্ত কিছুই মিথ্যে বলে দাবি তনয়ের। দলের অন্দরে যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল, তা মিটিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে শাসক শিবিরের নেতৃত্ব।

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি সাংসদের

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ পড়েছে অনেকের। দার্জিলিং জেলার পাহাড়ও তার বাইরে নয়। তাঁদের অনেকেই আবার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করছেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও সেরকম অভিযোগ পেয়েছেন বলে দাবি। সাংসদ সেই ভোটারদের উদ্বেগের কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন। তিনি আবারও বিবেচনা করে যোগ্য ভোটারদের তালিকায় স্থান দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। চিঠিতে রাজু বলেছেন, ‘ভোটার তালিকা অনুযায়ী মামলাগুলি পর্যালোচনা এবং বৈধতা দিতে আবেদন রাখছি। ব্লক স্তরে বিশেষ দল গঠন করে আবারও নথি জমা নিয়ে বিবেচনার প্রক্রিয়াতে সাহায্য করা প্রয়োজন।’

অন্যদিকে, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে অলোক কান্তামণি থুলুং, কেশব রাজ পোখরেল এবং শক্তিপ্রসাদ শর্মার বিরুদ্ধে দার্জিলিং সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। অভিযোগ, বিজেপিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়ার জন্য দায়ী করেছেন অনীতরা। সাধারণ মানুষকে হয়রানির জন্যও বিজেপিকেই দায়ী করেছেন তাঁরা। তার প্রতিবাদে বিজেপি এমন অভিযোগ দায়ের করেছে বলে দাবি। যদিও কেশবের বক্তব্য, ‘আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। আমরা গোর্খার ছেলে, আমরা ভয় পাই না। জনগণের জন্য কাজ করি।’

কালাগছে পথবাতি দাবি

চোপড়া, ৬ মার্চ : চোপড়ার কালাগছ বাসস্টপ এলাকায় পথবাতির জোরালো দাবি উঠেছে। অভিযোগ বাসস্টপ এলাকায় মাঝারি মাপের সৌরবাতি বসানো হলেও গত কয়েকদিন সেগুলি কাজ করছে না। ফলে সন্ধ্যা হলেই এলাকায় অন্ধকার নেমে আসছে। জাতীয় সড়কের দু’পাশের দোকানপসার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কার্যত ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। রাতে যাত্রীদের বাস থেকে ওঠানামা করতে সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় কালু সিংহ বলছেন, ‘৫ বছর আগে বাড়ির সামনে একটি সৌরবাতি বসানো হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে সেটি অকেজো হয়ে পড়েছে।’ চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের আওতায় পথবাতি বসানোর কথা রয়েছে।’ দ্রুত সমাধানের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেন।

কাওয়াখালিতে আশ্বাস পদ্মেরও

রাজনীতিতে অনীহা আন্দোলনকারীদের

রাহুল মজুমদার

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিজেপি নেতারা। শুক্রবার।

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : কাওয়াখালিতে জমি আন্দোলনকারীদের পাশে এবার বিজেপি। নির্বাচনের আগে পোড়াঝাড়-কাওয়াখালি জমি আন্দোলনকে রাজ্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করতে পথে নেমেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, দলের রাজ্য কমিটির নির্দেশেই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সামনের সারিতে এসে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল এলাকায় গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন। সমস্ত অভাব, অভিযোগ শুনে পাশে থাকার বার্তা দেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই কাওয়াখালি-পোড়াঝাড়ের সমস্যা মেটানো হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেন অরুণ। তবে এ নিয়ে রাজনীতি চাইছেন না বলে জানাচ্ছেন জমিদাতাদের অনেকে।

অরুণের বক্তব্য, ‘বামফ্রন্ট সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ফেরত দেয়নি। তৃণমূল সরকারও একই কাজ করেছে। বরং যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁদের বেছে বেছে জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। আমরা এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছি। হাইকোর্টে সমস্ত আইনি সহযোগিতার পাশাপাশি বিজেপি রাজনৈতিকভাবেও পাশে থাকবে।’

তবে জমিদাতা গীতা প্রসাদের কথায়, ‘আমরা ২০ কাঠা জমি সরকারকে দিয়েছিলাম। সব দিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব। এক টাকাও পাইনি। ৩৮ দিন ধরে আমরা এখানে বসে রয়েছি। কিন্তু কারও কিছু যায় আসছে না। রাজনীতি চাই না, সমস্যার সমাধান চাই।’

কাওয়াখালি-পোড়াঝাড় এলাকায় বাম আমলে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। জমির বদলে জমি এবং টাকা আবার কাউকে কাউকে ৭৫০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে চুক্তি হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অনিচ্ছুক জমিদাতাও ছিলেন। কিছু মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সরকার। কিন্তু এখনও ৩৫২ জন এমন রয়েছেন, যাঁরা কেউ কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি। এই পরিস্থিতিতে ৩৮ দিন আগে অধিগৃহীত জমিতে ঢুকে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করেছেন আন্দোলনকারীরা। বাচ্চাদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে খাওয়াদাওয়া, থাকা সবই ওই এলাকায় হচ্ছে। অস্থায়ীভাবে ত্রিপল দিয়ে ঘর বানিয়ে সেখানে থাকছেন তাঁরা। যতদিন না ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন, ততদিন সেখান থেকে সরবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

কিছুদিন আগেই এই পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিও এখন ঠান্ডা ঘরে বন্দি হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে আগুনে ঘি ঢালতে এবং সেই আগুনে হাত সেঁকতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। শুক্রবার সকালে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি এলাকায় যান। আন্দোলনকারীদের নিয়ে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। অনেকেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁদের দুঃখের কথা বলছেন।

যদিও বিজেপি জেলা সভাপতির আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আচমকা দেখা করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছেন,‘কাওয়াখালিতে সব দিদিই করতে পারবেন। সেইমতো দিদি কাজ করছেন। বিজেপি হল ভোটপাখি। সামনে নির্বাচন দেখে এখন আন্দোলকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছে।’

খাবারের খোঁজে। শিলিগুড়িতে শুক্রবার দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

১৩৫ প্রজাতির পাখির দেখা ডোরখোলায়

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে কালিম্পং জেলার ডোরখোলা। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামে শোনা যায় হরেকরকম পাখির কিচিরমিচির। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিমসন হেডেড উডপেকার, ক্রিমসন চেস্টেড উডপেকার, ব্ল্যাক থ্রোটেড প্রিনিয়া সহ প্রায় ১৩৫ প্রজাতির পাখি। চারদিনব্যাপী চলা ন্যাফের পাখি পর্যবেক্ষণ শিবিরে এমন রিপোর্ট উঠে এসেছে। ৫ মার্চ এই শিবির শেষ হয়েছে। ন্যাফের উদ্যোগে আয়োজিত এই বার্ষিক পাখি পর্যবেক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্য বনপাল (উত্তরবঙ্গ) ভাস্কর জেভি, কালিম্পংয়ের ডিএফও স্বর্ণদীপ্ত রক্ষিত সহ এই রাজ্যের একাধিক পাখিপ্রেমী।

বসন্তকাল পাখি দেখার আদর্শ সময়। ন্যাফের তরফে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল, পাখিপ্রেমীদের সঠিক স্থানের সন্ধান দেওয়া। এছাড়াও ওই গ্রামের জীববৈচিত্র্য, খাদ্যশৃঙ্খল ঠিক রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা। এই শিবিরে যোগ দিয়ে ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, ‘নিরিবিলি এই গ্রামে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। চারদিন ধরে এই শিবিরে আমরা এমনও চার-পাঁচটা পাখি দেখেছি যেগুলিকে শনাক্ত করা যায়নি। কোন কোন পাখি দেখা গিয়েছে তার চেকলিস্টও তৈরি করা হয়েছে। পাখিপ্রেমীদের জন্য আদর্শ জায়গা হয়ে উঠেছে এই গ্রাম।’

পাখিদের আনাগোনা যাতে বাড়ে এবং এই জায়গার জীববৈচিত্র্য যাতে নষ্ট না হয়, সেবিষয়ে স্থানীয়দের বোঝানো হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত পাখি বিশেষজ্ঞ অপূর্ব চক্রবর্তী স্থানীয় তরুণদের নিয়ে কীভাবে পাখি পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং পাখির পর্যাপ্ত খাবারের যাতে অভাব না হয় সেদিকে কীভাবে লক্ষ্য রাখা যায় তা বোঝান।

অগ্নিকাণ্ড

চোপড়া, ৬ মার্চ : ঘিরনিগাঁওয়ের পেদিয়াগছ গ্রামে শুক্রবার একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘটনায় মহম্মদ মোখিরুল নামে এক ব্যক্তির দুটি ঘর পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, মোখিরুলের বাড়িতে এদিন বিকালে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। গ্রামবাসীদের অনুমান, ঘরের পাশেই পাটকাঠি রাখা ছিল। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে দুটি ঘর পুড়েছে।

কড়াকড়ি বন্ধের আশা

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ৬ মার্চ : দীর্ঘ ছয় মাস পর স্থায়ী সরকার গঠনের পথে নেপাল। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান হলে ব্যবসা বাড়বে বলে আশা খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকার ব্যবসায়ীদের। সীমান্তে কড়াকড়ি বন্ধ হলে দুই দেশের নাগরিকরা স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারবেন। নেপালের সাধারণ নির্বাচনের কারণে গত তিনদিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত পানিট্যাঙ্কির দোকানপাট খোলা ছিল। তুলে নেওয়া হয় সমস্ত বিধিনিষেধ। ফলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী বলেন, ‘নেপালে যে দলই নতুন সরকার গঠন করুক না কেন, আমাদের একটাই আশা সীমান্তে কড়াকড়ি বন্ধ হোক। দুই দেশের মানুষ যেন অবাধে যাতায়াত করতে পারেন। ব্যবসার পরিসর যেন বাড়ে। তাহলেই সকলের ভালো হয়।’

তিনদিন ধরে পানিট্যাঙ্কিতে লরি নিয়ে আটকে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের সরিফ আহমেদ।

নেপালের রায়ে খুশি ব্যবসায়ীরা

তিনি বলেন, ‘সীমান্ত খুলেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি। সময়ের অপচয় হচ্ছে। ভারত ও নেপাল সরকারের উচিত সীমান্তে যাতায়াত সহজ করে দেওয়া।’ পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে প্রতিদিন টোটো চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করেন শতাধিক মানুষ। যাত্রী নিয়ে মেচি নদীর অর্ধেক সেতু পর্যন্ত টোটোচালকরা যাতায়াত করতে পারেন। নেপালে টোটো নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। এদিন সীমান্তে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন টোটোচালক সুন্দর সিংহ। তিনি বলেন, ‘নেপালের নতুন সরকার সীমান্তে কী আইন চালু করে, সেটাই দেখার। ভারতীয় টোটো দেখলে নেপালের অনেকে ব্রিজ পার করতে দেয় না।’

পানিট্যাঙ্কিতে ইমিগ্রেশন অফিসের সামনে ফুটপাথে কাপড় বিক্রি করেন সঞ্জীব চৌধুরী। তাঁর কথায়, ‘দুই দেশের নাগরিক অবাধে যাতায়াত করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলবে। সীমান্তে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবসায় প্রভাব ফেলে।’ ট্যাক্সিচালক সমীর সাহা জানালেন, নেপালে শুল্কের পরিমাণ বেশি। তাঁর কথায়, ‘প্রথম দিন ভাড়া নিয়ে গেলে ১১০০ টাকা শুল্ক দিতে হয়। তারপর যতদিন নেপালে থাকব, সেইমতো দৈনিক ৫০০ টাকা করে শুল্ক নেয়।’ তাঁর বক্তব্য, ‘নতুন সরকার শুল্ক কম করলে আমাদের সুবিধা হবে।’

স্বস্তি দিতে বৃষ্টি উত্তরের দুয়ারে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : আর কবে? দিনের পর দিন শুষ্ক আবহাওয়ায় ধুলোয় নাকাল জনপদগুলিতে এখন বড় হয়ে উঠেছে এমন প্রশ্ন। কোথাও বৃষ্টির অভাবে লিচুর মুকুল দেখা যাচ্ছে না, কোথাও আবার চোখের সামনে হলদে রং ধরেছে বোরো ধানের চারায়। শহুরে জীবনে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস আকাশে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শীত শেষেও হঠাৎ দুয়ারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ তো বটেই, বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পের জোগানে ভিজতে চলেছে গৌড়বঙ্গের মাটিও। রবিবার থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরুর সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বুধবার পর্যন্ত। যার জেরে কিছুটা হলেও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

বৃষ্টির অভাবে চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশ নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ডুয়ার্স থেকে তরাইয়ের চা বলয়ে। আর্থিক ক্ষতির বহর নতুন রেকর্ড গড়বে বলে এখনই আশঙ্কা করছেন চা শিল্পপতিরা। জলের অভাবে ব্যাপকভাবে উৎপাদন মার খাবে বলে আশঙ্কিত বোরো ধানচাষিরা। কতটা ফলন পাওয়া যাবে বুঝতে পারছেন না মালদার আম উৎপাদকরা। লিচুর মুকুল না আসায়, একই আশঙ্কা রয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের এক-দু’দিন বাদ দিলে ৪ অক্টোবরের পর সেভাবে আর বৃষ্টি পায়নি উত্তরবঙ্গ। প্রতিটি জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ইতিমধ্যে একশো শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, ‘ঝঞ্ঝার প্রভাবেই বঙ্গোপসাগর থেকে এই অঞ্চলে জলীয় বাষ্প ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সিকিম পাহাড়ের উঁচু এলাকাগুলিতে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।’

আপাতত যে পূর্বাভাস রয়েছে, তাতে রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে রবি ও সোমবার কিছুটা ভালো বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়িতে ভালো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার এমন বৃষ্টি পাবে সোম ও মঙ্গলবার। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মাটি ভেজার সম্ভাবনা সোমবার। টানা বৃষ্টির অভাবে ইতিমধ্যে উত্তরের সমতল এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অতিক্রম করেছে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ঘর। কালিম্পং ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করেছে। দার্জিলিং ছোঁয়ার পথে। রাতেও বৃদ্ধি পাচ্ছে গরম। যার জন্য মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ফ্যান ঘুরছে শহরের বাড়িগুলিতে। টানা কয়েকদিন বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে সমতল, তাপমাত্রা কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

দার্জিলিং -১৬.২
জলপাইগুড়ি -৩৪.৪
কোচবিহার -৩৩.৭
মালদা -৩২.২
শিলিগুড়ি -৩০.৮
কালিম্পং -২২.৩
বালুরঘাট -৩২.০
রায়গঞ্জ -৩১.৬

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)
তথ্য ঃ আবহাওয়া দপ্তর

জ্বলল চিতা, কেঁদে ভাসাল কালারাম ঘোষপাড়া

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মার্চ : একই চিতায় জ্বলে দুটি মানুষ চিরকালের মতো শূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। শুক্রবার। রাত পোহালেই আরও একটি শবদাহের অপেক্ষা। গোটা গ্রাম শ্মশানযাত্রী হয়ে এদিন কালারাম শ্মশানঘাটে হাজির থাকল। কোনওদিন যে এমন এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে হবে তা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালারাম ঘোষপাড়া ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। এদিন দুপুর থেকেই শোকস্তব্ধ গ্রামে সন্ধ্যার পর থেকে পথে কুকুরের ঘেউঘেউ ছাড়া টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি।

গত ৪ মার্চ রং খেলার দিন পথ দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট গ্রামের বিজয় দত্ত ৫ তারিখ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এদিন বিজয়ের মৃতদেহ আনতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক আরেক দুর্ঘটনায় গ্রামের আরও দুই তরুণ বিকি ঘোষ ওরফে ছোটকা ও বাপ্পা সিংহ প্রাণ হারান। একই দুর্ঘটনায় আহত তাঁদের আরেক বন্ধু এখন ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় গ্রামের এই বাসিন্দাদের মৃত্যুতে গোটা গ্রাম সারাদিন নাওয়াখাওয়া ভুলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। মহিলারাও শোকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। এদিন ময়নাতদন্তের পর বিজয় এবং বিকির মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই কালারাম ঘোষপাড়ায় কান্নার রোল পড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় শ্মশানে বিকির বাবা শ্যামল ঘোষকে বুক চাপড়াতে দেখে কেউই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। বিকিরা দুই ভাই, এক বোন। ওই তরুণ পিকআপ ভ্যান চালাতেন। তাঁর দাদা শুভম বললেন, ‘পড়াশোনা ছেড়ে এই কাজ শুরুর পর ও বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু এভাবে যে চলে যাবে তা কোনওদিন ভাবতেই পারছি না।

বন্ধু গোপাল ঘোষ বললেন, ‘বিকি খুবই ভালো বন্ধু ছিল। গ্রামের সকলের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ত।’ এলাকাবাসী বলরাম ঘোষের কথায়, ‘আমাদের যে কতটা খারাপ লাগছে তা কথায় বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এদিন দুপুরে আমরা কেউ ভাত পর্যন্ত খেতে পারিনি।’ এদিন একই চিতায় বিজয় ও বিকিকে দাহ করা হয়।

কালারাম শ্মশানে ভিড়। শুক্রবার।

অন্যদিকে, বাপ্পা সিংহ স্থানীয় একটি গোডাউনে ম্যানেজারের কাজ করতেন। তাঁরা দুই ভাই, এক বোন। ছেলের মৃত্যুতে বাবা কবিলাল সিংহ এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে কান্না সামলে কিছু বলার পরিস্থিতিতে ছিলেন না।

এলাকাবাসী বাপি সিংহ বললেন, ‘বছর পাঁচেক হল ও গোডাউনের কাজে ঢুকেছিল। যে কোনও সমস্যায় ও সবসময় সবার পাশে থাকত। আর যে থাকবে না তা ভাবতে পারছি না।’ শনিবার ময়নাতদন্তের পর বাপ্পার দেহ গ্রামে আনা হবে। কালারাম শ্মশানঘাটেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বাসিন্দারা আবারও শ্মশানে হাজির হবেন। গোটা জীবনে যাতে ফের এই পরিস্থিতিতে না পড়তে হয় সেই প্রার্থনাও করবেন।

দুয়ারে হাজির নেতারা

বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম তুলতে মরিয়া দুই ফুল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দার্জিলিং জেলায় ২২ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যার বেশিরভাগই চা বাগান এবং গ্রামীণ এলাকার। এবার এই বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের ভোট পেতে মরিয়া হয়েছে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষ। দার্জিলিং জেলার সমতলের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়া ভোটারদের নাম তুলতে কার্যত লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন দুই ফুলের নেতারা। বৈধ ডিলিটেড ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নির্দিষ্ট ফর্ম বিলি শুরু করেছে বিজেপি। সেগুলি দলের নেতাদের কাছে জমা দিতে বলা হচ্ছে। পদ্ম নেতারাই ফর্মগুলি জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেবেন বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফেও বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে নাম বাদের কারণ হিসাবে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক মহলে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের কাছে রোমা রেশমি এক্কা।

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে নাম বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের নাম তোলার জন্য ফর্ম বিলি করছেন। এদিকে, এসআইআর-এ সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন তিনি। শংকরের কথায়, 'ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। ফর্ম নিয়ে কমিশনের অফিসে জমা দেব। কেউ চাইলে নিজেরাও দিতে পারেন।'

ফর্ম বিলি করছেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুও। দুর্গার দাবি, 'অনেক যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বিশেষ করে চা বাগান এলাকার আদিবাসীদের নাম বাদ পড়েছে। সেজন্য ফর্ম বিলি করা হচ্ছে।'

যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বাদ পড়া বৈধ ভোটাররা জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতেই পারেন। তবে একসঙ্গে একাধিক ফর্ম জমা দেওয়ার নিয়ম নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বাতিল ভোটাররা জেলা শাসকের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন জানাতে পারেন। তবে কেউ ফর্ম বিলি করলে সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কাও বাতিল ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন। শুক্রবার তিনি গঙ্গারাম চা বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জেলা শাসককে ফোন করে বাতিল ভোটারদের নাম তালিকায় তোলার প্রক্রিয়া জানতে চান। রোমার কথায়, 'সাধারণ চা শ্রমিকদের নাম বাদ পড়েছে। যোগ্য ভোটারদের যাতে নাম তোলা যায় সেজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। বিজেপি তো কমিশনকে দিয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে।' যদিও রোমার অভিযোগ মানতে চাননি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'কমিশন তার নিয়ম মেনে কাজ করছে।'

রাষ্ট্রপতির সফর বাতিল হতেই ম্যালে ভিড়। শুক্রবার।

শেষমুহূর্তে বাতিল রাষ্ট্রপতির সফর

স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি সার শৈলশহরে

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ৬ মার্চ : প্রথমবার দেশের রাষ্ট্রপতি আসবেন, তাই সব প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছিল শৈলশহর দার্জিলিংয়ে। লোকভবন, ম্যালের চৌরাস্তা, লেবং, রোহিণী রোড সর্বত্র রাস্তা মেরামতির কাজও হয়েছিল। ভিভিআইপির নিরাপত্তার জন্য বাইরে থেকে প্রচুর পুলিশকর্মী আনা হয়েছিল দার্জিলিংয়ে। সেনা হেলিকপ্টারের পাশাপাশি সড়কপথে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য কনভয়ও তৈরি ছিল। কিন্তু শুক্রবার শেষমুহূর্তে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফর বাতিল হওয়ায় সব আয়োজন বৃথা গেল। তবে কেন শেষমুহূর্তে সফর বাতিল হল তা নিয়ে চর্চার অন্ত নেই।

এদিন ম্যালে দাঁড়িয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলছিলেন, 'আমিও এই অনুষ্ঠানের জন্য এখানে এসেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতির দার্জিলিং সফর বাতিল হয়েছে। তবে, শনিবার শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি আসবেন বলে শুনেছি।' তাঁর কথায়, 'বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপালের নাম ঘোষণা হয়েছে। নিয়ম মেনে তাঁকে শুক্রবারই শপথবাক্য পাঠ করাতে হবে। সেজন্যই রাষ্ট্রপতি এদিন দার্জিলিং আসতে পারেননি।'

দু'দিনের সফরে শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দার্জিলিংয়ে আসার কথা ছিল। দার্জিলিংয়ের লোকভবনে বন্দে মাতরমের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত হিল ফেস্টিভালের উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর। এছাড়া 'রুট অ্যান্ড রিদমস' নামক একটি কর্মশালারও উদ্বোধন করার কথা ছিল। ম্যালের চৌরাস্তাতেও হিল ফেস্টিভালের অন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

> আমিও এই অনুষ্ঠানের জন্য এখানে এসেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্রপতির দার্জিলিং সফর বাতিল হয়েছে। তবে, শনিবার শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি আসবেন বলে শুনেছি।
>
> **হর্ষবর্ধন শ্রিংলা**

সেটিরও লোকভবন থেকেই রাষ্ট্রপতি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন বলে ঠিক হয়েছিল। শনিবার শিলিগুড়ির গোঁসাইপুরে আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি দিল্লি ফিরবেন বলে ঠিক ছিল।

দেশের রাষ্ট্রপতির এই কর্মসূচি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রশাসনিক মহলে বেশ তৎপরতা ছিল। লোকভবন এবং ম্যালের অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরি, অনুষ্ঠানের অথিতিদের আমন্ত্রণ জানানো সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমস্ত আয়োজন পাকা হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির বিমান বাগডোগরায় অবতরণের পর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে লেবং এবং সেখান থেকে সড়কপথে লোকভবন পৌঁছাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেইজন্য রাস্তা মেরামতি, রাস্তার পাশে জঙ্গল পরিষ্কার সহ সমস্ত কাজই হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, খারাপ আবহাওয়ায় যদি হেলিকপ্টার উড়তে না পারে তাহলে রাষ্ট্রপতি সড়কপথেই যাতে দার্জিলিংয়ে পৌঁছাতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এর জন্য শুক্রবার পাহাড়ের রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ ঘোষণা করেছিল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার অনেক রাতে জানানো হয় যে রাষ্ট্রপতি শুক্রবার দার্জিলিংয়ে আসছেন না। তবে শুক্রবার দার্জিলিং পৌঁছে দেখা গেল, দুপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা দূর অস্ত, প্রশাসনের অনেক আধিকারিকই জানেন না যে রাষ্ট্রপতির সফর বাতিল হয়েছে। এদিকে, দুপুরের পর ম্যালে আয়োজিত হিল ফেস্টিভালের মঞ্চের ফ্লেক্স থেকে 'উদ্বোধক রাষ্ট্রপতি' অংশটি ঢেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

চোরাকারবার রুখতে কর্মশালা

বাগডোগরা, ৬ মার্চ : শিলিগুড়ির চিকেন নেক চোরাকারবারের কেন্দ্রবিন্দু। বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশও বাদ পড়ে না চোরাচালানে। এই চোরাকারবার বন্ধ করতে বেশ কয়েকটি এজেন্সি কাজ করছে। ওই এজেন্সিগুলি নিয়ে শুক্রবার ব্যাংডুবির ফরেস্ট রেস্ট হাউসে কর্মশালার আয়োজন করে ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া।

সহযোগিতা করে ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো, নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশন এবং কার্সিয়াং ফরেস্ট ডিভিশন। প্রশিক্ষণ দেন ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর কানাই পোদ্দার, রবিন বড়ুয়া।

এদিনের কর্মশালার মুখ্য অতিথি কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'শিলিগুড়ির চিকেন নেক করিডর দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক, বিদেশি পণ্য, সুপারি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী এবং তাদের দেহাংশ পাচার করা হয়। যারা চোরাচালান করে, তারাই বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার করে। এইসব পাচার রোধ করতে এখানে কয়েকটি এজেন্সি কাজ করছে। এইসব এজেন্সিগুলির দরকার দেহাংশ চেনার। যেমন ভালুকের পিত্তথলি কেমন। হাতির দাঁতে তৈরি সামগ্রী আসল না নকল। মৃগনাভি আসল কি না। গন্ডারের খড়্গ কেমন। সজারুর কাঁটা, বেজির লোম, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ, জলজ প্রাণী, ফুল, গাছপালা এসব চেনানো হয়।'

এসব নিয়ে একটি প্রদর্শনীও করা হয়। এতদিন যে সব সামগ্রী ধরা হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন আইনের ধারা ব্যাখ্যা করা হয়। কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বন্যপ্রাণী শিকার, দেহাংশ পাচার- এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা রোধ করা এবং আইনি বিষয়ে সাধারণ মানুষকেও সচেতন করতে হবে।'

খড়িবাড়িতে ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনা

বিক্ষোভ দেখাতেই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

খড়িবাড়ি, ৬ মার্চ : খড়িবাড়ি উল্লাজোতে ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনায় রঞ্জিত গণেশ নামে এক দিনমজুর গুরুতর আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ১৭ দিন ধরে তিনি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্র্যাক্টরের মালিক জয়ন্ত বর্মন প্রথম পাঁচদিন চিকিৎসার জন্য টাকা দিলেও, তারপর থেকে আর কোনও টাকা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এদিকে, স্বামীকে বাঁচাতে ভিটেমাটি বিক্রি করে ফেলেছেন রঞ্জিতের স্ত্রী প্রমীলা গণেশ। পুলিশে অভিযোগ জানালেও, কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার খড়িবাড়ি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান আহত দিনমজুরের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি মণিকা সিংহ প্রমুখ। বিক্ষোভ দেখানোর পর এদিন সন্ধ্যাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি খড়িবাড়ি উল্লাজোতের বাসিন্দা জয়ন্ত তাঁর ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ট্রলি জুড়ে দেওয়ার জন্য মাধাইজোতের বাসিন্দা রঞ্জিতকে কাজে ডেকেছিলেন। ট্রলি লাগানোর সময় ট্র্যাক্টরটি রঞ্জিতের শরীরের উপর উঠে যায়। গুরুতর

আহত অবস্থায় রঞ্জিতকে প্রথমে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই দিনই ফের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসা চলছে রঞ্জিতের।

রঞ্জিতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর ট্র্যাক্টরের মালিক চিকিৎসার জন্য যাবতীয় খরচ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তবে প্রথম পাঁচদিন টাকা দেওয়ার পর তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। এরপরই সুবিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে জানিয়েছেন রঞ্জিতের স্ত্রী প্রমীলা।

প্রমীলা বলেন, 'হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে বিল করছে। এখনও প্রচুর বিল বকেয়া। ট্র্যাক্টর মালিক চিকিৎসার টাকা দিতে চাইছেন না। ২ মার্চ অভিযুক্ত ট্র্যাক্টর মালিকের বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

এদিনের বিক্ষোভ নিয়ে রোমা রেশমি বলেন, 'দুর্ঘটনার বিষয়টি পুলিশকে দেখতে বলা হয়েছে। মহকুমা পরিষদ পরিবারটির পাশে আছে। যদি ট্র্যাক্টরের বৈধ কাগজপত্র না থাকে তবে দ্রুত পুলিশকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

এইচআইভি সচেতনতা

বাগডোগরা, ৬ মার্চ : এইচআইভি বিষয়ক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট। শুক্রবার পুঁটিমারি বিরসা মুন্ডা কমিউনিটি হলে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে এইচআইভি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এইচআইভি বা এইডস কী, এটি কীভাবে ছড়ায়, এর লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় এবং সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্তধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ডেপুটেশন

খড়িবাড়ি, ৬ মার্চ : অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আবেকার) তরফে শুক্রবার বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের খড়িবাড়ি স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সংগঠনের সদস্যরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে ছ'দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। পরে সহকারী ম্যানেজারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেন। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, গ্রাহকদের বাড়ি ও দোকানে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করতে হবে, বাড়িতে ইতিমধ্যে লাগানো স্মার্ট মিটারগুলি অবিলম্বে খুলে ফেলতে হবে, কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না।

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ২০৩-২০৪-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং : ২০৩-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রে ভাগলপুর-দুমকা শাখায় যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং টিকানী, ধৌনী, বারাহাট এবং বারাপলাসী স্টেশনের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৬১,০৪,৩২৩.৩৭ টাকা। ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং : ২০৪-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর শাখায় মুখ্য ব্রিজের ব্রিজ অ্যাপ্রোচের শক্তিবর্ধনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার (ব্রিজ নং ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৫, ২০৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭৫)। টেন্ডার মূল্য : ১,৮৩,৫৭,১৯১.১৯ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৪.০৩.২০২৬, দুপুর ৩.৩০ মিনিটে (উভয় টেন্ডারের জন্য)। ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/ মালদা টাউন। (MLD-359/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ছাগলছানাকে ছিঁড়ে খেল সারমেয়র দল

মাথাভাঙ্গা, ৬ মার্চ : বাইশগুড়ির গৃহবধূ অর্চনা বর্মনের বাড়িতে শুক্রবার হামলা চালায় একদল পথকুকুর। অর্চনার ছাগলছানাকে রীতিমতো ছিঁড়ে খায় সারমেয়র দল। শুধু এদিনের ঘটনাই নয়, মাস দেড়েক ধরে ১০-১২টি কুকুরের একটি দল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় পঞ্চায়েতের বাইশগুড়ি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় একেক দিন হানা দিয়ে ছাগল শিকার করছে। এধরনের ঘটনা গল্পের মতো মনে হলেও এটাই সত্যি। এই কুকুরের দল কখনও গৃহস্থের ছাগল তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ছিঁড়ে মাংস খেয়ে নিচ্ছে। কখনও বা কোনও বাড়ির ছাগল মেরে ফেলছে। এমন ঘটনায় হতবাক গ্রামবাসীরা। এদিনের ঘটনায় অর্চনা কুকুরের হামলা করতে দেখে তাড়া করলেও ততক্ষণে ছানাটি মারা যায়।

পশ্চিম বাইশগুড়ির সত্তরোর্ধ্ব বাসিন্দা সন্ধ্যা রায় জানালেন, তাঁর বাড়ির দুটি ছাগল ইতিমধ্যে পথকুকুরের আক্রমণের শিকার হয়েছে। একটি ছাগলকে দলবেঁধে মেরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে কুকুররা। অন্যটিকে মেরে ফেললেও লোকজন ছুটে আসায় কুকুরের দল পালিয়ে যায়। তাঁর কথায়, 'এত বছর ধরে এই গ্রামে আছি। কিন্তু কুকুরের এমন আচরণ আগে কখনও দেখিনি।' একই অভিজ্ঞতা হয়েছে কাউয়ারডারা গ্রামের আবু সুফিয়ানেরও। তাঁর বাড়ির দুটি ছাগল পথকুকুরের আক্রমণে মারা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'এখন ভয়ে ছাগলগুলো নিয়ে মাঠে চরাতে যেতে পারি না। বাকি ছাগলগুলোর কী হবে ভেবে আতঙ্কে রয়েছি। বিষয়টি পঞ্চায়েতেও জানিয়েছি।'

এমন ঘটনায় হতবাক পশু চিকিৎসকরাও। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে পশু চিকিৎসকদের ধারণা, খাবার না পেয়েই ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে কুকুরের দল। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিএলডিও স্বপনকুমার দাস জানান, এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ না এলেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর মতে, গ্রামাঞ্চলে পথকুকুরের খাবারের অভাবই এই আচরণের অন্যতম কারণ হতে পারে। তিনি বলেন, 'বাঁকুড়ায় যখন চাকরি করতাম তখন খাবারের অভাবে পথকুকুরকে হিংস্র হয়ে ওঠা এবং মাঠে চরানো ছাগলছানা, বাছুর প্রভৃতি মেরে খেয়ে ফেলার অভিযোগ পেয়েছিলাম। বাড়ির উদ্বৃত্ত খাবার গবাদিপ্রাণীকে না খাইয়ে কুকুরকে দেওয়া উচিত। শীঘ্রই একটি প্রতিনিধিদল এলাকায় গিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করবে এবং সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজবে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত দেড় মাসে বাইশগুড়ি ও সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে অন্তত ১৫টির বেশি এমন ঘটনা ঘটেছে। পচাগড় পঞ্চায়েতের বর্মনপাড়া, কানিরবাড়ি, মধ্য বাইশগুড়ি, পশ্চিম বাইশগুড়ি এবং কাউয়ারডারা এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই কুকুরের হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিসনে মোবাইল ফুড ভ্যানের চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এমএফভি-মার্চ-০১। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন : এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজেন-৬৭-২৬-১; সুলতানগঞ্জ। এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজেন-৬৮-২৬-১; জামালপুর। এএ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজেন-৮০-২৬-১; মালদা টাউন। এএ/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজেন-৬২-২৬-১; বারহারওয়া জংশন। এএ/৫; এমএসএস-এমএলডিটি-সিএলজি-এসটিজেন-৮১-২৬-১; কাহালগাঁও। এএ/৬; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এসটিজেন-৬৪-২৬-১; হাঁসডিহা। এএ/৭; এমএসএস-এমএলডিটি- এসবিজি-এসটিজেন-৬৯-২৬-১; সাহিবগঞ্জ। এএ/৮; এমএসএস-এমএলডিটি-এমজেডসি-এসটিজেন-৮৩-২৬-১; মির্জাচৌকী। এএ/৯; এমএসএস-এমএলডিটি-এমডিএলই- এসটিজেন-৬৩-২৬-১; মন্দার হিল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-362/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভোটের পাশা খেলায় আলুও ঘুঁটি

ধূপগুড়ি, ৬ মার্চ : যত কাণ্ড আলুতে। ভোটের বাজারে আলুও যেন পণ্য। তবে কেনাবেচা করা যায় না। দরকষাকষি করা যায়। চলতি মরশুমে বাড়তি ফলনে বাজারে মন্দার আভাস ইতিমধ্যে স্পষ্ট। তার ওপর কোনও চাষি যদি ভাবেন লোকসানে বিক্রি করবেন না, তাহলেও মুশকিল। হিমঘরে রাখতে অনেক হ্যাপা। বন্ড নিয়ে কালোবাজারি শুরু হল বলে।

আলুচাষিদের সর্বনাশ হলে শাসকদলেরও মাথায় বাড়ি। বিরোধী দলগুলি মুখিয়ে আছে, সব দায় তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে চাপানোর জন্য। তার মহড়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। চাষিদের সঙ্গে তাঁদেরও সর্বনাশের আঁচ পেয়ে তৃণমূল নেতারা বরং অনেক সংযত। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিংয়ের সাবধানি বক্তব্য, 'পুলিশ ও প্রশাসন যেভাবে বন্ড বণ্টন এবং আলুর লোডিংয়ের পরিকল্পনা করেছে, একদম সেভাবেই সবটা হবে।'

তাঁর বক্তব্য, 'কারও প্ররোচনায় দলের কেউ পা দেবেন না।' ভালো ফলন হলেও দামে মার খেলে বিপদ শুধু তো চাষির নয়, তার প্রভাব পড়বে কৃষিশ্রমিক, পরিবহণ ব্যবসায়ী, হিমঘর মালিক, সার ব্যবসায়ী, এমনকি আলু চাষে বিনিয়োগকারীদের ওপর। এই দুই আলুর দর এখন জমি থেকেই বিক্রি করে দিলে ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। কৃষকদের হিসেবে এই দামে আলু বিক্রি করার অর্থ কুইন্টাল প্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা লোকসান। লোকসানের বিপদ এড়াতে আলু হিমঘরে রাখতে চাইলে আবার বস্তার দাম, লোডিং-আনলোডিং ও পরিবহণের খরচ মিলে কুইন্টাল প্রতি ১০০ টাকা ঘাড়ে চাপবে। হিমঘরে বন্ড বুক করতে হলেও বস্তা প্রতি আগাম ১০ থেকে ১৫ টাকা গুনতে হবে।

ফলে চাষি এখন দ্বিধায়- লোকসানে বেচবেন না ঘরের টাকা গচ্চা দিয়ে হিমঘরে সংরক্ষণ করবেন। রাজ্য সরকার ৯৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল আলু কেনার কথা বললেও তাতে আগ্রহ নেই অনেক কৃষকেরই। তাছাড়া সরকারের কাছে বেচতেও নানা হ্যাপা। কিষান ক্রেডিট কার্ড বা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত একজন কৃষকের থেকে সর্বাধিক ৩৫ কুইন্টাল আলু কিনবে কৃষি বিপণন দপ্তর। সেই

> **মন্দার সম্ভাবনা, হিমঘরের হ্যাপায় রাজনীতির ক্ষেত্র**

ধীরে হলেও শুরু হয়েছে মরশুমি আলু তোলা।

আলুর ব্যাস হতে হবে ৫০ থেকে ১০০ মিলিমিটার। ওজন হতে হবে ন্যূনতম ৫৩ গ্রাম।

সব কি আর মাপে মাপে মেলে! ফলে সরকারকে বিক্রি করতে এত অনীহা। আবার হিমঘরে রাখতে হলে আগে ঝাড়াই বাছাই, তারপর বস্তাবন্দি করে হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর খরচও কৃষকের। সিপিএম প্রভাবিত সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'সরকার যেভাবে চাইছে, সেভাবে কোনও কৃষক আলু বিক্রি করবেন না।'

সরকারি হিসেবে শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় নথিভুক্ত আলুচাষির সংখ্যা এক লাখ পঁচিশ হাজারের মতো। এর বাইরে রয়েছেন বিশাল সংখ্যক মানুষ বা আড়তদার, যাঁরা জমি ভাড়া নিয়ে আলু চাষ করান। চাষিদের পাশাপাশি তাঁরাও বন্ডের জন্যে হন্যে হবেন ক'দিন পরে। রাজ্য হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বলছেন, 'এখনও বন্ডের জন্যে বাড়তি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না বটে। তবে আগামী সপ্তাহে পুরোদমে আলু ওঠা শুরু হলে পরিস্থিতি বোঝা যাবে।' বন্ডের জন্যে আগ্রহ বাড়লেই প্রতি বছর শুরু হয়ে যায় বেলাগাম কালোবাজারি। প্রভাব খাটিয়ে হিমঘর থেকে বন্ড হাতিয়ে বাড়তি মুনাফা লোটার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের স্থানীয় চুনোপুঁটি থেকে রাঘববোয়াল নেতাদের বিরুদ্ধে। বাড়তি ফলনের কারণে বাজার মন্দা হলে চাষি হিমঘরে আলু রাখার পথে হাঁটলেই বন্ড নিয়ে হাহাকার শুরু হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, 'হিমঘরগুলিকে চাপে ফেলে বন্ড হাতিয়ে লাখ লাখ টাকা পকেটে ভর্তি করেন যে তৃণমূল নেতারা, তাঁদের সরাসরি বলছি, এবারে যেন কেউ সেই পথে না হাঁটেন। সমস্যা হলে চরম মূল্য দিতে হবে প্রশাসন এবং বন্ডের কালোবাজারিতে যুক্ত তৃণমূল নেতাদের।'

পরিস্থিতি আঁচ করে হিমঘরে লোডিং নির্বিঘ্নে মিটিয়ে দিতে নীচুতলা পর্যন্ত নেতা- কর্মীদের এখন নির্দেশ দিচ্ছে তৃণমূল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে যে ভোটে মার খাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভোটের রাজনীতির পাশা খেলায় গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি এখন আলু।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৮, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : ডিইএন/১/মালদা-এর অধীনে i) ডিআরএম অফিস, মালদায় সকল অফিসে উন্নয়ন ও মেরামতির ব্যবস্থা" সি/ডব্লু-তে বৈদ্যুতিক কাজ। ii) তিলডাঙ্গা, বারহারওয়া এবং মণিগ্রাম-এ রানিং রুমের জন্য বাকি থাকা এসি-র ব্যবস্থা। iii) গ্যাং হাটের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৯৪,৮৭,৭৩৭.৩০ টাকা। বায়না মূল্য : ১,৮৯,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ১০.০৩.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-357/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৯, তারিখ ০২.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : i) "সিনি.ডিইএন/২-এর অধীনে প্রতিটি গ্যাঙের অধীনে ব্লক শাখাগুলিতে একটি গ্যাং শেড/হাটের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। ii) "এইএন/এল/জামালপুরের অধীনে ভাগলপুর-কিউল শাখায় শৌচাগার ও জল সরবরাহের সহিত গ্যাং হাটের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮০,৭২,৫৭৩.২২ টাকা। বায়না মূল্য : ১,৬১,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ১০.০৩.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-358/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা তাপস পাল - কে

10.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39G 68796 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিক চাপের মুখোমুখি হতে অনেক কষ্ট হয় এবং এটি দীর্ঘমেয়াদি আমাদের শক্তি হ্রাস করে। ডিয়ার লটারি আমাদের কোটিপতি করে তোলার মাধ্যমে আমাদের আর্থিক চাপ সংশোধন করার একটি বিশাল সুযোগ দেয়। এই সমস্ত ভালো জিনিস কটি দশ টাকার বিনিময়ে ঘটে যা সকলেই বহন করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৬ সংখ্যা, শনিবার, ২২ ফাল্গুন ১৪৩২

সর্বগ্রাসী নীতি

বিহারের রাজনীতিতে গত দুই দশকের সমীকরণ এক লহমায় বদলে গেল। ভারতীয় রাজনীতিতে পল্টুরাম বলে পরিচিত নীতীশ কুমার অবশেষে বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভার পথে পা বাড়িয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে কিছুটা সময় বাকি থাকলেও তাঁকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি।

পুষ্পস্তবক দিয়ে, লাল কার্পেট পেতে তাঁকে ২১ বছর বাদে বিহার থেকে দিল্লিতে পাঠিয়ে গেরুয়া শিবির শুধু নীতীশের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ সাধ পূরণ করেনি, নিজেদের বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে চলেছে। বিহারের রাজনীতিতে বরাবর জেডিইউয়ের ছোট শরিক বলে পরিচিত বিজেপি এবার পাটনার রাজ্যপাট দখল করতে চলেছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন কোনও বিজেপি নেতা। নীতীশ স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়লেন নাকি বিজেপির চাপের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হলেন- সেটা এখন ওপেন সিক্রেট। তবে প্রমাণ হয়ে গেল, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'র জমানায় বিজেপির মানসিকতা একাধিপত্যবাদের শিখরে পৌঁছেছে। যার সামনে নতিস্বীকার করা ভিন্ন কোনও রাস্তা খোলা নেই শরিক দলগুলির।

নীতীশের এই বিদায় আচমকা হলেও আকস্মিক নয়। তাঁর ডানা ছাঁটার প্রক্রিয়া ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। চিরাগ পাসোয়ানকে সামনে রেখে সেবার নীতীশের শক্তি খর্ব করা হয়েছিল। গত বছরের নভেম্বরে নীতীশকে মুখ করে এনডিএ প্রচারে নেমেছিল ঠিকই। কিন্তু তাঁকে কার্যত অতিথিশিল্পীর ভূমিকায় রেখে দেওয়া হয়েছিল।

বিহারে এনডিএ'র বড় শরিক জেডিইউ-কে ধীরে ধীরে ছোট শরিকে পরিণত করা হয়েছিল। এনডিএ'র সংকল্পপত্র প্রকাশের সময় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ক্যামেরার সামনে তাঁর উপস্থিতি এবং দ্রুত প্রস্থান বুঝিয়ে দিয়েছিল, নীতীশ বিহারে স্রেফ আলংকারিক নামে পরিণত হয়েছেন।

বিপুল ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হলেও গত বছর নীতীশ আর আগের দাপট ফিরে পাননি। তাঁর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেয় বিজেপি। পাটনার ১ নম্বর অ্যানে মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে দিল্লির বার্তা স্পষ্ট হয় যে, বিহার সরকারের চাবিকাঠি এখন মোদি-শা'দের হাতে। নীতীশের এই পরিণতির তুলনা চলে দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে।

বাজপেয়ী-আদবানি জমানায় এনডিএ ছিল বহুদলীয় মঞ্চ। মোদি-শা'র জমানায় তার ছিটেফোঁটাও টিকে নেই। শিরোমণি অকালি দল থেকে শিবসেনা- যে দলই বিজেপির ছত্রছায়ায় ছিল, তারা অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। একনাথ শিন্ডেকে সামনে রেখে উদ্ধব ঠাকরের হাত থেকে শিবসেনা দল ও দলের নির্বাচনি প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে। শিন্ডেও এখন নখদন্তহীন।

শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা পড়েছে অনেক আগেই। পঞ্জাবে বাদল পরিবারের প্রভাবেও ক্ষয় ধরেছে। হরিয়ানায় দুষ্মন্ত চৌতালাকে সঙ্গী করেছিল বিজেপি। জাঠভূমে তিনিও এখন অপ্রাসঙ্গিক। জম্মু ও কাশ্মীরে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বিজেপির সমর্থনে একদা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর থেকে ভূস্বর্গের রাজনীতিতে পিডিপি নেত্রীর শক্তিক্ষয় ক্রমাগত চলছে।

ওডিশার নবীন পট্টনায়েক বা অন্ধ্রপ্রদেশের জগন্মোহন রেড্ডির মতো নেতা, যাঁরা সংসদে বিভিন্ন সময় বিজেপিকে পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে এসেছেন, তাঁরাও ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত। এখন জেডিইউ-এর হাল কে ধরবেন? শোনা যাচ্ছে নীতীশ-পুত্র নিশান্তের নাম। কিন্তু আজন্ম পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা করে আসা ললন সিং বা সঞ্জয় ঝা'র মতো দাপুটে জেডিইউ নেতারা কি তা সহজে মেনে নেবেন? নাকি নীতীশের প্রস্থানে জেডিইউ-এর ভাঙন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা?

বিজেপি ঠিক এটাই চেয়েছিল। চোখের নিমেষে জেডিইউ-কে না ভেঙে ধীরেসুস্থে নীতীশকে হাসিমুখে বিহার থেকে বিদায় জানিয়ে তাঁর দলকে গিলে খাওয়ার রাস্তায় হাঁটছে বিজেপি। বিজেপির লক্ষ্য এখন অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু। সেখানে পবন কল্যাণকে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার ইঙ্গিত মিলছে। নীতীশ আত্মসমর্পণ করেছেন। চন্দ্রবাবুর দশা ভবিষ্যতে হয়তো তেমনই হবে।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

ধর্ম, সত্য-অসত্য ও সোশ্যাল মিডিয়া!

দুই বাংলাতেই এক অবস্থা। নিরপেক্ষতার আর দাম নেই। সবাই কেমন একবগ্গা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই বাংলা আর ওই বাংলা একটা জায়গায় এসে এখন একেবারে একাকার।

আপনার পক্ষে মতামত দিলে আমি সেরা বক্তা, সেরা লোক। আপনার বিপক্ষে মন্তব্য করলেই আমি নরকের কীট, বাজে লোক। দু'পক্ষেরই গুণ দোষ নিয়ে বললে আপনি নাকি মেরুদণ্ডহীন। তখন বলা হবে ঝাঁঝ নেই আপনার।

আরও একটা কথা। সবাইকে সব বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতেই হবে। করতেই হবে। নইলে আপনি এ সমাজের যোগ্য নন।

গোবরডাঙ্গায় তরুণীর ওপর হাওড়ার মদ্যপ সরকারি কর্মীর অশ্লীল আক্রমণ থেকে শুরু করে আমেরিকার ইরানে আক্রমণ... সব ব্যাপারেই সবাইকে বলতেই হবে কিছু না কিছু! প্রত্যেকেরই কিছু বলার আছে! টিভি দেখে শেখা অবশ্য। একই লোক রাজনীতি, সমাজচর্চা, সাহিত্য, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বলে যেতে পারেন দিব্যি! এক্সপার্ট! এক্সপার্ট!

এবং প্রত্যেকেই হারার পাত্র নয়। হারলেও বলবে, আমি জিততাম। আমাকে জোর করে হারানো হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন কচি ছাত্র নেতারা হেরে গিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন, তাঁদের নাকি জোর করে হারানো হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া থাকার জন্যই যে যাঁর মন্তব্য করতে পারেন ইচ্ছেমতো। অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্য শোনা যায়! ঢাকার এক ছাত্র নেতা যেমন হেরে গিয়ে বলেই দিয়েছেন, বিএনপি এবং আওয়ামী লিগ মিলেই আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। ধর্মের ষাঁড়ের পিঠে বসে হেরেও কথা কমেনি জামায়াতে নেতাদের। এই বাংলার ভোটেও এমন মন্তব্য শোনার জন্য তৈরি থাকুন। সিপিএম থেকে অধীর চৌধুরী- দু'পক্ষই বলবেন আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে!

আপনার মত আমার সঙ্গে না মিললেই মুশকিল। আপনি এখন আমার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লোকদের একজন। ফেসবুকে কেউ কোনও পক্ষের হয়ে লাগামহীন বলে গেলে তাকে ধন্য ধন্য করবে কেউ। গালাগাল দেবে আরেক দল। উলটোটা করলে আরেকরকম প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আপনি যদি ধীরেসুস্থে দু'পক্ষেরই হয়ে মন্তব্য করেন, দু'পক্ষেরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেন, পাবলিক খাবে না। অনেকদিন ধরে এই জিনিস দেখছি। এখন সেটা আরও বেশি। এখন আপনার ছেলেবেলার বন্ধুও ফোনে আপনার সঙ্গে তর্ক করবে না। ফেসবুকে গিয়ে কমেন্ট বক্সে উলটো-পালটা লিখে দেবে।

লোকে এখন বেশি পড়াটড়ার দিকেও যায় না। টিভি দেখার দিকেও লোকের নজর কম হতে চলেছে।

আপনি হয়তো দু'বার মমতার কড়া সমালোচনা করে তৃতীয়বারে মোদির তীব্র সমালোচনা করলেন। মোদির ভক্তরা নেমে পড়বে মাঠে, আরে তুই তো চটি চাটা বলেই কথা বলিস। আপনি হয়তো দু'বার মোদির সমালোচনা করে তৃতীয়বার মমতার কড়া সমালোচনায় নামলেন। আপনাকে শুনতে হবে, তুই তো গোদি মিডিয়ার অংশ। দেশজুড়ে ঘৃণা ছড়াচ্ছিস শুধু।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তুইতোকারি কোনও ব্যাপার না। সম্পূর্ণ অচেনা লোককে তুইতোকারি করে চলে যাবে অনেকে। তাহলে আর গোবরডাঙ্গার অশ্লীল কথাবার্তা বলা লোকটার সঙ্গে কী থাকল ফারাকটা?

এআই

ওই লোকটা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বলছে, অন্যায় হয়ে গেছে। মদ খেয়ে নেশার ঘোরে কী বলেছি মনে নেই। মৌচাক সিনেমায় উত্তমকুমারের লিপের গানের মতো। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজেবাজে কথা বলে, পুলিশি চক্করে না পড়লে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই। এখানে বরং বলা হবে, বেশ করেছি বলেছি। মৌচাক সিনেমাতেই মিঠু মুখার্জির লিপে বিখ্যাত গানের মতো।

বাংলাদেশে দাদুর বয়সি একটি লোক বছর পাঁচেকের বালিকাকে খুন করেছে ধর্ষণ করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম দাদুর হয়েও বলার জন্য কিছু লোক গজিয়ে গেছে পদ্মাপারে। পৃথিবী আজকাল কত 'সুন্দর' এই সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে!

সোশ্যাল মিডিয়ায় রিচ বাড়ানোর জন্য ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হালিশহরে এসে দিদি বৌদিরা তাঁর শাশুড়ির শেষযাত্রার লাইভ বর্ণনা দেন। সেটা নিয়ে আবার প্রচুর মিডিয়া স্টোরিও করে। সন্তান মারা যাওয়ার পরেও বাবা-মা লাইভ রেকর্ডিং-এর জন্য স্টুডিওতে চলে আসছেন। প্রচারের লোভ সামলাতে পারছেন না।

বাঙালির আর নতুন আইকন নেই বলে খেলা ছাড়ার ১৮ বছর পরেও অর্ধেক বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং-এ এখনও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ। শিলিগুড়ির স্থানীয় বিজ্ঞাপনেও গুরুত্ব পান না রিচা ঘোষ বা ঋদ্ধিমান সাহা। বাঙালি নতুন মেগাস্টার ফুটবলার তুলতে পারে না, ক্রিকেটার তৈরি করতে পারে না, অভিনেতা-অভিনেত্রীও নয়।

ওপার বাংলাতেও একই অবস্থা। নতুন সংস্কৃতিমন্ত্রী এসে বলেছেন, 'আমাদের লতা মঙ্গেশকর, সোনু নিগম ও নেহা কক্কর তৈরি করতে হবে। যারা গান গেয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করবে।' সোনু নিগম পর্যন্ত তাও ঠিক আছে, তাই বলে রুনা লায়লা-সাবিনা ইয়াসমিনদের দেশে নেহা কক্কর? সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃতিমন্ত্রী তোপের মুখে। তিনি আবার একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী!

এখন তো দুই বাংলায় কোনও সমস্যা হলেই 'কীসের কুসুম' বলে লাফ দিয়ে পড়ে টিভি অ্যাঙ্কর থেকে দোকানদার, জমাদার। সব একাকার। সব বিতর্কেই চলে আসে হিন্দু-মুসলমান। চলে আসে মানে জোর করে নিয়ে আসা হয়। ধর্মের ষাঁড়েরা গুঁতোগুঁতি করেই চলে। এসবের মধ্যেই সবে একুশে ফেব্রুয়ারি গেল বলে ভাষাপক্ষের রেশ যায়নি। তাই বাংলা ভাষা নিয়েও কিছু বলা দরকার, না? যে ভাষা হয়ে উঠেছে খিল্লিবাজির একটা অংশ।

এককালে বাঙালি বানান ভুল করলে লজ্জায় মাথা নীচু করত। আর এখন? এখন বানান ভুল করাটা একটা 'স্টাইল'। ঠিক যেমন ধনতেরাস, রামনবমী পালন হয়ে উঠেছে বাঙালির স্টাইল। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে 'লক্ষ্মী' হয়ে গেছে 'Laxmi', আর 'খুব ভালো' হয়েছে 'kb vlo'। যুক্তাক্ষর তো এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। আমাদের কিবোর্ডে এখন 'অ-আ-ক-খ'র চেয়ে 'LOL', 'OMG' আর 'ROFL'-এর দাপট বেশি। এসব চলবে আবার পাশাপাশি ভুল খবর ছড়ানোর খেলাও চলবে। কখনও অনিচ্ছাকৃত, কখনও ইচ্ছাকৃত। হোয়াটসঅ্যাপ প্রাইমারি স্কুল, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে ঘোরাঘুরি করা ভুল খবরও বিবিসি'র খবর হিসেবে দেখেন অনেকে। চেক-রিচেকের বালাই নেই কোনও।

এর মধ্যে আবার সব আবেগ আটকে গেছে নানা ইমোজির বৃত্তে। কেউ মারা গেছে ফেসবুকে খবরটা জেনে লোকে শুধু ইমোজি বা আরআইপি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। বিস্তৃতভাবে শোকপ্রকাশ করছে না। অবস্থা এমন যে, কোনওদিন হয়তো শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রেও লোকে 'ওম শান্তি'র পাশে একটা কান্নার ইমোজি দিয়ে দেবে।

বাঙালির প্রিয় শব্দ এখন 'কনটেন্ট'। কেউ রাস্তায় পড়ে গেলে তাকে তোলার আগে লোকে ভাবে, 'ভিডিওটা করলে ভাইরাল হবে তো?' ভাষার মধ্যে এখন ঢুকে পড়েছে 'রিচ', 'এনগেজমেন্ট' আর 'অ্যালগরিদম'।

সবাই বলছে, ফেসবুকের কমেন্ট বক্স এখন আধুনিককালের কুরুক্ষেত্র। সেখানে শুদ্ধ ভাষার চেয়ে 'বাঁশ' দেওয়া বা 'রোস্ট' করার ভাষাই বেশি চলে। নামী লেখকও নিজের ওজন ভুলে নেমে পড়েন হাস্যকর মন্তব্যে। কেউ হয়তো খুব কষ্ট করে একটা কবিতা লিখল, নীচে কেউ এসে কমেন্ট করল— 'ভাইটু কি গাঁজা খাও?'

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোথাও একটা পড়েছিলাম, 'আজকের ওয়েদারটা খুব ক্লাউডি, মনটা ভীষণ স্যাড-স্যাড লাগছে'- এই বাক্য শুনলে বঙ্কিমচন্দ্র নির্ঘাত আবার বিষবৃক্ষ লিখতেন, তবে এবার বিষটা নিজে খাওয়ার জন্য!

সোশ্যাল মিডিয়া বাঙালির অত্যাধুনিক, হাল ফ্যাশনের ভাষাকে হয়তো একটু পালটে দিয়েছে, তাকে রংচঙে করেছে, স্মার্ট করেছে- কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সেই মায়া আর গাম্ভীর্যকেও কিছুটা 'লাইক' আর 'শেয়ার'-এর ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছে। তবে দিনশেষে বাঙালি তো, একটু আধটু বিবর্তন না হলে ঠিক জমে না!

ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসার লেখক শিবরাম চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে আজ লিখতেন অন্য বই! ধর্ম সত্য-অসত্য সোশ্যাল মিডিয়া!

আজ

১৯৫৫

অভিনেতা অনুপম খের জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

২০১৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

আলোচিত

৬০ লক্ষ মানুষের অ্যাডজুডিকেশন তো এসআইআর-এর গাইডলাইনে ছিল না। এক্সট্রাঅর্ডিনারি পরিস্থিতি, তাই এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিদ্ধান্ত নিতে হল। ৬০ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বাকি কী হবে, আমরা জানি না। কমিশন এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

- মনোজ আগরওয়াল

ভাইরাল/১

কেট মিডলটনের নাচের ভিডিও সমাজমাধ্যমে। তিনি লেস্টারের এক মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখানে ব্রিটিশ-ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে হোলি উদযাপন করলেন প্রিন্সেস অফ ওয়েলস। গুজরাটের লোকনৃত্য গরবায় অংশ নেন কেট। তাঁকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা।

ভাইরাল/২

বিহারের সারণে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় কর্মচারীদের চুটিয়ে হোলি খেলার ভিডিও ভাইরাল। মুখে, মাথায় আবির মেখে ভোজপুরি গানের তালে কোমর দুলিয়ে নাচতে দেখা গেল তাঁদের। দেখে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

জনমন

জনমত

যুদ্ধের বিশ্বায়ন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

এআই

একসময় যুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রম, আজ তা প্রায় নিয়ম। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশই কোনও না কোনওভাবে যুদ্ধের মুখোমুখি। কোথাও সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ, কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও বা কূটনীতি ও অর্থনীতির আড়ালে চলা নীরব যুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্র এখন আর শুধু রাষ্ট্রের সীমানা নয়, সংঘাতের বিস্তারও চিহ্নিত করে।

এই যুদ্ধ আর শুধু সীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই। তার প্রভাব পড়ছে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে, খাদ্য নিরাপত্তায়, জ্বালানি বাজারে এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জীবনে। যুদ্ধরত দেশগুলির পাশাপাশি তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দেশগুলিও এই অস্থিরতার বাইরে নয়। অস্ত্র উৎপাদন, সামরিক জোট, কৌশলগত সমর্থন- সব মিলিয়ে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই কোনও না কোনওভাবে এই বৈশ্বিক সংঘাতের অংশীদার।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, যুদ্ধের ধারণাটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। শিশুমৃত্যু, উদ্বাস্তু সংকট, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর- এইসব দৃশ্য এখন আর বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দেয় না, বরং দৈনন্দিন সংবাদের তালিকায় নেমে এসেছে। 'পার্শ্বক্ষতি' বা 'কৌশলগত প্রয়োজন'-এর মতো শব্দ দিয়ে মানবিক বিপর্যয়কে যুক্তির মোড়কে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ব রাজনীতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে শান্তির ভাষা যত উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, বাস্তবে অস্ত্রের প্রস্তুতিও ততই বাড়ছে। প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষমতায় অগ্রগতি হলেও মানবিক দায়বদ্ধতায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এই বৈপরীত্যই ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

প্রশ্ন উঠছে, এই পথের শেষ কোথায়? যদি প্রতিটি সংকটের উত্তর হয় শক্তি প্রদর্শন, তাহলে আগামী প্রজন্ম কী উত্তরাধিকার পাবে? সহাবস্থান নাকি স্থায়ী সংঘাত?

আজ প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বের আত্মসমালোচনা। যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া নয়, বরং তাকে ঠেকানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা। নইলে ইতিহাস আবারও প্রমাণ করবে যুদ্ধ কখনও স্থায়ী সমাধান নয়, কিন্তু তার ধ্বংস স্থায়ী হয়।

এই বাস্তবতা অস্বীকার করার সুযোগ আর নেই। প্রশ্ন শুধু একটাই, বিশ্ব কি এখনই থামতে শিখবে, নাকি আরও বড় মূল্য দিয়ে সেই শিক্ষা নিতে বাধ্য হবে?

অলোকা রায়, ধনতলা, ক্রান্তি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অমানবিকতার ভিড়েও মানবিকতার আশা

সমাজ ও যান্ত্রিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েও মানুষই দেখাচ্ছে আলোর পথ, নজিরবিহীন মানবিকতায় ফিরছে 'প্রাণ'।

অজিত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, মানবতার সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই বিশ্বাসেই বর্ধমান মহিলা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী পরীক্ষার তাগিদে টিকিট ছাড়াই ট্রেনে উঠেছিলেন। কিন্তু টিকিট পরীক্ষকের কঠোর ও অনমনীয় অবস্থানে দীর্ঘ হেনস্তার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। অমানবিক এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই স্মরণে আসে কালিয়াগঞ্জের মোস্তাফানগরের সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা। ন্যায্য অ্যাম্বুল্যান্সভাড়ার দ্বিগুণ দাবি মেটাতে না পেরে এক অসহায় বাবাকে তাঁর মৃত পাঁচ মাসের শিশুর দেহ চাদরে মুড়িয়ে বাজারের ব্যাগে করে ২০০ কিলোমিটার পথ বাসে বহন করতে হয়েছিল। এই দুই ঘটনা আমাদের সিস্টেমের কাঠিন্য এবং মানবিক বোধের চরম অভাবকে সমাজের দোরগোড়ায় নিয়ে আসে, যা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে বিচলিত করে।

অমানবিকতার এই করাল গ্রাস থেকে রেহাই পায়নি নিষ্পাপ শিশুরাও। বালুরঘাটের ছয় বছর বয়সি এক শিশুর বস্তাবন্দি লাশ তিনদিন পর প্রতিবেশীর টালির চাল থেকে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা পুরো এলাকাকে স্তব্ধ করে দেয়। পরিবারের মুখে শোনা যায় সেই চিরন্তন আক্ষেপ, 'এমন অমানবিক প্রতিবেশী যেন কারও না হয়।' আমরা প্রতিদিন এমন নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হয়েও মুখ ফিরিয়ে অন্য পথ ধরি। মূলত 'অমানবিক' শব্দটি অভিধানের পাতায় কেবল একটি শব্দমাত্র নয়, বরং আমাদের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতাকেই

এআই

প্রতিনিয়ত সেই শব্দের আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি। মানুষ আজ নিজের স্বার্থ আর ভয়ের বৃত্তে বন্দি হয়ে অনেকটা আবেগহীন যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের জীবন যেন এক অশুভ 'প্লে-স্টেশন' গেম হয়ে উঠেছে, যেখানে অন্যকে হারিয়ে বা অন্যের ক্ষতি করেই জয়ী হওয়া যায়। মেধাবীর স্বপ্ন চুরমার হওয়া বা গরিবের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেওয়া—সবই যেন এক পরিকল্পিত রাজনীতির অংশ। আবাস যোজনার ঘর থেকে শুরু করে ডাবল চাকরির প্রতিশ্রুতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সুযোগ খোঁজে, তখন সমাজনীতি থেকে রাজনীতি হয়ে ওঠে চরম অমানবিক। নামী গায়কের ভাষায়, এটি যেন এক নিষ্ঠুর গেম, যেখানে মানুষের আবেগ বা প্রয়োজন কেবলই সংখ্যায় রূপ পায় এবং সাধারণ মানুষ কেবল ভাতার লাইনে দাঁড়ানোর মাধ্যম হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফড়িং বা দোয়েলের জীবনের যে সরলতা ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনও মিল নেই। প্রকৃতির জীবনে ক্লান্তি বা উদ্দেশ্যহীন হাহাকার নেই, কারণ তা অকৃত্রিম ও শুদ্ধ। অন্যদিকে, মানুষ তার অমানবিক কর্মকাণ্ডের কারণেই জীবনকে জটিল ও দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। জীবনযাত্রার এই অস্থিরতাই মানুষকে বাধ্য করছে গভীর হতাশায় ডুবতে, যা শেষ পর্যন্ত আত্মহননের মতো পথ দেখাতে প্ররোচিত করে। এই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে মানবিক বোধের পুনর্জাগরণ অনিবার্য।

এত অন্ধকারের মাঝেও রিক বাগদি কিংবা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো মানুষরা প্রমাণ করেন মানবিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের আইসিইউ টেকনিসিয়ান রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের অদম্য চেষ্টায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা কিশোরী কিংবা ১৬ মাসের শিশু অস্মিকা দাসের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে ওঠা মানবিক সহায়তার ষোলো কোটির ইনজেকশন—এগুলোই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। অমানবিকতার এই দীর্ঘ ছায়ায় মানবিকতা আজও এক প্রদীপের মতো জ্বলে আছে। দিনশেষে দু'মুঠো অন্নের মতো মানবিকতা আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। কারণ, আশার আলোকে পৃথিবীর কোনও অন্ধকারই চিরতরে মুছে দিতে পারে না।

(লেখক অক্ষরকর্মী। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। এখানে-সেখানে, এদিকে-ওদিকে, দ্বিধা ৩। পবনপুত্র হনুমান ৫। সভা, বৈঠক বা ওই জাতীয় জনসমাগম ৭। বিয়ের টোপর বা শোলার মুকুট ৯। ক্ষুদ্রমালা ১১। কনকন করার অনুভূতি ১৪। আপসবিরোধী, উগ্র, চরমপন্থী ১৫। বিষ্ণু ও শিব, বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি।

উপর-নীচ : ১। উপাস্য দেবতার নাম ২। ভয়, শঙ্কা ৩। কাঁঠালসম্বন্ধীয়, কাঁঠাল থেকে প্রস্তুত ৪। বিধাতার বিধান, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ৬। বন্ধুত্ব, সখ্য ৮। বাগান, উপবন ১০। নির্বিরোধ, গোবেচারা ১১। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যপদ্ধতিবিশেষ ১২। পিঙ্গল বা কপিশ, অঙ্গীকার, শপথ ১৩। মদবিশেষ, আখের গুড়।

সমাধান ■ ৪৩৮৬

পাশাপাশি : ১। মিরাশ ৩। তপ ৫। তত্র ৬। আমল ৮। মঞ্জিল ১০। কন্যকা ১২। গিরিজা ১৪। অগ্র ১৫। কপ ১৬। হবন।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। শতদল ৪। পশ্চিম ৭। লঘু ৯। লগি ১০। করগ্রহ ১১। কাত্যায়ন ১৩। রিমেক।

বিন্দুবিসর্গ

এক ফ্রেমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, লিওনেল মেসি ও তাঁর মিয়ামি ক্লাবের সতীর্থরা। হোয়াইট হাউসে।

ট্রাম্পের যুদ্ধ-মঞ্চে মেসি নিশানায় কিউবা

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : মঞ্চটা ছিল ফুটবল উদযাপনের। হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত লিওনেল মেসি ও তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি। কিন্তু সেই নিরীহ ক্রীড়া সংবর্ধনাকেই নিজের ভূ-রাজনৈতিক হুমকির ময়দান বানিয়ে ফেললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! ইজরায়েলকে সঙ্গী করে ইরানে যখন বোমাবর্ষণ করছে আমেরিকা, ঠিক সেই বারুদের গন্ধের মাঝেই কিউবায় 'সরকার ফেলার' প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর ট্রাম্পের এই চরম আস্ফালনের সময় তাঁর ঠিক পাশেই মেসির মতো একজন অরাজনৈতিক তারকার উপস্থিতি ঘিরে বিশ্বজুড়ে ফুটবল ভক্তদের মধ্যে আছড়ে পড়েছে বিতর্কের সুনামি।

মেসি বরাবরই রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। কিন্তু ট্রাম্প যখন একটার পর একটা দেশের সরকার ফেলার হুমকি দিচ্ছেন, তখন সেখানে তাঁর নীরব উপস্থিতি অনেকের চোখেই দৃষ্টিকটূ লেগেছে। নেটিজেনদের প্রশ্ন— বিশ্বশান্তি যখন খাদের কিনারে, তখন কি লাতিন আমেরিকায় ফায়দা লুটতে ফুটবল রাজপুত্রকে নিছক 'প্রপ' হিসেবে ব্যবহার করলেন ট্রাম্প? বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার ভক্তদের কাছে মার্কিন আধিপত্যবাদ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। ফলে এই দৃশ্য তাঁরা কীভাবে হজম করবেন, তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় উঠেছে।

অনুষ্ঠানে ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কিউবার কমিউনিস্ট সরকারের পতন এখন 'স্রেফ কিছু সময়ের ব্যাপার।' তিনি জানান, ইরানের সংঘাতের সুরাহা হওয়া মাত্রই ওয়াশিংটন কিউবার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেবে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে কিউবাকে কার্যত পঙ্গু করে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। ভেনেজুয়েলা থেকে তেল সরবরাহ বন্ধ থাকায় দ্বীপরাষ্ট্রটি এমনিতেই চরম জ্বালানি সংকটে ধুঁকছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্পের তীব্র কটাক্ষ, 'কিউবা এখন পতনোন্মুখ রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু নয়!'

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই আগ্রাসী নীতি লাতিন আমেরিকায় নতুন করে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। তবে ভূ-রাজনীতির জটিল অঙ্কের বাইরে আমজনতার নজর এখন আটকে একটিমাত্র ফ্রেমে— আগ্রাসী মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক নীরব ফুটবল জাদুকর। যুদ্ধের আবহে এই 'রাজনৈতিক' ফ্রেমে বন্দি হওয়া আগামী দিনে মেসির নিখাদ ক্রীড়া-ভাবমূর্তিতে কতটা আঁচড় কাটে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

সমাজমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা

বেঙ্গালুরু, ৬ মার্চ : শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল কর্ণাটক সরকার। শুক্রবার ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের সময় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ঘোষণা করেন, রাজ্যে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সমাজমাধ্যম ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতে এমন সিদ্ধান্ত প্রথম হতে চলেছে।

ইস্তফার পর এখনও মুখে কুলুপ বোসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে সিভি আনন্দ বোসের নাটকীয় ইস্তফা ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে এখন জল্পনার পারদ তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার

বিকেলে দিল্লি পৌঁছেই রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠালেও, এর নেপথ্য কারণ নিয়ে তাঁর এবং ঘনিষ্ঠ শিবিরের 'স্পিকটি নট' অবস্থান ধোঁয়াশা আরও বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, পদ ছাড়লেও এখনই নিজের রাজ্য কেরলে ফিরছেন না বোস, বরং আগামী কয়েকদিন তাঁর ঠিকানা হতে চলেছে রাজধানীই। আপাতত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি একান্ত সাক্ষাতের জন্য জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। প্রধানমন্ত্রীর সময় না মিললে অন্তত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে একটি বৈঠক সেরে রাখতে চাইছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বাংলা ছাড়ার পর তাঁকে কেন্দ্রে কোনও 'সম্মানজনক' বিকল্প দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে। সেই সম্ভাব্য নতুন ভূমিকা ঠিক কী হতে পারে এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর জোরালো তৎপরতার পর কী সমীকরণ তৈরি হয়, আপাতত সেদিকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল।

সুখোই বিপর্যয়ে দুই বীরকে হারাল দেশ

গুয়াহাটি ও নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : বুধবার শেষবার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। কে জানত, তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আকাশচুম্বী স্বপ্নগুলো আগুনের গোলায় পরিণত হবে! অসমে সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে অকালে ঝরে গেলেন ভারতীয় বায়ুসেনার দুই তরুণ তুর্কি। স্কোয়াড্রন লিডার অনুজ এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পূর্বেশ দুর্গকর—

অনুজ ও পূর্বেশ দুর্গকর।

দেশের দুই বীর সন্তানকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ।

বৃহস্পতিবার রাতে অসমের জোড়হাট বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে রুটিন মহড়ায় উড়েছিল শক্তিশালী 'সুখোই-৩০ এমকেআই' যুদ্ধবিমানটি। কিন্তু ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাডারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় সেটি। অনেক তল্লাশির পর কার্বি আংলং জেলার এক দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ মেলে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাঝ আকাশে বিকট শব্দ আর আগুনের গোলার মতো কিছু একটা আছড়ে পড়তে দেখেন তাঁরা। জোড়হাট থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরেই সব শেষ হয়ে যায়।

নিহত পাইলটদের মধ্যে পূর্বেশ দুর্গকর ছিলেন নাগপুরের বাসিন্দা। মাত্র ১০ দিন আগেই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো দুঃসাহসিক অভিযানে শামিল হওয়া এই লড়াকু পাইলট সম্পর্কে তাঁর বাবা রবীন্দ্র দুর্গকর বলেন, 'ওর নেশা ছিল যুদ্ধবিমান ওড়ানো। সব কাজ নিখুঁত করতে চাইত ছেলেটা। বুধবার শেষ কথা হল, আর আজ ও নেই!' বায়ুসেনার ৪৭ নম্বর স্কোয়াড্রনের অন্য সদস্য অনুজের সম্পর্কেও শোকবার্তা পাঠিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে বায়ুসেনার শীর্ষ কর্তারা— প্রত্যেকেই এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।

আকাশের অতন্দ্র প্রহরী এই দুই বীরকে স্যালুট জানাচ্ছে দেশ। কিন্তু বারবার কেন এভাবে যান্ত্রিক ত্রুটি বা দুর্ঘটনায় আমরা আমাদের সেরা সন্তানদের হারাচ্ছি, সেই প্রশ্নটাও কিন্তু ধোঁয়াশার মতো আকাশে ভাসছে।

বালেনের দাপটে লন্ডভন্ড ওলি-দুর্গ

নেপালে 'জেন-জি' ঝড়

কাঠমান্ডু, ৬ মার্চ : শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশে যা হয়নি সেটাই ঘটে গেল নেপালে। নিজেরা দল তৈরি না করেও হিমালয়ের দেশে পরিবর্তনের ঝড় তুলল জেন-জিরা। তাঁদের সমর্থনে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলিকে আক্ষরিক অর্থে ধরাশায়ী করে ক্ষমতা দখলের পথে বালেন্দ্র শাহ ওরফে বালেনের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। র‍্যাপার থেকে রাজনীতিক হওয়া ৩৫ বছর বয়সি বালেনের কাছে নিজের গড় ঝাপা-৫ আসনে বিপুল ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি।

শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনের যে ফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পার্লামেন্টে ম্যাজিক ফিগারের গণ্ডি পার করে এগিয়ে চলেছে আরএসপির বিজয়রথ। ওলির দল সিপিএন-ইউএমএল, গগন থাপার নেতৃত্বাধীন নেপালি কংগ্রেস ও প্রাক্তন মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডের দল এনসিপি কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড নিজে রুকুম পূর্ব আসনে এগিয়ে থাকলেও তাঁর দলের সার্বিক ফল অত্যন্ত হতাশাজনক।

সিপিএন-ইউএমএল, নেপালি কংগ্রেস, এনসিপি সহ কোনও দলের আসন সংখ্যাই ১০-এর গণ্ডি পার করেনি। কাঠমান্ডু-১ আসনে আরএসপি প্রার্থী রঞ্জু দর্শনার বিপুল জয় জেন-জি ঝড়ের তীব্রতা

বুঝিয়ে দিয়েছে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক নজিরবিহীন ছাত্র-যুব আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছিল নেপাল। দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে পথে নামা 'জেন-জি' প্রজন্মের আন্দোলনের জেরে পতন হয়েছিল ওলি সরকারের। সেই বিক্ষোভের অঘোষিত নায়ক ছিলেন কাঠমান্ডুর তৎকালীন মেয়র বালেন্দ্র শাহ। এবারের নির্বাচনে তাঁর তরুণ ভোটব্যাংক নেপালের রাজনীতির সব সমীকরণ বদলে দিয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, নেপালের ভোটাররা চিরাচরিত দলগুলির প্রতি আস্থা হারিয়ে নতুন মুখের খোঁজ করছিলেন। যার প্রতিফলন ঘটেছে আরএসপির প্রাথমিক লিডগুলিতে। শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সরাসরি নির্বাচন হওয়া ১৬৫টি আসনের মধ্যে আরএসপি ১০২টিতে এগিয়ে রয়েছে, যা ম্যাজিক ফিগার ৮৩-র চেয়ে বেশি। নেপালি কংগ্রেস এগিয়ে ১০টিতে। সিপিএন-ইউএমএলের ঝুলিতে যেতে পারে ৯টি আসন। মাত্র ৮ আসনে জয়ের পথে প্রচণ্ডর দল। অন্যান্য দলগুলি ২টিতে জিততে পারে।

সদ্য শেষ হওয়া ভোটে দাগ কাটতে ব্যর্থ রাজতন্ত্রপন্থীরা। নেপালের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ-র সমর্থক রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি মাত্র ১টি আসনে এগিয়ে। ফলে রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে দাবি জোরালো হয়ে উঠেছিল, দেশের সংসদ নির্বাচনে তা মুখ থুবড়ে পড়ল।

নেপালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দিকে নজর রাখছে দিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ভারত বরাবর নেপালের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে সমর্থন করে। নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কেন্দ্র। বালেনের উত্থান ভারতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, দুই-ই নিয়ে আসতে পারে।

নেপালের পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দিল্লির দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও নতুন প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী দলটি ভারতের সঙ্গে কৌশলগত ও জ্বালানি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটা নমনীয় হবে, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তবে নেপাল যে আর 'স্থবির-স্থিতাবস্থা'র রাজনীতিতে ফিরতে চাইছে না, তা জেন-জি সমর্থিত ব্যালট বিপ্লব পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রুশ তেল কিনতে ভারতকে 'ছাড়'

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা বন্ধু বলে কিছু হয় না, থাকে শুধু স্বার্থ। ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের আবহে বিশ্ববাজারে তেলের আকাল ঠেকাতে ফের একবার সেই বাস্তবতাই প্রকট হল। রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়ে গত কয়েকমাস ধরে ভারতের ওপর যে প্রবল চাপ ছিল, তাতে সাময়িক স্বস্তি দিল ওয়াশিংটন। সমুদ্রে আটকে পড়া জাহাজগুলিতে থাকা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির জন্য ভারতকে ৩০ দিনের বিশেষ ছাড় দিল ট্রাম্পের প্রশাসন। ৫ মার্চের মধ্যে 'লোড' হওয়া রুশ তেল আমদানির ক্ষেত্রে এই অনুমতি কার্যকর হবে।

এর আড়ালে রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিকে বাঁচানোর সূক্ষ্ম অঙ্ক। ভারত তার প্রয়োজনের সিংহভাগ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে হরমুজ প্রণালী দিয়ে, তাই দিল্লি সংকটে পড়লে বিশ্ববাজারে জ্বালানির হাহাকার পড়ে যাবে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেছেন, 'বিশ্ববাজারে তেলের জোগান স্বাভাবিক রাখতেই এই স্বল্পমেয়াদি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটি একটি স্টপ-গ্যাপ ব্যবস্থা যা ইরানকে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি করতে বাধা দেবে।' তবে তিনি সতর্ক করেছেন, এটি রাশিয়াকে বড় কোনও আর্থিক সুবিধা দেবে না। কারণ, শুধুমাত্র মাঝসমুদ্রে 'আটকে' থাকা তেলের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

মার্কিন ছাড়ের সুযোগ নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে মাঝসমুদ্রে ভাসমান প্রায় ২ কোটি ব্যারেল রুশ তেল কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। মজার কথা, যে রুশ তেল গত মাসেও ১৩ ডলার ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছিল, জোগানের অভাবে এখন তা ব্রেন্ট ক্রুডের চেয়ে ৪-৫ ডলার বেশি দামে কিনতে হচ্ছে ভারতকে। তবুও, সংকটের সময় জোগানের নিশ্চয়তাই এখন দিল্লির অগ্রাধিকার।

পৃথিবীর পাঠশালা

যুদ্ধের ময়দানে ফুটবল

যুদ্ধ মানেই ধ্বংস আর রক্তপাত। কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বড়দিনে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল, যা মানবতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ এবং জার্মান সৈন্যরা একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করে ছিল। কিন্তু বড়দিনের ভোরে জার্মান ট্রেঞ্চ থেকে হঠাৎ ক্রিসমাসের গান ভেসে আসে। এরপর তারা বন্দুক ফেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে উঠে আসে এবং ব্রিটিশদের ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই শত্রুপক্ষ হাত মেলায়, সিগারেট এবং চকোলেট বিনিময় করে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল, তারা মিলেমিশে বরফের ওপর একটি ফুটবল ম্যাচও খেলেছিল।

বসন্তে জীবিত

শীতকালে চরম ঠান্ডায় প্রাণী মারা যায়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর আমেরিকার উড ফ্রগ বা এক বিশেষ ধরনের ব্যাং শীতের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নিজেকে পাথরের মতো জমিয়ে ফেলে। এই সময় তাদের হৃৎস্পন্দন পুরোপুরি থেমে যায়, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই মারা যায়। বরফের নীচে টানা কয়েক মাস তারা এই অবস্থায় থাকে। কিন্তু বসন্তের শুরুতেই যখন বরফ গলতে থাকে, তখন জাদুর মতো তাদের হৃৎপিণ্ড আবার ধুকপুক করতে শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা বরফ থেকে বেরিয়ে লাফাতে লাফাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তাদের রক্তে এক বিশেষ ধরনের গ্লুকোজ থাকে, যা শরীরের কোষগুলোকে বরফে ফেটে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়।

পেপারক্লিপ দিয়ে বাড়ি বদল

ছোটবেলায় আমরা জিনিসপত্র অদলবদল করে খেলতাম। কিন্তু কানাডার কাইল ম্যাকডোনাল্ড নামের এক তরুণ একটি সাধারণ লাল পেপারক্লিপ অদলবদল করে আস্ত একটি দোতলা বাড়ি পেয়েছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি ইন্টারনেটে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, তিনি তাঁর পেপারক্লিপের বদলে ভালো কিছু চান। একজন তাঁকে একটি পেনের আকৃতির কাঠের টুকরো দেন। এরপর সেই টুকরোটি বদলে পান একটি ডোরনব। এভাবে ধাপে ধাপে স্টোভ, স্নোমোবাইল, রেকর্ডিং কনট্রাক্ট এবং সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি। ১৪ বার অদলবদল করার পর এক বছরের মাথায় সাসকাচোয়ান শহরের এক মেয়র তাঁকে একটি আস্ত বাড়ির চাবি তুলে দেন। সামান্য এক টাকার পেপারক্লিপ থেকে কোটি টাকার বাড়ির মালিক হওয়ার এই গল্প আজ মার্কেটিং এবং ব্যবসার দুনিয়ায় এক চরম অনুপ্রেরণা।

জাদুকরি শহর

মরক্কোর পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে থাকা শেফশাওয়েন শহরটি দেখলে মনে হবে কেউ যেন আকাশ থেকে নীল রং ঢেলে দিয়েছে। এখানকার প্রতিটি বাড়ি, দরজা, জানলা, সিঁড়ি এমনকি রাস্তাও নীল রঙের বিভিন্ন শেডে রাঙানো। ১৯৩০-এর দশকে ইহুদি শরণার্থীরা এই শহরে আশ্রয় নেওয়ার পর বাড়িঘর নীল রঙে রাঙাতে শুরু করে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, নীল রং হল আকাশ এবং ঈশ্বরের প্রতীক। আবার কেউ কেউ বলেন, মশার উপদ্রব কমানো এবং গরম থেকে বাঁচতেই এই রং করা হয়েছিল। কারণ যাই হোক, আজ এই নীল শহর বিশ্বের অন্যতম সেরা ফোটোগ্রাফি স্পট। সংকীর্ণ গলির ভেতরে নীল দেওয়ালের মাঝে হাঁটলে মনে হয় যেন কোনও বিশাল অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সংক্রমণে সতর্ক সিকিম প্রশাসন

প্যাঁচার দেহে বার্ড ফ্লু

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : অসুস্থ বা মৃত হাঁস, মুরগির সঙ্গে রিলস, সেলফি নেওয়ার পাশাপাশি ভিডিওগ্রাফির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল সিকিম প্রশাসন। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুক্রবার সরকারি তরফে এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়। নির্দেশিকায় অযথা গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার কথাও বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার নেশায় অনেকেই নানান ঘটনা ঘটান। যদিও সিকিম প্রশাসনের মঙ্গনের এক আধিকারিকের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই। উল্লেখ্য, সম্প্রতি উত্তর সিকিমের মঙ্গনে একটি মৃত প্যাঁচার শরীরে বার্ড ফ্লু'র জীবাণু এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সন্ধান মিলেছে। তবে, এখনও পোলট্রি পাখির মধ্যে এই সংক্রমণ পাওয়া যায়নি।

- মৃত হাঁস ও মুরগির সঙ্গে রিলস, সেলফি নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা সিকিমে
- মঙ্গনে প্যাঁচার দেহে বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ মেলায় এমন সতর্কতা প্রশাসনের
- এর প্রভাব পর্যটনে পড়বে না বলে দাবি প্রশাসনিক আধিকারিকদের

পর্যটনের মরশুমে দেশ-বিদেশের পর্যটকে ঠাসা উত্তর সিকিম। এই সময় বার্ড ফ্লু'র জীবাণু সংক্রান্ত খবরে পর্যটক থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ আতঙ্কিত। সেদিকে নজর রেখে বৃহস্পতিবার উত্তর সিকিম জেলা প্রশাসনের তরফে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক হয়। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি জেলার মঙ্গনের কাবি ব্লকে গাইখান ওয়ার্ডের কাছে একটি প্যাঁচার মৃতদেহে এইচ-১ এন-১ ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে। সিকিমের মঙ্গন জেলার পশুপালন বিভাগের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ডাঃ ডিচেন ও কালেওন বলেন, 'এখনও পোলট্রি বার্ডের মধ্যে ভাইরাসটি শনাক্ত হয়নি। অসুস্থ হাঁস, মুরগিকে যাতে গ্লাভস ছাড়া না ধরা হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কোথাও অস্বাভাবিক পোলট্রি প্রাণীর মৃত্যু হয়, তাহলে দ্রুত পশুপালন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' তাঁর দাবি, পর্যটকদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

প্রশাসনের তরফে জারি করা নির্দেশিকা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকলে (এসওপি) পোলট্রিতে কর্মরতদের বুট জুতো, গ্লাভস ও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও অসুস্থ কোনও পোলট্রি বার্ডকে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মঙ্গনের হোমস্টে ব্যবসায়ী পিডারিউ লেপচা বলেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফে আতঙ্ক ছড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।' সিকিমে এই অবস্থা হলেও পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে এর কোনও প্রভাব এখনও পড়েনি। দার্জিলিং চকবাজারে এদিন বিভিন্ন মাংসের দোকানে ভিড় করে চিকেন কিনেছেন সাধারণ মানুষ। মাংস বিক্রেতা সুরজ ছেত্রী বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে আমাদের এখানে বেশিরভাগ মাংস আসে। বার্ড ফ্লু নিয়ে এখানে কোনও আতঙ্ক নেই।'

বোসের বিবৃতিতে রাজনীতির বার্তা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : নিজের রাজ্য কেরলে ফিরছেন বাংলার পদত্যাগী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে নিছক অবসর যাপনের জন্য নয়। তাঁর বিবৃতিতে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আভাস আছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানোর ২৪ ঘণ্টা পর সিভির ওই বিবৃতিটি সমাজমাধ্যমে বাংলার লোকভবনের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে।

বিবৃতিতে সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপালের বক্তব্য, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আমি কেরলে ফিরে যাচ্ছি। এই মহান লক্ষ্যপূরণে আমি জাতীয় নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাব।' দিশা দেখিয়েছেন বলে মন্তব্য করে তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিবৃতির সঙ্গে বাংলার লোকভবন বোসের ইস্তফাপত্রটি জুড়ে দিয়েছে। সংক্ষিপ্ত সেই চিঠিতে পদত্যাগের কারণ কিছু দেখানো হয়নি। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির দেওয়া দায়িত্ব পূরণ করতে না পারায় বোসকে বাংলার রাজ্যপাল পদ থেকে সরানো হয়েছে। কিন্তু তিনি যে সর্বভারতীয় শাসক শিবিরের সঙ্গেই আছেন, লোকভবন থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে তা স্পষ্ট। যদিও কোথাও সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার উল্লেখ নেই।

নজর কাড়লেন জুহি

কিশনগঞ্জ, ৬ মার্চ : শুক্রবার ইউপিএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। কিশনগঞ্জের খাগড়ার জুহি দাস এই পরীক্ষায় ৬৪৯ র‍্যাংক করেছেন। জুহির মা অম্বিকা বলেন, 'এটা ওর তৃতীয় অ্যাটেম্পট। ১৩ ফেব্রুয়ারি ওর বাবা মারা যান। তারপরেও ইন্টারভিউয়ের জন্য দিল্লি যায়। মেয়ের জন্য গর্ব হচ্ছে।' জুহি ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন নিয়ে বিটেক পাশ করেছেন। জুহি বলেন, 'বাবার মৃত্যুর পর আমি দিল্লিতে ইন্টারভিউ দিতে যাই। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে জেলা শাসকের চেয়ারে বসতে দেখার।'

এসআইআর-এর প্রতিবাদে ধর্না মঞ্চে মমতা ও অভিষেক। শুক্রবার কলকাতায়।

প্রতিবাদী মমতা

প্রথম পাতার পর

হয়েছে মঞ্চে এমন ২২ জনের উপস্থিতি, যাঁদের ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে। বিজেপি ও কমিশনকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'নির্লজ্জ বেহায়া বিজেপি পার্টি আর তাদের দালাল কমিশন!'

প্রমাণ সহ এই প্রতিবাদের অভিঘাত এমনই যে, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে শুক্রবারই বিবৃতি দিয়ে জানাতে হয়েছে, বিএলও-দের দোষে এসব হয়েছে। এজন্য বিএলও-দের কৈফিয়ত চাইবেন তিনি। বিজেপি অবশ্য তাঁর ধর্নার কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য, 'উনি বুঝতে পেরেছেন, ফের বিরোধী দলনেত্রী হতে চলেছেন। তাই প্র্যাকটিস করতে চাইছেন।' মুখ্যমন্ত্রী ধর্নার শুরুতেই দাবি তোলেন, 'বিবেচনাধীন ও জীবিতকে মৃত বলে ঘোষণা করা ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতেই হবে।' এই ধর্না তিনি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দেন। ধর্নামঞ্চের পেছনে অস্থায়ী শিবিরে রাত্রিবাস করবেন মমতা। রোজ সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ধর্না চলবে। যদিও কতদিন এই কর্মসূচি চলবে, তা এখনও জানানো হয়নি। মনে করা হচ্ছে, বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শেষ হওয়া পর্যন্ত নজর ঘোরাতে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না চলতে পারে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নামঞ্চ থেকে বলেন, '১০ কোটি বঙ্গবাসীর স্বার্থে এবার আমাদের স্লোগান বয়কট বিজেপি। যদি ১ কোটি ২৪ লক্ষ ভোটার বিবেচনাধীন বা বাতিল হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটাও বাতিল বা বিবেচনাধীন।'

বিশিষ্ট আইনজীবী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী মানেকা গুরুস্বামী বলেন, 'সংবিধান রক্ষায় আমরা কোর্টে ও রোডে থাকব।' রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই 'আন্দোলনকারী' সত্তায় মমতার ফিরে যাওয়া যে আসলে কেন্দ্র বিরোধী জনমত তৈরির চেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই।

হেঁশেলে আদিম স্বাদ

প্রথম পাতার পর

সযত্নে রক্ষিত আছে এমন কিছু স্বাদ, যা কোনও আধুনিক মেনুকার্ডের তোয়াক্কা করে না। সেই স্বাদগুলো আসলে পাহাড়ের মানুষের হাড়কাঁপানো শীতে টিকে থাকার উষ্ণ রসদ, এক একটি বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির জ্যান্ত ফসিল।

টাইগার হিলের দিকে যাওয়ার পথে ছোট এক ঝুপড়িতে বসে চায়ের অর্ডার দিতেই দেখা গেল, কাঠের উনুনে তখন ফুটন্ত তেলে তৈরি হচ্ছে 'শাফালে'। ময়দার আধারে মোড়া কিমা করা মাংসের এই কড়া ভাজা পিঠের প্রথম কামড়েই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা গরম ভাপ আর ডল্লে খুরসানি লংকার তীব্র ঝাঁঝ যেন নিস্তেজ রক্তে নাচন ধরিয়ে দিল। যেন খাবার নয়, এক পরম উষ্ণ আলিঙ্গন। পাহাড়ের কৃষিজীবী মানুষের জীবনগাথা আসলে লুকিয়ে আছে 'গুন্দুক' আর 'সিনকি'-র মধ্যে। দুটি খাবারই সংরক্ষণের এক বিস্ময়কর শিল্প। সর্ষে শাককে পচিয়ে, রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয় গুন্দুক। এর অনন্য টক স্বাদের বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। গাঁজানো পদ্ধতিতে তৈরি হয় সিনকি। মূলত মুলোর ছোট টুকরো বা কুচি দিয়ে তৈরি। এটি শুকিয়ে রাখা হয় এবং পরে সুপ বা আচার হিসেবে খাওয়া হয়। উপাদানগুলো পাহাড়ের মিতব্যয়ী জীবনের প্রতিচ্ছবি।

খাবেন নাকি স্যর? মাঝবয়সি দোকানি দেউকি ছেত্রীর কথা ফেরানো গেল না। ঝুপড়ির টেবিলে যখন গুন্দুকের ঝোল আর গরম ভাত পাতে এল, সেই আদিম টক-ঝাল গন্ধ জানান দিল কেন পাহাড়ের মানুষ এত অজেয়। তার সঙ্গেই দেওয়া হল 'কিনামা'। গাঁজানো সয়াবিনের সেই উগ্র, তীব্র ঘ্রাণ প্রথমবার খানিকটা বিচলিত করলেও, তার স্বাদের গভীরতা ছিল অতুলনীয়। যেন ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা ধরে রাখার মন্ত্র। কিনামা খাওয়ার অভিজ্ঞতা আধুনিক রেস্তোরাঁ বিলাসিতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেয়।

অনেক খুঁজে জাকির হোসেন রোডের ধারে মিলল কালি দিদি'র সাজানো-গোছানো দোকান। সেখানেই পাওয়া গেল 'নিংরো'। পাহাড়ি ফার্নের কচি সবুজ ডগাগুলো স্থানীয় নরম 'চুরপি' কুচির সঙ্গে রান্না করা হয়েছে। সেই পদের এক অপার্থিব স্বাদ। চুরপি নিজেই হিমালয়ের এক মহাবিস্ময়। গোরুর দুধের ছানাকে দীর্ঘ সময় ধরে শুকিয়ে পাথরের মতো শক্ত করে তোলা এই পনিরের টুকরো মুখে নিয়ে চিবোতে চিবোতে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে পথ চলা এক অনন্য অনুভূতি। তবে নিংরোতে ব্যবহৃত চুরপি শক্ত নয়, নরম। পাহাড়ের পুরোনো খাবারের খোঁজ করতেই কালি দিদি এনে দিলেন 'থাংথুক'-এর বাটি। দেখলাম নুডলসগুলো হাতে ছিঁড়ে ছোট ছোট বর্গাকার টুকরো করে সুপে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি চামচে সেই নরম ময়দার স্বাদ আর আদার কড়া ঘ্রাণে মনে হল সময় যেন কয়েক শতাব্দী থমকে দাঁড়িয়ে আছে কোনও এক প্রাচীন গুম্ফার ছায়ায়।

পাহাড়ি তিতকুটে স্বাদের এক অনন্য উদাহরণ হল 'তিতা ফাপর'। এটি মূলত পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলের খাবার। জোড়বাংলো বা ঘুম স্টেশনের কাছের ছোট হোটেলগুলোতে এর সন্ধান মেলে। চাটনি বা আচারের সঙ্গে ৩০-৪০ টাকার এই রুটিজাতীয় খাবারটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে বলেই বিশ্বাস করেন স্থানীয়রা। দার্জিলিংজুড়েই 'শেল রুটি'-র মিষ্টি মৌতাত। চালের গুঁড়ো আর ঘিয়ের মিশ্রণে তৈরি আংটির মতো রুটিটি বাইরে মচমচে আর ভেতরে তুলতুলে। গরম শেল রুটির সঙ্গে ঝাল আলুর দম মুখে দিলে পৃথিবীর সমস্ত দামি খাবার-এর কাছে নতমস্তক। চকবাজারের একটি পুরোনো রেস্তোরাঁয় পাওয়া গেল 'শ্যাপটা'। পাতলা করে কাটা মাংসের টুকরো আদা আর লংকার কড়া আঁচে ভেজে তৈরি হয় শ্যাপটা। কেবল পেটের ক্ষুধা নয়, আত্মার তৃপ্তি জোগায় খাবারটি। পুলিশ স্টেশনের কাছেই পাহাড়ের বিশেষ অর্ঘ্য 'খাপসে' বা মাখন-ময়দার বিস্কুট পাওয়া গেল। তা যেন শেষপাতে মিষ্টির মতো।

দার্জিলিংজুড়েই রয়েছে স্থানীয় খাবারের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পরিতাপের বিষয় হল, বিশ্বজুড়ে যখন ফুড ট্যুরিজমের জয়জয়কার, তখন আমাদের হিমালয়ের এই অমূল্য রত্নরাজি আজও অবহেলিত। সরকারি স্তরে এই আদিম রন্ধনশৈলীকে বিশ্বের দরবারে ব্র্যান্ডিং করার বা জনপ্রিয় করার কোনও সুদূরপ্রসারী সদিচ্ছা চোখে পড়ে না। গ্লেনারিজ বা কেভেন্টার্সের বাইরেও যে এক বিশাল আদিম স্বাদের জগৎ আছে, তা পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো কোনও সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। আধুনিক পিৎজা বা বার্গারের চাকচিক্যে এই আদি স্বাদেরা আজ নিজভূমে ব্রাত্য। পাহাড়ের বাস্তুসংস্থান যেমন সংকটে, তেমনই এই অকৃত্রিম খাদ্যসংস্কৃতিও আজ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছে। যদি সঠিক উদ্যোগ নেওয়া না হয়, তবে অচিরেই দার্জিলিংয়ের এই আসল ঘ্রাণটুকু হয়তো কেবল পুরোনো ডায়েরির হলদেটে পাতায় বন্দি হয়ে রয়ে যাবে। পাহাড়ের সেই আদিম হেঁশেলগুলো আসলে কেবল রান্নাঘর নয়, সেগুলো হিমালয়ের স্পন্দন, যা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে আজও বেঁচে আছে মানুষের পরম মমতায়।

বদলের ছক

প্রথম পাতার পর

খুল্লা অ্যাজেন্ডার সঙ্গে ভীষণভাবে মিলে যায় নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে বহু ব্যবহৃত এই শব্দ দুটি। ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশনের স্ট্যাম্পে জর্জরিতরা অধিকাংশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বা ধর্মে মুসলিম। ডিলিট বা অ্যাডজুডিকেশন তকমা দেওয়ার যুক্তি সব অদ্ভুত অদ্ভুত। বাবার পদবির সঙ্গে মিলছে না। কিংবা নামের আগে শেখ কিংবা পরে শেখ নিয়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি।

অথচ কমিশন কর্তাদের না জানার কথা নয় যে, অনেক জনগোষ্ঠীতে বাবার সঙ্গে সন্তানের পদবির মিল থাকে না। সাঁওতাল সহ বিভিন্ন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সন্তানরা মায়ের পদবিতে পরিচিত হন। খাতুন পদবির মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে বাবার পদবির সঙ্গে মেলার সম্ভাবনাই নেই। বিজেপি প্রচার করেছিল, ২ কোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সাফ হয়ে গেলে ২০২৬-এর নির্বাচনে তাদের ঠেকানোর জো নেই।

৬৩ লক্ষ বাদ ও ৬০ লক্ষের মতো বিচারাধীনের সবাই শেষপর্যন্ত সাফ হলে সংখ্যাটি অবশ্য দেড় কোটিও হবে না। আচমকা ভোটের আগে রাজ্যপাল বদলের সঙ্গে এসআইআর সত্ত্বেও জয় সম্পর্কে বিজেপি নিঃসংশয় হতে না পারার যোগসাজশ তাই আছে বলে সাদা মনে সাদা কথা জাগছে। মন কু গাইছে, সিভি আনন্দ বোসকে দিয়ে কি ততটা কট্টর তৃণমূল বিরোধী পদক্ষেপ করানো যাচ্ছিল না?

কমিশনের সৌজন্যে চালু শব্দ অ্যাডজুডিকেশনের বাংলা বিচারাধীন। বলি, কীসের বিচার! কেন বিচার! কোন অন্যায়ের জন্য বিচারাধীনের স্ট্যাম্প পড়বে ভোটারের নামের পাশে! বিচারাধীন না বলে বিবেচনাধীন বললে হয়তো অতটা দুশ্চিন্তা হত না। কথায় বলে না- পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। বিচারে ছুঁলে যেন কত…! স্বাভাবিক একটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) বাস্তবে যেন ভোটাধিকার ছিনতাইয়ের সরকারি ব্যবস্থাপনা।

অনুপ্রবেশকারী বা ভিনদেশি নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘদিনের মন্ত্রী শশী পাঁজা কেন বিচারাধীন? প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সারা দেশে পরিচিত রাজনীতিবিদ প্রয়াত অজিত পাঁজার পুত্রবধূ শশী কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার। পরিচিত নাম। কোন নথি দিলে তিনি বিচারাধীনের কলঙ্কমুক্ত হবেন? রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী একই 'কলঙ্ক'ভোগী।

অথচ ভারত সরকারের আইনে এদেশে কেউ জন্ম নিলে নাগরিকত্ব তাঁর জন্মগত অধিকার। হাজাররকম অনুসন্ধান, গোয়েন্দাদের খোঁজখবরে কারও ভারতীয় নাগরিকত্ব নিশ্চিত হলেই তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। শশী, নন্দিনীর মতো এমন অনেক মানুষের বার্থ সার্টিফিকেট ও পাসপোর্ট থাকলেও ভোটার তালিকায় নামের ওপর 'অ্যাডজুডিকেশন' স্ট্যাম্প বসে গিয়েছে। গোয়ালপোখর থেকে নির্বাচিত দীর্ঘদিনের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি কিংবা হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী তজমুল হক আছেন সেই তালিকায়।

ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট মানে তো তাঁরা যে ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই প্রক্রিয়াতেও অবৈধ স্ট্যাম্প পড়ে যাওয়া। শুধু মুসলিম নয়, প্রচুর মতুয়া ও গোর্খা জনগোষ্ঠীর মানুষ আছেন বাদ বা বিচারাধীনের তালিকায়। তাঁদের 'বিচার' শেষ হলে বাংলায় এক নতুন শ্রেণির জন্ম হবে। যে শ্রেণিতে প্রথমত থাকবেন বাদ পড়া ভোটাররা। দ্বিতীয়ত, শুনানি শেষেও যাঁরা বিচারাধীন থেকে যাবেন, তাঁরাও সেই শ্রেণির সদস্য হবেন।

এই শ্রেণির সামনে সমূহ বিপদ। প্রথমত, ভোটাধিকার থাকবে না, নাগরিকত্ব অনিশ্চিত। নাগরিকত্ব না থাকলে তিনি কি এদেশে থাকতে পারবেন? না পারলে যাবেন কোথায়? তাঁদের কি সরকার পুশব্যাক করবে অন্য দেশে? বাংলাভাষী মুসলমান হলে বাংলাদেশে পাঠানোর আস্ফালন করা হয়ে থাকে। ডিলিটেড মতুয়াদের কী হবে? গোর্খাদের পাঠানো হবে কোথায়? দার্জিলিং পাহাড়ের প্রায় ৫০ হাজার গোর্খা হয় ডিলিট নাহয় অ্যাডজুডিকেশন তালিকায়। তাঁদের কি নেপালে পাঠানো হবে?

বাংলাদেশ বা নেপাল যদি তাঁদের নিতে না চায়? তখন কি রাতের অন্ধকারে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেবে সরকার? উত্তর নেই। শুধু ভাবলেই মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত বয়ে যায়। শুধু ডিলিট শ্রেণি নয়, ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত যে কোনও সংবেদনশীল মানুষ শিউরে ওঠেন। কী ভবিতব্য এই ভোটাধিকারহীন মানুষের! দ্বিতীয়ত, যদিও বা এই শ্রেণির লোকেরা রাষ্ট্রের লাথি, ঝাঁটা খেয়ে কোনওভাবে দেশে থেকে যান, তাহলে তাঁদের কর্মসংস্থান জুটবে তো? সরকারি সুযোগসুবিধা নিশ্চয়ই মিলবে না।

তৃতীয়ত, এই শ্রেণির সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মের কী হবে? ভোটাধিকারহীন, হয়তো নাগরিকত্বহীন, অনিশ্চিত জীবিকা, এমনকি পড়াশোনার সুযোগবিহীন একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠবে নাকি! ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশন সত্ত্বেও অনিশ্চয়তা আঁচ করে হয়তো রাজ্যপাল বদলের ছক। সে যাই হোক, নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভয়ংকর এক বিপদ ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে- রাষ্ট্রহীন জনতার অকল্পনীয় দুর্দশা।

ব্যবসায়ীর ঘরে হানা

প্রথম পাতার পর

কাছে জিএসটি ফাঁকি সংক্রান্ত একটি চক্রের খবর এসে পৌঁছায়। সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়েই তদন্তে নেমে মিরাট থেকে সঞ্জিত কুমার, শিবম ত্রিবেদী এবং দিলীপকুমার ঝা নামের তিনজন ট্রেডার্স ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীকে তারা গ্রেপ্তার করে। গতমাসের ২ তারিখ তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্তে নেমে আধিকারিকরা দেখতে পান যে, সঞ্জিতই এই পুরো জালিয়াতিচক্রের মাস্টারমাইন্ড। এই চক্রের সমস্ত অবৈধ কাজ মূলত কার্যকর করেছিলেন শিবম। তিনি তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্টের মাধ্যমে বিজনেস টু কাস্টমার বা বি-টু-সি মডেলের নামে একাধিক ভুয়ো ইনভয়েস তৈরি করেছিলেন। এরপর সুকৌশলে বিজনেস টু বিজনেস বা বি-টু-বি মডেলকে বি-টু-সি হিসেবে ভুয়োভাবে দেখাচ্ছিলেন। অর্থাৎ খাতায়-কলমে সাধারণ খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে সুপারি বিক্রি করার কথা বলা হলেও, তদন্তে জানা যায়, বাস্তবে সেই বিপুল পরিমাণ সুপারি চলে যাচ্ছিল বড় বড় পানমশলা নির্মাণকারী সংস্থাগুলির কাছে আর এই গোটা ঘটনার তদন্তের সূত্র ধরেই নারায়ণ আগরওয়ালের নাম সরাসরি তদন্তকারীদের সামনে চলে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এদিন নারায়ণের বাসভবন এবং সোনার দোকানে আচমকা হানা দেয় ডিজিজিআই-এর টিম।

পিষে 'মারল'

প্রথম পাতার পর

স্কুটারচালক সংঘর্ষ এড়ানোর সুযোগটুকুও পাননি। চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ যায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কালারাম ঘোষপাড়ার বিকি ঘোষ ও বাপ্পা সিংহের। খবর পেয়ে প্রথমে রাঙ্গাপানি ফাঁড়ি এবং পরে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস, নকশালবাড়ির সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্র ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্কুটারে থাকা তৃতীয়জন বলাই ঘোষকে প্রথমে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

দুর্ঘটনার খবর জানতেই ক্ষোভে ফুঁসছিল গোটা গ্রাম। এলাকাবাসীর একাংশ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন। কয়েকশো মানুষ চটহাট-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। দু'দিকে প্রায় একশো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন পুলিশ আধিকারিকরা। অবশেষে, ঘোষপাড়া মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস পেয়ে আধঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর বিজয় আর বিকির মৃতদেহ গ্রামে আনা হয়। স্থানীয় শ্মশানে পরপর দুটো দেহ দাহ করা হয়েছে।

ঘটনার পরই ঘোষপাড়া মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাত আটটা নাগাদও সেখানে বিশাল পুলিশবাহিনী টহল দিচ্ছিল। পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত করছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ঢালির বক্তব্য, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। একই গ্রামের এতজনের একসঙ্গে মৃত্যুর ধাক্কা সামলানো অসম্ভব। অনিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চলাচল রোধ করতে ঘোষপাড়া মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে।'

ভোট-বাতাসে টাকার গন্ধ

প্রথম পাতার পর

পারেনি বলে জনগণের ক্ষোভের অন্ত নেই। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বেআইনি নির্মাণ বন্ধে গৌতম উদ্যোগী হলেও তাঁর দলেরই একাংশ কাউন্সিলারের বিরোধিতায় ধীরে ধীরে সেই অভিযান চাপা পড়েছে। জমি মাফিয়া আর সিন্ডিকেটরাজের দাপট বন্ধেও তাঁর ভূমিকা আজ প্রশ্নের মুখে। এমনকি, দিনকয়েক আগে উন্নয়ন নিয়ে খোদ গৌতমের গলাতেই শোনা গিয়েছে আক্ষেপের সুর, যা বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো রয়েছে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। গৌতম দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা হলেও, দলের অন্দরেই তাঁকে অনেকে অপছন্দ করেন।

একুশের ভোটে এই শিলিগুড়িতেই তৃণমূলের হয়ে লড়েছিলেন অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ওমপ্রকাশের জয় নিয়ে তৃণমূল আশাবাদী থাকলেও মূল প্রতিপক্ষ শংকরের কাছে তিনি হেরে যান ৩৫, ৫৮৬ ভোটে। রাজনীতির অলিগলিতে কান পাতলে শোনা যায়, তৃণমূলের অনেকেই ওমপ্রকাশকে ভোট দেননি। দলের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবারের ভোটবাক্সেও বড়সড়ো অন্তর্ঘাতের রূপ নিতে পারে, তা মানছেন তৃণমূলের মাঝারি-ছোট নেতারাই।

ভোটের অঙ্কে শিলিগুড়ির অবাঙালি ভোটারের ভূমিকা বরাবরের মতোই নির্ণায়ক। বর্ধমান রোড, সেবক রোড, হিলকার্ট রোড থেকে শুরু করে এসএফ রোডের দু'পাশে মিলিয়ে গোটা বিধানসভা এলাকায় অবাঙালি ভোটার ৪০-৪৫ শতাংশ। এঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই শাসকদল বিমুখ। তোলাবাজি, লাইসেন্স নবীকরণে হয়রানি এবং সার্বিক পরিকাঠামোর অভাবে এই বিশাল এবং সংঘবদ্ধ ভোটব্যাংকের একটা বড় অংশ বেশ রুষ্ট। ফলে তাঁদের সমর্থন আদায় করা গৌতমের কাছে কার্যত এভারেস্ট জয়ের মতোই কঠিন। ব্যবসায়ী সুরেশ আগরওয়ালের সতর্ক জবাব, 'যিনি আমাদের দেখবেন, আমরা তাঁকেই ভোট দেব।'

কিন্তু শাসকদলের এই পর্বতপ্রমাণ দুর্বলতার সুযোগ কি বিরোধী দল বিজেপি পুরোপুরি নিজেদের ঘরে তুলতে পারছে? উত্তরটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমান বিধায়ক হিসেবে শংকরের খতিয়ানও কিন্তু চমকপ্রদ নয়। রাজ্য বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক হওয়ার পর থেকে তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে কলকাতায়। কখনও বিধানসভায়, কখনও টিভি স্টুডিওতে বিতর্কসভায়। নিজের বিধানসভা এলাকায় তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভের পাহাড় জমেছে, যার প্রমাণ মিলেছে গত পুরভোটে। খোদ তাঁর নিজের ওয়ার্ডেই বিজেপি পিছিয়ে ছিল অনেকটা।

ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে কয়েকমাস ধরে শংকর অবশ্য শিলিগুড়িতে পড়ে থেকে মানুষের কাছাকাছি আসার মরিয়া চেষ্টা করছেন। শহরে যে কোনও ঘটনা-দুর্ঘটনায় তিনি দলবল নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন। লাইমলাইটে থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এতে খুব একটা চিঁড়ে ভিজতে দিচ্ছেন না।

নেতাজি কেবিনে চায়ের আড্ডায় আলাপ প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। রাখঢাক না করেই বলছেন, 'শংকর তরুণ মুখ। মানুষ ওঁকে ভোটে জিতিয়েছিলেন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু শহরের জন্য গৌতমের পাশাপাশি শংকরও কিছু করতে পারেননি।'

শিলিগুড়িতেও দলের একাংশের সঙ্গেও এখন শংকরের সম্পর্ক তলানিতে। ফলে তৃণমূলের মতো তাঁর পথেও কাঁটা থাকছে। তবে এত নেতিবাচকতার মাঝেও, হুটার বাজানো দামি কনভয় ছেড়ে একটা পুরোনো স্কুটারে চেপে শহর চষে বেড়ানোর যে 'মাটির কাছাকাছি' ইমেজ তিনি তৈরি করেছেন, তা অনেকের কাছেই চমকপ্রদ।

শিলিগুড়ির রাজনীতির কথা উঠলে অবধারিতভাবে চলে আসে বামেদের কথা। অনেকটা প্রাক্তন প্রেমিকার মতো। বর্তমানে নেই, কিন্তু স্মৃতিতে উজ্জ্বল। একসময়ের লাল দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই শহরে গত বিধানসভা নির্বাচনে হেভিওয়েট নেতা অশোক ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করেও সিপিএমের শেষরক্ষা হয়নি। সেবার বামেদের ভোট কার্যত রামের বাক্সে উজাড় হয়ে গিয়েছিল, আর তাতেই জয় হাসিল করে নিয়েছিলেন শংকর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারও 'বামের ভোট রামে' যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, সিপিএমের কাছে এই মুহূর্তে এমন কোনও ক্যারিশম্যাটিক মুখ নেই, যিনি নতুন প্রজন্মের ভোটারদের টানতে পারেন। তাছাড়া শিলিগুড়িতে একসময়ের বহুল চর্চিত 'অশোক মডেল' এখন ইতিহাস। আর এটাই বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তি। শংকর বা যেই পদ্মের প্রার্থী হোন না কেন, এই অ্যাডভান্টেজ তাঁকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে।

এদিকে, গৌতমের কাছেও এবারের ভোট বড় চ্যালেঞ্জিং। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে একসময় নিজেরই সতীর্থ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গতবার হেরে যাওয়ায় এবার আর ওই আসনে লড়তে চাননি শিলিগুড়ির 'এক নম্বর' নেতা। সুতরাং, শিলিগুড়িও যদি মুখ ফেরায়, তবে সেটা চরম লজ্জাজনক হবে তাঁর কাছে। আর সেই কারণেই চেষ্টার কোনও কসুর রাখছেন না তিনি। জনমানসে নিজের 'ইমেজ' স্পষ্ট করতে হাইটেক প্রচারে নেমেছেন দীর্ঘদিন ধরেই। ঘুরিয়ে নিজেকে 'শিলিগুড়ির অভিভাবক' বলেও দাবি করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সে ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন।

প্রচারে পিছিয়ে নেই শংকরও। ভোটের আগে 'ভোজ' খাইয়ে নিজের পালে হাওয়া টানার সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ির রাজনীতি এখন জটিল এবং বেশ মজাদার হয়ে উঠছে।

একদিকে শাসকদলের উন্নয়নের অভাব, সিন্ডিকেটরাজ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে পদ্ম বিধায়কের নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা। সোশ্যাল মিডিয়ায় উড়ন্ত টাকার মেকি চমক আর বাস্তব জীবনের সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির মানুষ এবার কোনদিকে হাঁটবেন, তা এখনই বলা মুশকিল। তবে নেতাদের কথার ফুলঝুরি আর ডিজিটাল প্রচারের ডামাডোলের মাঝে আসল উত্তরটা লুকিয়ে আছে ওই যানজটে আটকে থাকা আমজনতার নীরবতার মধ্যে।

ইভিএমের বোতামে সেই নীরবতার বিস্ফোরণ ঘটার অপেক্ষাতেই এখন প্রহর গুনছে মহানন্দা পাড়ের শহর।

অনড় দুই পক্ষই

প্রথম পাতার পর

ভারত মহাসাগরে ইরানি রণতরী 'ডেনা'র ওপর মার্কিন ডুবোজাহাজের হামলায় আন্তর্জাতিক কূটনীতি এখনও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীলঙ্কা উপকূলে টর্পেডো হামলায় ওই জাহাজটি ডুবে যাওয়ায় ৮৭ জন নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। ইরানের উপবিদেশমন্ত্রী ওই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'জাহাজটি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল। আমেরিকা একজন আন্তর্জাতিক অতিথির ওপর হামলা চালিয়ে অপরাধ করেছে।'

ইরানে মার্কিন অভিযান ও সেদেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে নিকেশ করা নিয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ ট্রাম্পের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা খর্ব করার প্রস্তাবটি ২১২-২১৯ ভোটে খারিজ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ঘরোয়া রাজনীতিতে যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন ট্রাম্প।

ছোট্ট তারা

আরুশ দত্ত ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, বেকিং ও ছবি আঁকতে ভালোবাসে।

বেতনে দেরি, মেয়রকে চিঠি অস্থায়ী কর্মীদের

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা। এমনকি অতিরিক্ত কাজ করানো হলেও টাকা দেওয়া হয় না। তাছাড়া বিশেষ ধরনের জুতো দেওয়ার কথা থাকলেও, তা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমন একাধিক অভিযোগ তুলে শুক্রবার পুরনিগমে এসে মেয়র গৌতম দেবকে চিঠি দিলেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন কর্মী। পাশাপাশি এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকও করেন ওই কর্মীরা।

বিষয়টি নিয়ে মেয়র বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কয়েকজন কর্মী এসেছিলেন। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের মধ্যে সন্দীপ বসু বলেন, 'একটি বেসরকারি কোম্পানির আওতায় আমরা কাজ করছি। আমাদের বেতন দেওয়া হয় মাসের ১৪-১৫ তারিখে। তবে কাজে যোগ দেওয়ার সময় আমাদের এমন কিছুই জানানো হয়নি। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট ধরনের জুতো দেওয়ার কথা ছিল সেই জুতোও কোম্পানি দেয়নি।'

আর এক কর্মী জাফর আলির কথায়, 'মোট ছ'জন কর্মী রয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। আমরা চারজন সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে এসেছি। বাকি দুজন এখন কাজ করছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। তবে ওরাও টাকা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। আমরা মেয়রের দ্বারস্থ হয়েছি, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি দেখার। টাকা মিটিয়ে দিলে আমি কাজ ছেড়ে দেব।'

বিষয়টি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানির ফিল্ড অফিসার বাপি দাস জানিয়েছেন, তাঁদের কোম্পানিতে ১০ তারিখ বেতন হয়। ওই কর্মীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রত্যেককে অফিসে ডাকা হয়েছে। এলে কথা বলা হবে।

বামেদের অবস্থান

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : সফদার হাসমি চকে শুক্রবার সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই-এমএল, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আরএসপি-র উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অনেক ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় সেজন্য এই কর্মসূচির আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, জয় চক্রবর্তী, অভিজিৎ মজুমদার সহ অন্য বাম নেতা-কর্মীরা। ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার জন্য অশোক এদিন বিজেপি এবং তৃণমূলকে দুষেছেন।

দুই চুরিতে আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : নিউ জলপাইগুড়ি থানার বাড়িভাসায় রামকৃষ্ণ মিনি মার্কেটে একটি নির্মাণসামগ্রীর দোকানে চুরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে দুষ্কৃতীরা ওই দোকানে হানা দিয়েছিল বলে অনুমান। শুক্রবার সকালে আশপাশের দোকানের ব্যবসায়ীরা দেখেন ওই দোকানের টিনের চাল ভাঙা। তাঁরা দোকানের মালিক বিক্রম বর্মনকে খবর দেন।

বিক্রম জানান, দোকানে এসে তিনি দেখেন সম্পূর্ণ দোকান লন্ডভন্ড। দোকানের কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে। তাঁর অনুমান, এলাকায় ঘুরে বেড়ানো নেশাগ্রস্তরাই এই চুরি করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে।

অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানা এলাকার শালুগাড়াতেও একটি ফ্ল্যাটে তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ উঠেছে। ওই বাড়ির মালিক ও তাঁর স্ত্রী বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন, সেই সুযোগে এমন ঘটনা ঘটেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি।

এখন ঘরে ঘরে গ্যাসের প্রচলন। যাঁর বাড়িতে অনেক কিছুই নেই তাঁর বাড়িতেও একখানা গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। সেই দাপটে কমছে কালো হিরের কদর। উঠেই গিয়েছে কয়লার ডিপোগুলি।

কদর কমেছে কয়লা ডিপোর

পুরোনো সেই দিনের কথা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : একসময় রেলওয়ে, জাহাজ, কারখানা ছাড়াও ঘরে-ঘরে প্রধান জ্বালানি ছিল কয়লা। বেশিরভাগ বাড়িতে ছিল মাটির উনুন। কয়লার ব্যবসা তখন এই শহরে রমরমা। বাবা-ঠাকুরদার ব্যবসা না সামলে বেশি মুনাফা লাভের আশায় কয়লার ডিপো খুলেছিলেন অনেকে। সেইসময় এই ব্যবসা থেকে তাঁরা উপার্জনও করেছেন প্রচুর। তবে আজ তাঁরা সবাই আর এই পেশায় নেই। সময়ের পরিবর্তনের কাছে মাথা নোয়াতে সকলেই বাধ্য। এখন ঘরে ঘরে গ্যাসের প্রচলন। যাঁর বাড়িতে অনেক কিছুই নেই তাঁর বাড়িতেও একখানা গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। সেই দাপটে কমছে কালো হিরের কদর। উঠেই গিয়েছে কয়লার ডিপোগুলি, পেশাই বদলে ফেলেছেন তাঁরা। কয়েকটি এখনও ধুঁকছে। গোটা শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকাজুড়ে হাতেগোনা কয়েকটি ডিপোই রয়েছে। তারাও ভুগছে অস্তিত্ব সংকটে।

প্রায় ৩৮ বছর ধরে ঝংকার মোড় এলাকায় কয়লার ডিপো খুলে ব্যবসা করছেন আশিঘর এলাকার নকুল ঘোষ। পরিবারের কেউই কখনও এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নিজেই বেছে নিয়েছিলেন এই ব্যবসা। একসময় বিক্রিও হত প্রচুর। তবে এখন সেই ব্যবসা চারভাগের একভাগও নেই বলছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মিষ্টির দোকানে আগে প্রচুর কয়লার প্রয়োজন হত। তবে এখন ওরা কয়লার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে। ধোপারা একসময় কয়লা কিনত এখন তো সেই পেশাও প্রায় উঠে গিয়েছে, জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে ওরাও ইলেক্ট্রিক আয়রন ব্যবহার করে থাকে। উনুনে রান্না তো নেই এখন, প্রায় সমস্ত বাড়িতেই রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার। কিছু হোটেলে এখনও রান্নার কাজে প্রয়োজন হয় কয়লার, ওরাই নিয়ে যায়। লোহার রড, অ্যালুমিনিয়াম-এর ফ্যাক্টরিগুলোতে জিনিস তৈরিতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়। ওদের কয়লা না হলে চলে না, ওই ফ্যাক্টরিগুলো কয়লা নেয়। তাই এখনও টিকে রয়েছি।'

চোখেমুখে চিন্তার ছাপ নিয়ে ডাঙ্গিপাড়ায় ডিপোতে বসেছিলেন অখিল ঘোষ। শুকনো গলায় বললেন, 'এখন আর বিক্রি হয় না। ২০-২২ বছর ধরে বাজার একেবারেই খারাপ। কয়েকটি ফ্যাক্টরিই শুধুমাত্র কয়লা নিচ্ছে। প্রায় ৩৭ বছর ধরে এই ব্যবসায় রয়েছি। বাবা-ঠাকুরদার ঘি-ছানা-দইয়ের ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা ছেড়ে এই ব্যবসাকে বেছে নিয়েছিলাম। এখন দিনে কখনো-কখনো দুই-আড়াই কুইন্টাল কয়লা বিক্রি হয়, কখনও তারও কম। তবে একসময় পাঁচ-দশ টন করে কয়লা বিক্রি হত। কুইন্টাল প্রতি এখন ১৫০০-২২০০ টাকায় বিক্রি হয় কয়লা। স্থানীয়রা কেউ আর কয়লা কিনতে আসে না। ফুলবাড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বিভিন্ন জায়গার ফ্যাক্টরিগুলো গাড়ি পাঠিয়ে কয়লা নিয়ে যায়। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা কয়লা আনাই। তবে এখন কয়লার কাজে ধোঁয়া, ধুলো হওয়া নিয়ে অনেক অভিযোগ আসে তাই কেউ এই ঝামেলায় পড়তে চায় না। এখন যতদিন রয়েছি ততদিন এই ব্যবসা চালিয়ে যাব। এই বয়সে নতুন করে কিছু শুরু করা সম্ভব নয়। এই ব্যবসা করেই আমার সংসার চালিয়েছি, মেয়েদের বড় করেছি, পড়াশোনা শিখিয়েছি, এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তাই চাইলেও ছাড়তে পারব না।'

দেশবন্ধুপাড়ার এক কয়লার ব্যবসায়ী বললেন, ব্যবসা এখন একদমই নেই। আমাদের পুরোনো ব্যবসা তাই এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। নতুন যেটাই করব সেটাতেই প্রতিযোগিতা থাকবে। কিছু উপায় নেই তাই এখনও চেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছি। জানি না কতদিন এটা চলবে।

ফুলেশ্বরীতে এক রুটি-সবজির দোকানের সামনে দেখা গেল উনুনে কয়লা চাপিয়ে রাখা। এখনও উনুনে কয়লা দিয়ে রান্না হয় আপনার দোকানে? জিজ্ঞেস করতেই কল্পনা বর্মন বললেন রুটি এখনও উনুনে তৈরি করি, এতে রুটিটা খুব ভালো হয়। তবে সবজি গ্যাসেই রান্না করা হয়। ২০ টাকা কেজিতে কয়লা কিনে আনি, খুব বেশি তো প্রয়োজন হয় না।

এভাবেই শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আরও একটি পেশা। চম্পাসারি, মাটিগাড়া, ফুলবাড়ি, ডাঙ্গিপাড়া, ঝংকার মোড় সহ বেশকিছু জায়গায় এখনও এই পেশাকে টিকিয়ে রেখেছেন কিছু মানুষ। তবে কতদিন তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন তা নিয়ে তাঁদের মনেই দানা বাঁধছে সংশয়।

শিলিগুড়ি শহরে এখনও টিকে রয়েছে এই কয়লা ডিপো।

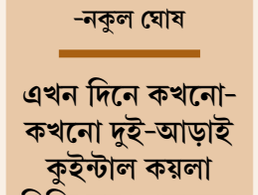

- আগে বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রাক বোঝাই করে কয়লা আসত শহরে
- এখান থেকে ফুলবাড়ি, জলপাইগুড়ির কারখানা কয়লা নিয়ে যেত
- পরিবেশ দূষণের কারণে শহরে এখন কয়লার ব্যবহার কমেছে

উনুনে রান্না তো নেই এখন, প্রায় সমস্ত বাড়িতেই রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার। কিছু হোটেলে এখনও রান্নার কাজে প্রয়োজন হয় কয়লার, ওরাই নিয়ে যায়।

-নকুল ঘোষ

এখন দিনে কখনো-কখনো দুই-আড়াই কুইন্টাল কয়লা বিক্রি হয়। একসময় পাঁচ-দশ টন করে কয়লা বিক্রি হত। স্থানীয়রা কেউ আর কয়লা কিনতে আসে না।

-অখিল ঘোষ

মেডিকেলে নিয়ম না মেনে দায়িত্ব বণ্টনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন করে হস্টেল মনিটর এবং ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর) নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পড়ুয়াদের একাংশের বক্তব্য, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই নিয়োগ করা হয়েছে। ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হলে কোনওভাবে সিআর করা যায় না বলে তাঁদের যুক্তি।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মেডিকেল শাখার রাজ্য নেতা সঞ্জীবন গুপ্ত দাবি করেছেন, 'অবিলম্বে এই নিয়োগের নির্দেশিকা বাতিল করতে হবে। অন্যথায় ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করা হবে।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'সমস্ত নিয়ম মেনে অস্থায়ীভাবে এই দায়িত্বগুলি বণ্টন করা হয়েছে।'

শুক্রবার একটি নির্দেশিকায় মেডিকেল কলেজের তিনজন ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই তিনজনের নাম থার্ড প্রফেশনাল পার্ট-১'এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি এদিন নিউ বয়েজ হস্টেল, সিনিয়ার বয়েজ হস্টেল, জুনিয়ার বয়েজ হস্টেল, গার্লস হস্টেল, লেডিজ হস্টেল এবং কাদম্বিনী গার্লস হস্টেলের জন্য মনিটরদের নাম প্রকাশ করা হয়।

এই দুটি তালিকা ঘিরেই কলেজে তীব্র হইচই পড়েছে। পড়ুয়াদের একাংশের বক্তব্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অঙ্গুলিহেলনেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, একটা কলেজে মনিটর এবং সিআর বাছাই করার জন্য আগাম নোটিশ দিতে হয়। সিআর সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হয়। কিন্তু কলেজে দীর্ঘদিন কোনও ছাত্র সংসদের নির্বাচনই হয়নি। পুরোপুরি অগণতান্ত্রিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছে।

এবিভিপি নেতৃত্বের বক্তব্য, বারবার কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জানিয়েও ছাত্র সংসদের নির্বাচন করা হচ্ছে না। অথচ মর্জিমাফিক তৃণমূল প্রভাবিতদেরই কলেজের সব জায়গায় নাক গলাতে দেওয়া হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, তৃণমূল সরকারের মেয়াদ আর দু'মাস। তার পরে নতুন সরকার এসে গণতান্ত্রিক পথে কলেজগুলিতে নির্বাচন করে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে টিএমসিপি'র কেউ মুখ খুলতে চাননি।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ইদের কেনাকাটা। ছবি : সূত্রধর

জোড়া শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : গত চব্বিশ ঘণ্টায় ফের প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি শহরের নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। পৃথক দুই শ্লীলতাহানির ঘটনা সামনে এসেছে। একটি ঘটনায় লালসার শিকার ৯ বছরের এক শিশু। অপর ঘটনায় নির্যাতিতা ২০ বছরের এক তরুণী। এই জোড়া ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় ৯ বছরের এক শিশু বাড়ির পাশের মাঠে খেলতে গিয়েছিল। অভিযোগ, সেখানে ওঁত পেতে থাকা বছর পঞ্চাশের এক প্রতিবেশী ওই শিশুকে 'ব্যাড টাচ' করে। আতঙ্কিত শিশুটি বাড়ি ফিরে সবটা জানায়। তারপর পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতেই আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে পাকড়াও করে।

অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানা এলাকার পালপাড়ার শক্তিমান রোডে এক তরুণী শ্লীলতাহানির শিকার হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে একটি মুদি দোকানে গিয়েছিলেন ২০ বছরের ওই তরুণী। সেখানে একা থাকার সুযোগে অবিনাশ পাঠক নামের এক তরুণ তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করেন। তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে শারীরিক হেনস্তা ও শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। রাতেই ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ হানা দিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

শহরজুড়ে বাড়তে থাকা এই অপরাধ প্রবণতা নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'অভিযুক্ত দুজনের বিরুদ্ধেই যাতে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' দিনের আলোয় পাড়ার মোড়ে বা খেলার মাঠে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীর মনে।

- আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় ৯ বছরের এক শিশু বাড়ির পাশের মাঠে খেলতে যায়
- সেখানে বছর পঞ্চাশের এক প্রতিবেশী ওই শিশুকে 'ব্যাড টাচ' করে
- ভক্তিনগর থানা এলাকায় দোকানে গিয়ে এক তরুণী শ্লীলতাহানির শিকার হন
- স্থানীয় এক তরুণ তাঁকে শারীরিক হেনস্তা ও শ্লীলতাহানি করেছে বলে অভিযোগ

স্বপ্নার পরিচয়পর্বে ভোল বদল রঞ্জনের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : এক সপ্তাহও কাটেনি। 'বদলে গেলেন' রঞ্জন শীলশর্মা। সদ্য দলে যোগ দেওয়া স্বপ্না বর্মনকে যখন দলের তরফেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছিল, তখন কটাক্ষ করেছিলেন রঞ্জন। কটাক্ষের সুরে বলেছিলেন, 'স্বপ্না আন্তর্জাতিকমানের ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রার্থী হলে ৭৫ হাজার ভোটে জেতা কোনও কঠিন বিষয় নয়।' সেই রঞ্জনকেই শুক্রবার দেখা গেল হাসিমুখে স্বপ্নার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিতে। রঞ্জন পরে বলেছেন, 'স্বপ্না আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড়। তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি। তাঁর সঙ্গে এদিন পরিচয়পর্ব ছিল। আমরা সবাই সেখানে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। পাশাপাশি বিজেপি কীভাবে দেশের সর্বনাশ করছে, তৃণমূল রাজ্যের প্রচুর উন্নয়ন করছে, এই কথাগুলি বলেছি।'

স্বপ্নার সঙ্গে পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডের দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এদিন একটি বৈঠক করেন গৌতম দেব। সন্ধ্যায় সেবক রোডের একটি ভবনে এই বৈঠক হয়। সেখানে ওই বিধানসভার অধীনে থাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১-৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং দলীয় নেতৃত্বকে ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে স্বপ্নাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বৈঠক প্রসঙ্গে মেয়রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্বপ্না বলেছেন, 'আমি দলের একজন সাধারণ কর্মী। আমাকে এদিন যেভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে তাতে আমি ভীষণ খুশি, আপ্লুত। আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।'

প্রথম থেকেই স্বপ্নাকে কার্যত প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। যা নিয়ে দলের অন্দরে তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় একাধিক যোগ্য প্রার্থীর দাবিদার থাকার পরেও রাজনীতিতে আনকোরা, অন্য বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা একজনকে দলে যোগদান করানোর সঙ্গে সঙ্গেই কেন প্রার্থী করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যেই তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার নেতা-নেত্রীরা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। রঞ্জন শীলশর্মা তো বিভিন্ন সময় তাচ্ছিল্যের সুরে কথাও বলেছেন।

এই আসনে প্রার্থী হিসাবে কাউন্সিলার রঞ্জনের পাশাপাশি দুলাল দত্ত, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের নাম নিয়ে চর্চা চলছিল দলীয় স্তরে। পাশাপাশি জ্যোতিপ্রকাশ কানোড়িয়া, মণীষা রায়, সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়কেও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে অনেকেই প্রচার করছিলেন। কিন্তু আচমকা স্বপ্নার দলে যোগদান এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে কার্যত অঘোষিত প্রার্থী হিসাবে ময়দানে নেমে পড়ার ঘটনায় চারিদিকে ক্ষোভ বাড়ছে। এদিনের বৈঠকে অবশ্য কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বৈঠকে হাজির অপর কাউন্সিলার দুলাল দত্ত পরে বলেছেন, 'আমাদের সম্ভাব্য প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে পরিচয়পর্ব ছিল। অন্য কিছু নয়।'

স্বপ্না বর্মনকে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে তৃণমূল নেতারা।

বাড়ির নোংরা জল রাস্তায়, ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : বাড়ির জল চলে আসছে রাস্তা। পাশাপাশি স্কুলের সামনে রাস্তা খারাপ হওয়ায় সেখানে জল জমে থাকছে। আর ওই নোংরা জল মাড়িয়ে স্কুলে ঢুকতে হচ্ছে সমরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। নিকাশিনালার জল পেরিয়ে স্কুলে পড়ুয়াদের এভাবে যাতায়াত করতে দেখে অভিভাবকরা রীতিমতো ক্ষিপ্ত। ইতিমধ্যেই অভিভাবকদের তরফে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। সরকারি স্কুলের সামনে কেন এরকম পরিস্থিতি তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নকশালবাড়ি সার্কেলে বটতলা এলাকায় রয়েছে সমরনগর প্রাথমিক স্কুল। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে বর্তমানে ১৫৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় স্কুলের সামনের রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার এই হাল কেন এব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাসের বক্তব্য, 'স্কুলের সামনে রাস্তাটা ঠিক করার জন্য আমি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান-এ জানিয়েছি। পাশাপাশি যে বাড়িটির নিকাশিনালা ঠিক না হওয়ার জন্য এই অসুবিধে হচ্ছে সেই বাড়ির মালিককেও জানানো হয়েছে। আশা করছি রাস্তাটা দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।' স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আশা, পড়ুয়াদের স্বার্থেই এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে।

রংদার

কাঁপুনি

হিমালয়ের পাদদেশের অস্থির মাটির নীচে লুকিয়ে বিপন্নতা, সাহিত্যের বিবর্তনে চেতনার উত্তাল ঢেউ আর উত্তরে হারিয়েছে হিমেল শীতের সেই নস্টালজিয়া। নগরায়ণ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের করাল গ্রাসে আমাদের আদিম শিকড়গুলি আজ অনেকটাই ফিকে। যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর প্রকৃতির সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক এক সুতোয় বাঁধা।

প্রচ্ছদ কাহিনী দেবদূত ঘোষঠাকুর, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস ও সানি সরকার
রম্যরচনা সন্দীপন নন্দী
ছোটগল্প দীপালোক ভট্টাচার্য
অণুগল্প অভিজিৎ বিশ্বাস ও জিকেল দে
কবিতা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, তাপসী লাহা, সুনীতা দত্ত, সুবীর সরকার ও শান্তনু দেবনাথ

জয়েন্ট ২৪ মে

২৪ মে গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের পরীক্ষা নেবে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলবে দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।

রেফার মামলা

বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে রেফারের অভিযোগ। এছাড়াও পরিষেবা সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগের বিরোধিতায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে।

নাবালিকা 'খুন'

নাবালিকা গৃহ পরিচারিকার মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে বীরভূমের সাঁইথিয়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, মৃতাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। যে বাড়িতে নাবালিকা কাজ করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ।

ভুয়ো প্রতিশ্রুতি

আইপ্যাকের নাম করে বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির অভিযোগ। এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তিনি পুরুলিয়ার বাসিন্দা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক... *শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই।*

উন্নয়নেও সওয়াল পদ্মের

পরিবর্তন যাত্রায় কর্মসংস্থান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৬ মার্চ : বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির পরিবর্তে সুর চড়ছে উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের মতো বিষয়ে। শুক্রবার রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শীর্ষনেতৃত্বের মুখে রাজ্যে পরিবর্তন হলে উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের অন্ধকার কাটবে— এই সব ইস্যুতেই জোর সওয়াল করা হল। যা দেখে অনেকেই মনে করছেন, শুধু ধর্মীয় মেরুকরণের মধ্য দিয়ে '২৬-এর সরকার গড়ার সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে ভোল বদল করছে বিজেপি। এদিন আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম বিধানসভায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। সভায় সুকান্ত বলেন, রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটাতেই পরিবর্তন যাত্রা করছে বিজেপি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রেল, সড়ক থেকে শুরু করে পরিকাঠামো এবং সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বন্ধ চা বাগান খোলার ব্যাপারেও স্থানীয় ইস্যুকে মাথায় রেখে বন্ধ চা বাগান খোলার ব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে উদ্যোগী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিন সুকান্তর ভাষণের সিংহভাগজুড়েই ছিল উন্নয়নের বার্তা। এর পাশাপাশি মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের যাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গিরিরাজের মুখেও শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা। আশ্বস্ত করে গিরিরাজ বলেছেন, রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত প্রকল্প বজায় থাকবে, তার পরিমাণ বাড়বে বই কমবে না। রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বিকল্প হিসেবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মহিলাদের জন্য ৩০০০ টাকা দেওয়ার কথা ইতিমধ্যেই ইস্তাহারে বলা হয়েছে। সেটাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন। ধর্নামঞ্চে এসআইআর বিরোধিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারীদের তালিকাভুক্ত করার জন্য উদ্বিগ্ন। তার জন্য প্রতিবাদে তিনি ধর্নায় বসেছেন। অথচ রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ২৬ হাজার শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার জন্য উদ্বিগ্ন নন তিনি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সমস্ত কর্মসংস্থান এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সবকিছু আবার নিয়মমাফিক হবে। সম্প্রতি রায়দিঘির পরিবর্তন যাত্রায় এসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন করে তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ৪৫ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

আসানসোলে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় বাইক র‌্যালি।

এদিন বালিতে পরিবর্তন যাত্রায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মুখে শা'র সেই বার্তা তুলে ধরেই প্রচার করতে দেখা গেল। সূত্রের খবর, দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র ধর্মীয় মেরুকরণকে হাতিয়ার করে ১৫০-এর বেশি আসন পাওয়া এখনই নিশ্চিত নয়। উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান মানুষের কাছে বেশি অগ্রাধিকার। তাই এই পরিবর্তন যাত্রায় ভোলবদল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

স্কুলে এবার আইনের পাঠ

কলকাতা, ৬ মার্চ : ছোট থেকেই এবার মানবাধিকারের পাঠ নেবে পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ইন্ডিয়ান পিনাল কোড বা আইপিসির বদলে যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, দণ্ড সংহিতা, নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম চালু হয়েছে, তা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল নয় ছাত্রছাত্রীরা। ফলে নিজেদের সুরক্ষার অধিকার এবং দেশের ন্যায়-নীতি ও অপরাধ সংক্রান্ত বিধিগুলি সম্পর্কে তাদের খুব একটা ধারণা তৈরি হয়নি। এই ফাঁক পূরণ করতেই এবার স্কুলে স্কুলে এই সংক্রান্ত পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য তৈরি হচ্ছে ই-বুকও। যার মাধ্যমে খুব সহজে তারা বাড়িতে বসেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারবে।

পাঠক্রম ভিত্তিক এই বই তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এসসিইআরটি)-কে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ বিধিগুলির বিষয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য তৈরি করা বইয়ে পৃথক পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। গ্রাফিক্স আকারে সহজে এই বিষয়গুলির রূপরেখাও তৈরি করা হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) এই সংক্রান্ত ইংরেজি বই তৈরি করা হয়েছে। আর এনসিইআরটির তরফে একটি বিশেষজ্ঞ দল এই বইগুলির বাংলা অনুবাদ করেছে। শীঘ্রই বইগুলি পৌঁছে যাবে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের অফিসে। তারপর সেগুলি বিতরণ করা হবে স্কুলে স্কুলে। স্কুল সেগুলি ছাপিয়ে গ্রন্থাগারে রাখবে। এমনকি শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেবেন। এর ফলে সহজে পড়ুয়াদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই অপরাধ ও বিচারের ধারণা সুস্পষ্ট হবে বলেই মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকমহল। তবে তাঁদের দুশ্চিন্তা, পড়াশোনার চাপ এতে আরও প্রবল হতে পারে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'পড়ুয়ারা আইন-আদালত সম্পর্কে জানলে এই সংক্রান্ত বিভ্রান্তি তাদের মধ্যে আর তৈরি হবে না। তবে এই বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিলে পড়ুয়াদের অতিরিক্ত পড়ার চাপ বাড়বে। সেদিকে নজর রাখা উচিত।'

মমতার মঞ্চে 'মৃত'রা, চাপে সিইও

কলকাতা, ৬ মার্চ : ২২ জন মৃতকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্না মঞ্চে হাজির করতেই ফের ডাইন খোঁজা শুরু করে দিল কমিশন। শুক্রবার এসআইআরে কমিশনের হয়রানি ও বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কাড়ার প্রতিবাদে ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মঞ্চেই এদিন কমিশনের খাতায় মৃত এমন ২২ জনকে হাজির করে কমিশনকে তুলোধোনা করেছেন মমতা। তারপরেই ওই ঘটনা প্রসঙ্গে সিইও কার্যত নির্বাচনি কাজের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদেরই নিশানা করেন।

অভিযোগ পেলে পদক্ষেপের আশ্বাস

রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রথম দফায় ৫৮ লক্ষ ও পরে চূড়ান্ত তালিকা সহ মোট ৬৩ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। আরও ৬০ লক্ষ নাম সন্দেহজনক হয়ে বিচারাধীনের তালিকায় প্রকাশের পর বারুইপুরের সভায় কমিশনের তালিকায় থাকা এমন বেশ কয়েকজন 'মৃত'কে র‌্যাম্পে হাঁটিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জেরে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়ে কমিশন। সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও থেকে এইআরওদের কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরাতে হয় কমিশনকে। এদিনের ঘটনার পর তাই সেই অস্বস্তি মাত্রা আরও বেড়েছে কমিশনের।

মমতার অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন নাম না করে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, 'যদি কোনও জীবিতকে মৃত ভোটার হিসাবে দেখানো হয়, তবে আমাদের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ জানালে আমরা পদক্ষেপ করব। দেখা হবে কার গাফিলতিতে নাম মোছা হয়েছে, কেন করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত কেউ নাম মুছে দিয়েছে কি না। এরপরেই কার্যত কমিশনকে আড়াল করতে সিইওর সাফাই, 'কমিশন কি কারও নাম মুছে দিতে পারে?'

সম্প্রতি ক্রিকেটার রিচা ঘোষ বিতর্কে কমিশন লিখিতভাবে ইআরও, এইআরওদের ঘাড়ে দোষ চাপানোয় রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস সংগঠন পালটা কমিশনকে নিশানা করে। শেষপর্যন্ত সাংবিধানিক ক্ষমতার জুজু দেখিয়ে বিতর্কে দাঁড়ি টানলেও কমিশনের অস্বস্তি কাটেনি। এদিন সিইওর এই মন্তব্যে আবারও নিজেদের দোষ ঢাকতে ডাইন খোঁজা শুরু করতে চলেছে বলে মনে করছে ডব্লিউবিসিএসদের সংগঠন।

তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বাদ দিতে কমিশনকে কাজে লাগিয়েছে। এদিন নারায়ণগড় থেকে মমতার ধর্নার উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের তালিকায় রেখে দিতেই এটা মুখ্যমন্ত্রী এই নাটক করছেন। এসআইআর ভন্ডুল করে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছেন।'

রাজ্য সরকার ও কমিশন কারও ওপরেই আস্থা রাখতে না পেরে শেষমেশ শীর্ষ আদালতকে নিষ্পত্তির দায়িত্ব তুলে দিতে হয়েছে জুডিশিয়াল অফিসারদের হাতে। প্রয়োজনে বাইরের রাজ্য থেকে অফিসার এনে নিষ্পত্তি দ্রুত করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন-কমিশন ও আদালত জটে এখনও পর্যন্ত বিচারকরা নিষ্পত্তি করেছেন সাড়ে ৭ লক্ষের মতো ভোটারের তথ্য। শনিবার ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকরা এলেও পরিস্থিতি কী হয় সেটাই দেখার।

সমবায় ব্যাংকে দুর্নীতি, সিট চেয়ে মামলা

কলকাতা, ৬ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। ব্যাংকেরই এক শেয়ারহোল্ডার চেয়ারম্যান বিপ্লব খাঁ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ দেবব্রত সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ তুলে এই মামলা দায়ের করেছেন। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী অশোক হালদার জনগণের তহবিল তছরুপ এবং ব্যাংকের স্থাবর সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে 'সিট' (SIT) গঠনের আর্জি জানিয়েছেন।

অভিযোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্যদের বসানো হয়েছে। গ্রাহকের তথ্য যাচাই না করেই মিলছে বেআইনি ঋণ, নেওয়া হচ্ছে কমিশন। নাবার্ডের নিয়ম অনুযায়ী, 'বি' ক্যাটিগোরির ব্যাংকে সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া যায়। কিন্তু অভিযোগ, চেয়ারম্যান ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনওরকম নথি ছাড়াই ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিলি করেছেন। যথাযথ নথি ছাড়া সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবে কোনও প্রকল্পের অস্তিত্ব

দক্ষিণ দিনাজপুর

নেই। এমনকি সরকারি হারের চেয়ে বেশি ভাড়ায় ব্যাংকেই খাটানো হচ্ছে নিজেদের গাড়ি ও জেনারেটর।

মামলাকারী সিআইডি ও অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার পদস্থ কর্তাদের নিয়ে সিট গঠনের পাশাপাশি সিবিআই বা এসএফআইও-র মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন পরীক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে পুলিশের সুরক্ষাও চেয়েছেন তিনি। আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক, এমনটাই চাইছেন আবেদনকারী।

যদিও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে চেয়ারম্যান বিপ্লব খাঁ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে জানান, 'সব অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। যিনি অভিযোগ করেছেন, তিনিই ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নিয়ে জালিয়াতি করেছেন। ব্যাংক সেটা ধরে ফেলায় এখন এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তবে মামলার কোনও নোটিশ এখনও হাতে পাইনি।'

মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নামঞ্চের সামনে হঠাৎ বিক্ষোভে পার্শ্বশিক্ষকরা। শুক্রবার কলকাতায়। -সংবাদচিত্র।

ধর্না মঞ্চে বিক্ষোভ পার্শ্বশিক্ষকদের

কলকাতা, ৬ মার্চ : আন্দোলন চলছিল বিকাশ ভবনের সামনে। সেই আন্দোলন শুক্রবার এসে পৌঁছোল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চে। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এদিন মঞ্চের সামনে উপস্থিত হন পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশ। বিক্ষোভ দেখানো শুরু করতেই তাঁদের রীতিমতো ধমক দিলেন মমতা। মঞ্চ থেকেই বললেন, 'রাজনীতি করবেন না। এটা এসব করার সময় নয়, মানুষ মরছে। এঁদের এখানে কারা পাঠিয়েছে জানি। এসবের পিছনে বিজেপি।' পালটা বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, ২০০৯ সালে যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আন্দোলনের মঞ্চে গিয়ে স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এখন তাঁদের আন্দোলনে বিজেপি যোগের অভিযোগ তুলছেন কেন?

এদিন কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর দাবি, 'আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিক রাজ্য। আলোচনায় বসে তাঁদের ন্যূনতম একটি বেতন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হোক। পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ করার পরও তাঁদের সামান্য ভাতা দেওয়া অত্যন্ত অমার্যাদার।' প্রভিডেন্ট ফান্ড, চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হলে আর্থিক সাহায্য ও পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা সহ স্থায়ীকরণের দাবিও এদিন তুললেন পার্শ্বশিক্ষকরা। রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে যে হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে, সেই 'ভিক্ষা'কে ফিরিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন তাঁরা। যদিও তাঁদের এড়িয়ে গিয়ে মমতা বলেন, 'বিজেপির কথায় এসব করবেন না। এ জায়গা খোলামেলা বলে ভাববেন না যা কিছু করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে আন্দোলন করুন।'

ধর্নায় যানজটে লন্ডভন্ড মধ্য কলকাতা

কলকাতা, ৬ মার্চ : কলকাতার ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না কর্মসূচির জেরে শুক্রবার বেলা বাড়তেই কার্যত লন্ডভন্ড হল মধ্য কলকাতা। ধর্না মঞ্চের কারণে জওহরলাল নেহরু রোডের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের একটি লেনও বন্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে মেয়ো রোডের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে সিধো-কানহু ডহর দিয়ে লেনিন সরণি ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পাঠানো হয়। জওহরলাল নেহরু রোডে পূর্ব প্রান্তের লেনে আপ ও ডাউন দুইমুখী গাড়ি চলাচল করানো হয়। কিন্তু ভিড়ের কারণে সেই রাস্তাতেও লোকজন জড়ো হয়ে যান। ফলে অফিস ফেরত যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এদিন অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ছিলেন কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। তা সত্ত্বেও যানজট মোকাবিলায় রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে।

শুক্রবার সকাল থেকেই জওহরলাল নেহরু রোডের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু তখন কর্মী-সমর্থকরা হাজির না হওয়ায় অফিস যাওয়ার সময় ভোগান্তি তেমন হয়নি। বেলা একটা পঞ্চাশ নাগাদ অবস্থান কর্মসূচিতে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মূলত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মী-সমর্থকরা ধর্নামঞ্চে হাজির হয়েছিলেন। কর্মী-সমর্থকদের আসা গাড়িগুলিকে ট্রাম ডিপোর কাছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত গাড়ি থাকায় কিছু গাড়ি এসপ্ল্যানেড ইস্ট রোডেও পার্কিং করা হয়। ফলে হেমন্ত বসু সরণি, মেয়ো রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, লেনিন সরণি, এসএন ব্যানার্জি রোড, জওহরলাল নেহরু রোড এবং রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে। বেলা যত গড়িয়েছে, বাস ও অন্যান্য গাড়ির যাত্রীদের ভোগান্তি ততই বেড়েছে। তবে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক থাকায় যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠেনি।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিয়ে সংশয়

সময় ভোটের ইঙ্গিত

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ : নির্দিষ্ট সময়েই ভোটের আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। শুক্রবার রাজ্যসভা ভোটের পর্যবেক্ষক হিসাবে বিধানসভায় স্ক্রুটিনির কাজ দেখতে এসে এমনই আশ্বাস দেন তিনি। ঘটনাচক্রে এসআইআর ও ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার রাতেই রাজ্যে আসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কিন্তু কমিশনের সন্দেহজনক তথ্যের ভিত্তিতে বিচারাধীন ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র সাড়ে ৬ লক্ষ। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হওয়া তালিকায় থাকাদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

শুক্রবার বিধানসভা ভবনে এসে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল অবশ্য বলেন, '৬০ লক্ষ বিচারাধীনের মধ্যে ৬ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকিদের কী হবে, আমরা জানি না। কমিশন এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

রাজ্যসভার পাঁচ আসনে মনোনয়ন ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে খবর, চার দফায় সংশোধনের পরেও রাহুলের মনোনয়নে কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছিল স্ক্রুটিনিতে। তৃণমূল প্রার্থী কোয়েল মল্লিকের মনোনয়নেও সামান্য কিছু ত্রুটি ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কোয়েল ও রাহুল সহ মোট পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়নই গৃহীত হয়। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন সোমবার। যেহেতু পাঁচ আসনের জন্য পাঁচ প্রার্থীই মনোনয়ন জমা করেছেন, তাই ভোটাভুটির দরকার পড়ছে না। সোমবার প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হলেই বিকাল ৫টার পরেই তৃণমূলের চার ও বিজেপির এক প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। এদিকে পর্যবেক্ষক হিসাবে স্ক্রুটিনি দেখতে এসে রাজ্যের বিধানসভা ভোট প্রসঙ্গে সিইও বলেন, নির্দিষ্ট সময়েই ভোট হবে। সেজন্যই কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে।'

ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে ৯ ও ১০ মার্চ রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও জেলা, রাজ্য প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির নোডাল অফিসারদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ১০ মার্চ দিল্লি ফিরে যাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা। এই আবহেই বিপুল সংখ্যক বিচারাধীনদের তালিকা ও ভোটের আগে তার নিষ্পত্তি ভাবাচ্ছে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই ঠারেঠোরে সব রাজনৈতিক দলই বিচারাধীনদের নিষ্পত্তি না করে ভোটের বিরোধিতা করেছে। নাম বাতিলের দাবিতে তাদের আবেদনের নিষ্পত্তি না হলে ভোট করতে দেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। শুনানি পর্বে নাম বাতিল করতে দলের ফর্ম ৭ জমা দিতে না দিয়ে তা নষ্ট করে দিয়েছে বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। এখন সেই প্যান্ডোরার বক্স আবার খুলতে হলে রাজ্যের ভোট পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই জোরালো হবে। এই প্রসঙ্গে এদিন সিইও বলেন, জুডিশিয়াল নিষ্পত্তির বিষয়টি এসআইআর-এর শুরুতে ছিল না। আদালতের মামলা সেই জায়গায় পৌঁছেছে। আমরাও চাই দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক। বিষয়টি এখন আদালতের হাতে। ফলে তারা এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিতেই পারে।

আগামী ১০ মার্চ রাজ্যে যখন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ভোটের ভাগ্য নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকবে সেই সময়ই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের এসআইআর মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হওয়ার কথা। মুখে না বললেও সিইও দপ্তরের আধিকারিকরা এখন বিচারাধীন ৬০ লক্ষের গেরো খুলতে শীর্ষ আদালতের দিকেই যে তাকিয়ে রয়েছেন, সিইওর কথায় তারই ইঙ্গিত।

শান্তনুর কথায় 'আই ওয়াশ'

কলকাতা, ৬ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনে বরাবরের মতো এবারেও শক্তিশালী হাতিয়ার মতুয়া ভোট ব্যাংক। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে কেন্দ্র করে যখন ঠাকুর পরিবারের তর্জা তুঙ্গে, তখন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ, 'মতুয়াদের আইওয়াশ করতেই মুখ্যমন্ত্রী ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চে বসেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট এবার হারাবেন বলেই মতুয়াদের অধিকার রক্ষা নিয়ে বিভিন্নভাবে সুর চড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।' বিজেপি নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও এখনও প্রায় ৯০ শতাংশ মতুয়া তা পায়নি বলেই পালটা অভিযোগ তুলছে তৃণমূল।

বেছে বেছে মতুয়াদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষিতেই এদিন শান্তনুর আশ্বাস, 'এসআইআর একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সেখানে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। তবে মতুয়াদের কোনওভাবেই বঞ্চিত হতে দেব না। যাঁরা সিএএ ফর্ম জমা দিয়েছেন, তাঁরা নাগরিকত্ব পাচ্ছেন।' শান্তনুর বিশ্বাস, কেন্দ্র সব মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবে। আর তাই এই ভোটব্যাংক বিজেপির কাছেই থাকবে।

বন্দর উন্নয়নে রাজ্যকে দোষারোপ

কলকাতা, ৬ মার্চ : বন্দর উন্নয়নে একফোঁটাও সাহায্য করে না রাজ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে আইনি জটিলতা তৈরি করে। এমনকি বন্দর এলাকার একাধিক জমি বেআইনিভাবে দখল করে রেখে দিনের পর দিন সমস্যা তৈরি করছে তারা। শুক্রবার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগই তুললেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। একইসঙ্গে রাজ্যব্যাপী বন্দরের উন্নয়নের বিস্তারিত খতিয়ানও তুলে ধরলেন তিনি।

১৫৫ বছরের ইতিহাসে সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব মাইলফলক গড়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাঙ্কিত কলকাতা বন্দর। এদিন শান্তনু জানান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভারতের বন্দর পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে কেন্দ্র। প্রত্যেকটি বন্দরের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি ধারণক্ষমতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। একইসঙ্গে বন্দরে জিনিসপত্র ওঠানো এবং নামানোর সময়সীমা কমানো হচ্ছে। শান্তনু বলেন, 'আগে পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে সময় লাগত প্রায় ৪৭ ঘণ্টা। এখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সেই সময় কমে দাঁড়িয়েছে ২৩ থেকে ২৪ ঘণ্টায়। এছাড়া সরাসরি পণ্য আদানপ্রদানের জন্য ফ্রেট করিডর উন্নয়নের কাজ চলছে। বন্দর সংলগ্ন এলাকায় শিল্পায়নের পরিকল্পনাও চলছে, যাতে সেখান থেকে সরাসরি শিল্পদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা যায়।' 'গ্রিন পোর্ট' বা দূষণহীন বন্দর গঠনের রূপরেখাও তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর আশ্বাস, নদীপথে পণ্য পরিবহণ বাড়াতে হুগলির বলাগড়ে যে ইনল্যান্ড পোর্ট টার্মিনাল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। এর জেরে শিল্পপণ্য ও কাঁচামাল পরিবহণ আধুনিক উপায়ে আরও সহজ ও কম খরচসাপেক্ষ হয়ে উঠবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

এদিন রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শান্তনুর কটাক্ষ, 'গার্ডেনরিচ এবং খিদিরপুর সংলগ্ন এলাকায় একাধিক জমি বেআইনিভাবে রাজ্য দখল করে রেখেছে। জোরপূর্বক বিভিন্ন জমি নিয়ে আইনি জটিলতাও তৈরি করা হয়েছে। বন্দরের উন্নয়নের কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।' এছাড়াও ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ঘোষিত ১১১টি জাতীয় জলপথের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, হুগলি কোচিন শিপইয়ার্ডকে উন্নত করে আরও বেশি ছোট এবং মাঝারি আকারের জাহাজ তৈরির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

মোতেরায় রিকি মার্টিন-চমক

অভিশাপ মুছে বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষায় ভারত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৬ মার্চ : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের মিথ ভেঙেছে। এবার আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের সেই অভিশপ্ত রাতের শাপমোচনের পালা!

রবিবার টি২০ বিশ্বকাপের মহারণে মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। শুক্রবার সকালে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদে পা রাখতেই দুটো ছবি স্পষ্ট ধরা পড়ল। প্রথমত, এক লক্ষ তিরিশ হাজারি গ্যালারির একটা আসনও খালি যাওয়ার জো নেই, শহরজুড়ে এখন শুধুই টিকিটের হাহাকার। দ্বিতীয়ত, হাঁসফাঁস করা গরম। বেলা বাড়লেই তাপমাত্রা ছুঁচ্ছে ৩৭ ডিগ্রি। গত ২২ ফেব্রুয়ারি এই মাঠেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১১১ রানে অল আউট হওয়ার লজ্জায় ডুবেছিল টিম ইন্ডিয়া। রবিবারের ফাইনালে এই তীব্র গরম আর অতীতের সেই জুজু কি প্রভাব ফেলবে? জল্পনা তুঙ্গে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন টানটান উত্তেজনার মাঝেই আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে শুভমান গিল-মহম্মদ সিরাজদের ছবি সমেত আইপিএলের বিশাল বিলবোর্ড এখন থেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের আগমনী বার্তা দিচ্ছে!

টিম ইন্ডিয়া এদিন মাঠে না নামলেও, প্রথম একাদশ নিয়ে দলের অন্দরে রীতিমতো চোরাস্রোত বইছে। সেমিফাইনালে জসপ্রীত বুমরাহর অবিশ্বাস্য স্পেল আর অক্ষর প্যাটেলের ক্যাচ বৈতরণি পার করলেও, অফ ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা ও বরুণ চক্রবর্তীর দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমাজমাধ্যমে দাবি জোরালো হচ্ছে রিঙ্কু সিং ও কুলদীপ যাদবকে খেলানোর। কঠিন সময়ে সতীর্থদের পাশে সঞ্জু স্যামসন বা অক্ষররা দাঁড়ালেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শনিবারের সান্ধ্য-অনুশীলনের দিকেই তাকিয়ে গৌতম গম্ভীর ও সূর্যকুমার যাদবরা। এরই মধ্যে খবর, মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালের জন্য চারটি পিচ তৈরি রাখা হচ্ছে।

ভারত শুক্রবার বিশ্রামে কাটালেও মোদি স্টেডিয়ামে টানা তিন ঘণ্টা ঘাম ঝরাল কিউয়ি-ব্রিগেড। মাসখানেক আগে ভারতের মাটিতে সিরিজ খেলার অভিজ্ঞতাই ফাইনালে তাঁদের তুরুপের তাস। সাংবাদিক সম্মেলনে গ্লেন ফিলিপসের সাফ কথা, 'ভারত শক্তিশালী দল ঠিকই, তবে ফাইনালে বড় ভূমিকা নিতে পারে শিশির।'

একদিকে ভারতের '২৩-এর বদলার আগুন, অন্যদিকে কিউয়িদের শিশির-তত্ত্ব। এই সবকিছুর মাঝেই রবিবারের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মেগা চমক হিসেবে হাজির থাকছেন কিংবদন্তি পপ তারকা রিকি মার্টিন। তাঁর সুরের মূর্ছনার মাঝেই কি অবশেষে মোতেরায় শাপমোচন হবে সূর্যদের? কোটি টাকার প্রশ্ন এখন একটাই।

ফাইনাল নিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করে আহমেদাবাদ চলে এলেন সূর্যকুমার যাদব।

অস্বস্তির নাম এখন অভিষেক-বরুণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৬ মার্চ : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালের রাত পেরিয়ে শুক্রবার সকালেই এসে নামলাম আহমেদাবাদে। মার্চের শুরুতে গুজরাটের এই শুষ্ক গরম জানান দিচ্ছে, রবিবারের মেগা ফাইনালের গনগনে আঁচ এখনই ছড়াতে শুরু করেছে। সবরমতীর শান্ত জলের পাড় ধরে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের দিকে এগোলে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্য চোখে পড়বে। ঘরের মাঠে টানা দুইবার টি২০ বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার খেতাবি লড়াইয়ের সামনে কিউয়ি-ব্রিগেড। কিন্তু ভারতীয় শিবিরের অন্দরমহলে কান পাতলে উৎসবের বদলে শোনা যাচ্ছে চরম অস্বস্তির চাপা গুঞ্জন! দল ফাইনালে উঠলেও ড্রেসিংরুম মোটেও 'হ্যাপি স্পেস'-এ নেই। আর এই অস্বস্তির কেন্দ্রবিন্দুতে খোদ আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের দুই 'এক নম্বর' তারকা-ওপেনার অভিষেক শর্মা এবং স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে ক্রিকেট পণ্ডিতরা একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন, এই দুই তারকার ম্যাজিকেই ভারত প্রথম দেশ হিসেবে ঘরের মাঠে কাপ ধরে রাখার বিরল রেকর্ড গড়বে। আইসিসি-র এক নম্বর টি২০ ব্যাটার হিসেবে অভিষেক আর এক নম্বর বোলার হিসেবে বরুণই ছিলেন দলের আসল তুরুপের তাস। কিন্তু টুর্নামেন্টের একেবারে 'বিজনেস এন্ডে' এসে এই দুই তারকাই এখন সূর্যকুমার যাদবদের সবচেয়ে বড় গলার কাঁটা। দল যে ফাইনালে উঠেছে, তার পেছনে এই জুটির অবদান কার্যত অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হবে!

পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। আইপিএলে বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া অভিষেক গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে নিজের ম্লান ছায়ামাত্র। চলতি বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচ খেলে তাঁর সংগ্রহ সর্বসাকুল্যে ৮৯ রান। গড় ১২.৭, আর স্ট্রাইক রেট মাত্র ১৩০! ক্রিজে এলেই তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে চূড়ান্ত স্নায়ুর চাপে ভুগছেন। অন্যদিকে, যে বরুণের 'রহস্য' স্পিনে বিপক্ষ ব্যাটারদের দিশেহারা হওয়ার কথা ছিল, তিনি এখন দেদার রান বিলোচ্ছেন। ১৩টি উইকেট নিয়ে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের দৌড়ে থাকলেও, তা মূলত এসেছে নামিবিয়া বা নেদারল্যান্ডসের মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু আসল সময়ে? দক্ষিণ আফ্রিকা (৪৭/১), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৪০/১) এবং ইংল্যান্ডের (৬৪/১) বিরুদ্ধে উইকেট তো দূর, বিন্দুমাত্র সমীহ পাননি বরুণ। তাঁর হাতের জাদুতে যে আর কোনও রহস্য অবশিষ্ট নেই, তা বিপক্ষ ব্যাটাররা অবলীলায় বল গ্যালারিতে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

শুধু অফ-ফর্ম নয়, থিংকট্যাংকের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে এঁদের শরীরী ভাষাও। মাঠে নামলেই দুজনের কাঁধ ঝুলে থাকছে, চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই। এই নেতিবাচক বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ ভাইরাসের মতো দলের বাকিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তনরা রীতিমতো খড়্গহস্ত। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, মেগা ফাইনালে কিউয়িদের মতো নিখুঁত দলের বিরুদ্ধে এই দুজনকে খেলানো মানে কার্যত নয়জনে মাঠে নামা! তাই আবেগ সরিয়ে রেখে থিংকট্যাংককে এখন নির্মম হওয়ার কড়া নিদান দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাঁদের মতে, ওপেনিংয়ে অভিষেকের বদলে ফর্মে থাকা সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ঈশান কিষানকে পাঠানো হোক। আর ডেথ ওভারে ঝড় তুলতে 'ফিনিশার' হিসেবে দলে ফেরানো হোক রিঙ্কু সিংকে। অন্যদিকে, বরুণের ভোঁতা হয়ে যাওয়া রহস্যের বদলে দলে আনা হোক কুলদীপ যাদবকে। মেগা ফাইনালের চাপ সামলাতে কুলদীপের কবজির মোচড় অনেক বেশি কার্যকর। সবরমতীর তীরে এখন শুধুই চরম উৎকণ্ঠা। রবিবার এক লক্ষ তিরিশ হাজার দর্শকের গর্জন সামলে সূর্যকুমার ও কোচ গৌতম গম্ভীর কি পারবেন এই রূঢ় সিদ্ধান্ত নিতে? নাকি ফর্ম হারানো 'এক নম্বর'দের কাঁধেই অন্ধ ভরসা রাখবেন? রবিবারের মোতেরাতেই মিলবে এই লক্ষ টাকার প্রশ্নের জবাব।

আহমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী ও অভিষেক শর্মা।

স্যামসনের পরিণত ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ শাস্ত্রী

মুম্বই, ৬ মার্চ : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গর্জন থামলেও চর্চার কেন্দ্রে শুধুই সঞ্জু স্যামসন! জস বাটলারদের দুরমুশ করে ভারতকে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলার নেপথ্যে এই কেরল-তারকা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন আক্ষরিক অর্থেই পরিণত এক ম্যাচ-উইনার। তাঁর মগজাস্ত্র-নির্ভর এই নিখুঁত ইনিংস মুগ্ধ করেছে রবি শাস্ত্রীর মতো ক্রিকেট-পণ্ডিতকেও।

> সঞ্জু এখন আক্ষরিক অর্থেই কামিং অফ এজ পর্যায়ে। আগে ও প্রতিটা বল মাঠের বাইরে পাঠানোর তাড়নায় ভুগত। এখন অহেতুক তাড়াহুড়ো না করে, পরিস্থিতি বুঝে নিজের আসল খেলাটা খেলছে। ওর এই পরিণতিই এখন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।
>
> -রবি শাস্ত্রী

দীর্ঘদিন সঞ্জুর নামের পাশে সেঁটে ছিল 'অধারাবাহিক' তকমা। ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা থাকলেও, ক্রিজে জমে গিয়ে উইকেট ছুড়ে আসার বদভ্যাস তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের বড় কাঁটা ছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে বিশ্ব দেখল এক সম্পূর্ণ অন্য সঞ্জুকে। যিনি শুধু গায়ের জোরে বল ওড়ান না, পরিস্থিতি বুঝে অনায়াসে গিয়ার বদলান। দলের প্রয়োজনে যেমন নিজেকে গুটোলেন, তেমনই সুযোগ বুঝে জোফ্রা আর্চারদের ওপর স্টিমরোলারও চালালেন।

তাঁর এই রূপান্তর দেখেই উচ্ছ্বসিত শাস্ত্রী। তাঁর মতে, 'সঞ্জু এখন আক্ষরিক অর্থেই কামিং অফ এজ পর্যায়ে। আগে ও প্রতিটা বল মাঠের বাইরে পাঠানোর তাড়নায় ভুগত। এখন বুঝতে শিখেছে ওর হাতে সব ধরনের শট আছে। তাই অহেতুক তাড়াহুড়ো না করে, পরিস্থিতি বুঝে নিজের আসল খেলাটা খেলছে। ওর এই পরিণতিই এখন ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।' এই বদলের নেপথ্যে রয়েছে আইপিএলে রাজস্থানকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা, যা তাঁকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অনেক বেশি দায়িত্বশীল করেছে।

প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠে আবেগে ভাসছেন সঞ্জুও। ফ্লাডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন, 'বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা আমার জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। এই দিনটার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম।'

যে ছেলেটা বারবার সুযোগ পেয়েও বাতিলের খাতায় চলে যেতেন, তিনিই আজ টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম বড় ভরসা। ওয়াংখেড়ের নায়ক এবার পাড়ি দিচ্ছেন আহমেদাবাদে।

অধিনায়কদের 'সুপার পাওয়ার' বুমরাহ

মুম্বই, ৬ মার্চ : চার-ছক্কার বৃষ্টি, ওভারপ্রতি প্রায় সাড়ে বারো রান, আর বোলারদের বধ্যভূমি! সেমিফাইনালে এমন অগ্নিগর্ভ আবহেও জসপ্রীত বুমরাহ যেন একাই এক দুর্ভেদ্য বরফ-দুর্গ। হাইস্কোরিং থ্রিলারে যখন বাকি বোলাররা রান বিলোচ্ছেন, তখন বুমরাহর বোলিং ফিগার ৪-০-৩৩-১, ইকোনমি মাত্র ৮.২৫! বিশেষ করে ১৮তম ওভারে তাঁর নিখুঁত ইয়র্কার ও স্লোয়ারে জ্যাকব বেথেলদের আস্ফালন থামিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ব্যাট হাতে অনবদ্য ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনও ভনিতা না করেই সঞ্জু বলে দিলেন, 'এই পুরস্কারের আসল দাবিদার বুমরাহ। ও বিশ্বমানের, প্রজন্মের সেরা বোলার। ডেথ ওভারে ও ওই ম্যাজিক স্পেলটা না করলে আজ হয়তো আমি এই মঞ্চেই দাঁড়াতে পারতাম না।'

বুমরাহর এই অতিমানবিক বোলিংয়ে মুগ্ধ প্রোটিয়া কিংবদন্তি ফাফ ডুপ্লেসিও। তাঁর মতে, টি২০-তে বুমরাহ আক্ষরিক অর্থেই একটা 'সুপার পাওয়ার'। তাঁর কথায়, 'চাপের মধ্যে ওর মতো নিখুঁত বোলিং বিশ্বে আর কেউ করতে পারে না। যে কোনও অধিনায়ক এমন বোলারকে নিজের দলে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।' বিপক্ষ দল যখন বুমরাহর ওভারে কোনও মতে শুধু পার করে দেওয়ার ছক কষে, ঠিক তখনই তাঁর বোলিংয়ের আসল শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

বুমরাহর বোলিংয়ের সৌন্দর্য লুকিয়ে তাঁর দ্বৈত সত্তায়। শুরুর স্পেলে তিনি চরম আনপ্রেডিক্টেবল- কখন বল ভেতরে ঢুকবে আর কখন বেরিয়ে যাবে, বোঝা অসম্ভব। আবার ডেথ ওভারে তাঁর বোলিং নিখুঁত জ্যামিতির মতো প্রেডিক্টেবল, অথচ আনপ্লেয়েবল! বৈচিত্র্য আর নিখুঁত নিশানার এই বুমরাহ-অস্ত্রই এখন রবিবারের মেগা ফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার তুরুপের তাস।

স্যালুট স্যামসনের

কোচ থাকতে চান বাজ

মুম্বই, ৬ মার্চ : অ্যাসেজে ভরাডুবি এবং সদ্য টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হারের পরেও ইংল্যান্ডের কোচের পদে থেকে যেতে চান ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। মেগা সেমিফাইনালে বিদায়ের পর বাজ বলেছেন, 'কোচিংয়ের কাজটা আমি দারুণ উপভোগ করছি। গত কয়েক বছরে আমরা বেশ ভালো ক্রিকেট খেলেছি। তবে তিন ফরম্যাটেই দলের হয়ে এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি। তাই কাজ চালিয়ে যেতে চাই।'

খোয়াজার তোপ

সিডনি, ৬ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপে খারাপ পারফরমেন্সের জন্য দলের ক্রিকেটারদের মাথাপিছু ১৮ হাজার ডলার জরিমানা করেছে পাকিস্তান বোর্ড। পিসিবি-র এই সিদ্ধান্তে অবাক অজি তারকা উসমান খোয়াজা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাক বোর্ডকে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, 'পুরো বিষয়টা একটা ড্রামা সিরিজের মতো! বিশ্বের কোনও বোর্ড হারের জন্য খেলোয়াড়দের জরিমানা করে না।'

ফাইনালে বড় ধামাকা, বিশ্বাস ঈশানের দাদুর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : সেমিফাইনালে ১৮ বলে ঝোড়ো ৩৯।

অভিষেক শর্মা দ্রুত ফেরার পর সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে দুর্দান্ত যুগলবন্দিতে বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যে ভিতে দাঁড়িয়ে বাকিরা রানের প্রাসাদ গড়েছেন। কাজ অবশ্য এখনও শেষ হয়নি। এবার লক্ষ্য রবিবারের মহারণ। ঈশান কিষানের দাদুর বিশ্বাস নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল দ্বৈরথেও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস পাওয়া যাবে বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম সূর্যর সাফল্যের খুশি নিয়ে ঈশানের দাদু অনুরাগ পান্ডে জানিয়েছেন, টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে আরও বড় ধামাকার অপেক্ষায় আছেন। বিশ্বাস, শুধু ঈশান নন, অভিষেক সহ দলের বাকিরাও তাঁদের সেরা খেলাটা মেলে ধরবেন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

ব্ল্যাক ক্যাপসদের বিরুদ্ধে মেগা ম্যাচের আগে ঈশানদের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে অনুরাগের মন্তব্য, '১৮ বলে ৩৯। খুব খারাপ স্কোর না হলেও আরও ভালো করা উচিত ছিল। ভেবেছিলাম পঞ্চাশের বেশি রান করবে। তবে আমি খুশি, ভারতীয় দল শেষপর্যন্ত ফাইনালে পৌঁছে যাওয়ায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ভারত যেন বিশ্বকাপ জেতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবিবার নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ২০২৬-এর বিশ্বকাপ ঘরে তুলবে ভারত।'

ঈশানের দাদুর বিশ্বাস, রবিবার ভারতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন তাঁর নাতিও। ঈশানের পাশাপাশি দলের প্রতিটি সদস্যকেও সাফল্যের জন্য আগাম শুভেচ্ছাই দিয়ে রাখলেন। ফাইনালের ঊর্ধ্বমুখী পারদের রেশ গায়ে মেখে অনুরাগ বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয়ের জন্য পুরো ভারতীয় দলের জন্য রইল অনেক আশীর্বাদ। চাইব, ফাইনালে ঈশান কিষান বড় স্কোর করে দলের সাফল্যে অবদান রাখুক। শুধু ঈশানই নয়, প্রত্যেকের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছি। আশাবাদী অভিষেকও ব্যর্থতা ঝেড়ে বড় স্কোর করবে।'

> ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ভারত যেন বিশ্বকাপ জেতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবিবার নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ২০২৬-এর বিশ্বকাপ ঘরে তুলবে ভারত।
>
> -অনুরাগ পান্ডে
> (ঈশান কিষানের দাদু)

দাদুর আশীর্বাদ নিয়ে আহমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন ঈশান কিষান।

ছক্কার রেকর্ড গড়লেন সঞ্জু

মুম্বই, ৬ মার্চ : চলতি টি২০ বিশ্বকাপে ছক্কা হাঁকানোর নয়া নজির গড়লেন সঞ্জু স্যামসন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ৭টি ছক্কা মেরে রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি। এক বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫টি ওভার বাউন্ডারির রেকর্ড ছিল রোহিতের। এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত মোট ১৬টি ছক্কা হাঁকিয়ে সেই রেকর্ড এবার নিজের নামে করে নিলেন কেরলের এই তারকা।

আমিরকে ঢোঙ্গি বাবা বলে কটাক্ষ সিধুর

চণ্ডীগড়, ৬ মার্চ : সুপার এইট থেকেই নাকি ছিটকে যাবে ভারত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে একবার মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে ভারতীয় দল। তারপরও টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে নেতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পিছপা হননি মহম্মদ আমির। ফের দাবি করেন সেমিফাইনালেই শেষ হবে ভারতের দৌড়।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড-বধ সেরে পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিডস্টারের ভবিষ্যদ্বাণীকে আরবসাগরে ছুড়ে ফেলেছেন সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহরা। শুক্রবার আমিরকে যা নিয়ে একহাত নিলেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার 'ক্রিকেট জ্যোতিষী' আমিরকে 'ঢোঙ্গি বাবা' আখ্যা দিয়ে রীতিমতো উপহাস করেছেন।

সিধুর কথায়, চারপাশে ভুলভাল ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো প্রচুর লোক রয়েছে। সবকিছুতেই জ্যোতিষী হওয়ার চেষ্টা। মিলে গেলে ভালো। পুরো কৃতিত্ব নিয়ে ক্ষীর খাবে। না মিললে পালটি। তখন নানান অজুহাত। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি প্রাক্তন তারকা। নাম উল্লেখ না করেই নিশানা শানিয়েছেন আমিরকে লক্ষ্য করে।

সমাজমাধ্যমে সিধু লিখেছেন, 'অনেকে এমন রয়েছে, যারা সারাক্ষণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে জ্ঞানীবাবার মতো। সত্যি কথা বলতে, এরা আদপে ঢোঙ্গি বাবা ছাড়া কিছু নয়। প্রথমে বলল, ভারত সুপার এইটেই উঠতে পারবে না। তা ভুল প্রমাণিত হতে ফের নতুন ভবিষদ্বাণী! সেমিফাইনালের টিকিট পাবে না সূর্যকুমার যাদবরা! দাবি, ভারতের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ চারে যাবে। কিন্তু সঞ্জু ছন্দে ফিরতেই দুই দল তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির পথে। এখানেই শেষ নয়। সেমিফাইনালের পূর্বাভাস, ভারতকে হারিয়ে ইংল্যান্ড ফাইনালে উঠবে! এবার ইংল্যান্ডই ছিটকে গেল!'

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতীয় দল মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার পর নতুন যুক্তি খাঁড়া করেছেন আমির। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী না মেলার পিছনে দায়ী করেছেন স্যামসনের ক্যাচ ফেলাকে! আমিরের দাবি, হ্যারি ব্রুক ক্যাচ মিস না করলে নাকি মিলে যেত তাঁর কথা। ভারত ফাইনালে ওঠার পর সমাজমাধ্যমে আমির লিখেছেন, 'গোটা টুর্নামেন্টে প্রথমবার ভারতীয় দল কমপ্লিট ক্রিকেট খেলল। সেই কৃতিত্ব প্রাপ্য ওদের। তবে আমার পূর্বাভাস খারাপ ছিল না। ফর্মে থাকা সঞ্জু স্যামসনের ক্যাচ ফেলেছে ইংল্যান্ড, যা আমার হাতে ছিল না।'

নতুন জার্সিতে আইপিএলে রোহিত-ধোনিরা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : রবিবার মোতেরায় ভারত-নিউজিল্যান্ড টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল। সেই খেতাবি লড়াইয়ের আবহেই বেজে গেল আইপিএলের দামামাও। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা মেগা লিগের জন্য নিজেদের নতুন জার্সি প্রকাশ্যে আনল পাঁচবারের দুই চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস।

নীতা আম্বানির দলের নীল-সোনালি জার্সিতে এবার একেবারে নতুন লুক। সমর্থকদের সঙ্গে আত্মিক টান বাড়াতে দলের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে জার্সিতে ফুটে উঠেছে ইংরেজি 'এম' অক্ষরের প্যাটার্ন। তবে চমকপ্রদভাবে, পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মারক হিসেবে লোগোর ওপর থাকা পাঁচটি তারা এবার বাদ দেওয়া হয়েছে।

মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'নীল ও সোনালি রং আমাদের দলের শক্তি, দায়বদ্ধতা ও সাফল্যের প্রতীক। সোনালি রং মনে করিয়ে দেয় আমাদের গৌরবান্বিত পরম্পরার কথা।' ২০২০ সালের পর আর ট্রফি ঢোকেনি মুম্বইয়ের ঘরে। নতুন জার্সি সেই খরা কাটাতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

অন্যদিকে, চেন্নাইয়ের ঐতিহ্যবাহী হলুদ জার্সি উন্মোচন করেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং দলের তরুণ মুখ আয়ুষ মাত্রে। উপস্থিত ছিলেন অফিশিয়াল স্পনসর অশোক লেল্যান্ডের শীর্ষকর্তারাও। সংস্থার চেয়ারম্যান ধীরজ হিন্দুজার কথায়, 'নিজেদের শহরের দলের পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।'

ইতিমধ্যে সহকারী কোচ রাজীব কুমার ও শ্রীধরণ শ্রীরামের অধীনে নাভালুরের হাই পারফরমেন্স সেন্টারে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সিএসকে ব্রিগেড। শনিবারই শিবিরে যোগ দিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রুতুরাজরা। হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এবং বোলিং কোচ এরিক সিমন্স ১৬ মার্চ চেন্নাইয়ে পা রেখেই মেগা লিগের ব্লু-প্রিন্ট তৈরিতে নেমে পড়বেন।

চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি প্রকাশ অনুষ্ঠানে আয়ুষ মাত্রে, রুতুরাজ গায়কোয়াড় (বাঁয়ে)। চলতি বছরের আইপিএলের জন্য নতুন জার্সি প্রকাশ করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সুচিত্রা লাহিড়ী :** শুভ জন্মদিন মা। প্রণাম নিও। তুমি যেভাবে সবার খেয়াল রাখো, নিজের খেয়ালটাও সেভাবেই নিও। ঈশ্বর তোমাদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য দান করুন।
- **মৌ, মনোদীপ পুবাই,** রায়গঞ্জ।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **কৃষ্ণ চন্দ্র রায় ও নমিতা রায় :** শুভ স্বর্ণজয়ন্তী বিবাহবার্ষিকীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাসিন্দা ঃ আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি। তাঁদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ভালোবাসা, সুখ এবং সুস্বাস্থ্যে ভরে উঠুক- এই কামনা করি।
শুভেচ্ছান্তে ঃ- কন্যা-মনীষা পাল, পুত্র- অসিত রায়, অরূপ রায়, জামাই-কৌশিক পাল, পুত্রবধূ- ঈশিতা রায়, নাতনি-মৌবনি পাল, আরাধ্যা রায়, নাতি- রেয়াংশ পাল।

☺ **সিদ্ধার্থ ও কাবেরী নিয়োগী,** জামালদহ, দুই মেয়ে, জামাই ও নাতি নাতনিদের পক্ষ থেকে ৫০তম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা।

ফাইনালে বড় ধামাকা, বিশ্বাস ঈশানের দাদুর
-খবর এগারোর পাতায়

ঘরের ছেলের হাতে কাপ দেখার অপেক্ষায় নাদিয়াদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

নাদিয়াদ, ৬ মার্চ : সেমিফাইনালে তাঁর নেওয়া দুর্ধর্ষ জোড়া ক্যাচই ঘুরিয়ে দিয়েছিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচের মোড়। এবার ঘরের মাঠ আহমেদাবাদে মেগা ফাইনাল। আর তার আগেই টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক 'বাপু' অর্থাৎ অক্ষর প্যাটেলকে একটু অন্যভাবে চিনতে শুক্রবার সকালে সোজা পৌঁছে গেলাম তাঁর শহর নাদিয়াদে। আহমেদাবাদ থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরের এই ছোট্ট শহরে এখন শুধুই ঘরের ছেলের হাতে বিশ্বকাপ দেখার প্রহর গোনা চলছে।

রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুধু অক্ষরের পরিবারই থাকছে না, গ্যালারিতে প্রথমবারের জন্য উপস্থিত থাকছে তাঁর ছেলেও। আর সবচেয়ে বড় চমক হল, নাদিয়াদ থেকে অন্তত ৫০ জন প্রতিবেশী ও বন্ধুকে মেগা ফাইনালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা অক্ষর নিজেই করেছেন। তাঁদের যাতায়াতের

নাদিয়াদে অক্ষরের বাড়ি (বাঁয়ে)। তাঁর পুরোনো স্কুল বাসুরিওয়ালা পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত উপাধ্যায়।

জন্য বিশেষ বাতানুকূল বাস এবং টিকিটের ব্যবস্থাও পাকা। অক্ষরের তিনতলা বাড়ির উলটো দিকে ছোট গুমটি চালান বাবার বন্ধু অক্ষয়। তিনিই হাসিমুখে জানালেন, 'রবিবার আমরা সদলবলে মোতেরায় যাচ্ছি। বাসে যাতায়াত ও টিকিটের পুরো ব্যবস্থা অক্ষরই করেছে।'

অক্ষরের আদি বাড়ির মূল গেটে তালা, পাহারায় শুধু পোষ্য কুকুর আর সারি দিয়ে দাঁড়ানো বিলাসবহুল গাড়ি। তবে নাদিয়াদ কলেজ মাঠের পাশেই তাঁর নতুন বিলাসবহুল বাড়ি তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। দুপুরে সেখানে কাজের তদারকি করছিলেন বাবা রাজেশ প্যাটেল। তবে কলকাতার সাংবাদিক শুনে সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। তারকা হয়েও অক্ষর কিন্তু নাদিয়াদের সেই পুরোনো 'মাটির মানুষ'ই রয়ে গিয়েছেন। আজও শহরে এলে বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকানে আড্ডায় মেতে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার এই স্টার অলরাউন্ডার।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। অক্ষরের স্কুল 'বাসুরিওয়ালা পাবলিক স্কুল'-এর সামনে দেখা হয়ে গেল প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত উপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'অক্ষর বরাবরই খুব শান্ত। স্কুলে কখনও ওর নামে অভিযোগ আসেনি। ছোট থেকে শুধু ক্রিকেট নিয়েই মজে থাকত। একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, পড়াশোনা ও ক্রিকেটের মধ্যে একটা বেছে নিতে হলে কোনটা নেবে? ও বিন্দুমাত্র না ভেবে ক্রিকেটের কথাই বলেছিল।'

সময়ের সঙ্গে নাদিয়াদের চারপাশের অনেক কিছুই বদলেছে, কিন্তু বদলাননি অক্ষর। সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও শিকড় আঁকড়ে থাকা এই ঘরের ছেলের হাতে রবিবার কাপ দেখার স্বপ্নেই এখন বুঁদ গোটা নাদিয়াদ।

ব্যাটিং বিপর্যয় রিচাদের

পারথ, ৬ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথম দিনেই ব্যাটিংয়ে ধস ভারতীয় মহিলা দলের। শুক্রবার টসে জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় অজিরা। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৪৬/৪), লুসি হ্যামিল্টন (৩১/৩) ও ডার্সি ব্রাউনের (৪১/২) দাপটে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। অর্ধশতরানের ইনিংস এসেছে জেমিমা রডরিগেজের (৫২) ব্যাট থেকে। এছাড়া কিছুটা রান পেয়েছেন শেফালি ভার্মা (৩৫) ও কাশভি গৌতম (অপরাজিত ৩৪)। আরও একবার ক্রিজে সেট হয়েও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হয়েছেন রিচা ঘোষ (৪১ বলে ১১)। একই অবস্থা অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরেরও (১৯)। ৪ রানে আউট হন স্মৃতি মান্ধানা।

জবাবে অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে দাঁড়িয়ে ৯৬/৩ স্কোরে। ক্রিজে এলিসে পেরি (৪৩) ও অ্যানাবেল (২০)। জোড়া উইকেট নিয়েছেন সায়ালি সাতঘারে।

জয়ী তরুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে শুক্রবার তরুণ তীর্থ ২ উইকেটে হারিয়েছে এনআরআই-কে। টসে জিতে এনআরআই ৩৮.৪ ওভারে ১৪৪ রানে অল আউট হয়। প্রণব চৌধুরী ৪২ ও আশিক সাহানি ২৬ রান করেন। সুমিরন শর্মা ১৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে তরুণ ৩৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমারের অবদান ৬৬ রান। রাজদীপ বড়াল ২১ ও ঋষভ রাজ ৩৩ রানে ২ উইকেট নেন। শনিবার খেলবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন তরুণ তীর্থের নীতীশ কুমার।

ম্যাকা ঝড়ে উড়ে গেল ওডিশা

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৫ (ম্যাকলারেন-৪ ও আলবার্তো)
ওডিশা এফসি-১ (রহিম)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : দিন কয়েক আগে জেমি ম্যাকলারেন বলছিলেন, এদেশে এসে 'এ' লিগের মতো গোল করতে পারছেন না, কারণ নাকি এদেশের লিগে দুর্দান্ত কিছু ডিফেন্ডারের উপস্থিতি!

চারে-চার মোহনবাগানের

এটা যে তাঁর অতি বিনয়, তা পরিষ্কার প্রথম চার ম্যাচেই সাত গোল করে ফেলায়। এদিনের ম্যাচটাকে ৫-১ জয়ের থেকেও 'ম্যাকা ম্যাচ' বলে মনে রাখবেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরাই। চার ম্যাচেই একাধিক গোলে জয় পেলেও এখনও মোহনবাগান যে দুর্দান্ত ফুটবল খেলছে তা বলা যায় না। কিন্তু দলটার ধার ও ভার এত বেশি যে প্রতিপক্ষ বহু চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারে না। আর এবার প্রথম চার ম্যাচেই দুর্বল প্রতিপক্ষ পাওয়ায় নিজেদের লিগ দৌড়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও সহজ হয়েছে। ১৪ মিনিটে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের ব্যাকহিল ধরে শুভাশিস বসুর তোলা ক্রস যেভাবে কপিবুক স্টাইলে হেড করে ওডিশা এফসি-র জালে পাঠালেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ২৪ মিনিটে ফের তাঁর গোল লিস্টন কোলাসোর মাইনাস থেকে। দুটো ক্ষেত্রেই অমরিন্দার সিংয়ের কিছু করার ছিল না। বিরতির আগেই ফের লিস্টনের বাড়ানো বল থেকে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন সমর্থকদের প্রিয় ম্যাকা। তাঁর চার নম্বর গোলের আগে আলবার্তো রডরিগেজের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া কোনাকুনি মাটি ঘেঁষা শট পুরো ওডিশা ডিফেন্স এবং অমরিন্দারকে দাঁড় করিয়ে গোলে যায়। বিরতির পর এলোমেলো ফুটবল হলেও ম্যাকলারেন ৮৮ মিনিটে দলের পাঁচ ও নিজের চার নম্বর গোলটা করেন অনেকটা একা বল টেনে নিয়ে গিয়ে। এর আগে আলাদিন আজেরাই ও মড়ু সগৌয়ের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এক ম্যাচে চার গোল করার রেকর্ড আছে।

৪ গোল করার বল নিয়ে গেলেন জেমি ম্যাকলারেন।

আগের ম্যাচে চোট পাওয়া রবসন রোবিনহোকে খেলিয়ে যে ঝুঁকি নেবেন না, এই কথা বোঝাই যাচ্ছিল। তবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাতেও বদল নিয়ে এসে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের দল থেকে বাদ দিলেন অময় রানাওয়াড়ে, দীপক টাংরি ও মনবীর সিংকে। এদিন প্রথম একাদশে ফিরে আসেন শুভাশিস, লিস্টন, মেহতাব সিং ও পেত্রাতোস। এদিন তিন ডিফেন্ডারে দলকে খেলালেন সের্জিও লোবেরা। আলবার্তোর গোলের পর এই ডিফেন্সই অমনোযোগী হয়ে একটা গোল খেল। সেন্টার থেকে সোজা বল নিয়ে বিশাল কেইথকে কাটিয়ে যখন রহিম আলি গোল করে এলেন তখন দেখা গেল তিন ডিফেন্ডারই উচ্ছ্বাস কাটিয়ে নিজেদের বক্সে ফিরে আসতে পারেননি। পরপর দুই দুর্বল দলের বিপক্ষে দুটো গোল খাওয়া সামান্য হলেও চিন্তায় রাখবে কোচকে। আশা করা যায় পরবর্তী ম্যাচগুলোতে এর থেকেই শিক্ষা নিয়ে সজাগ হবেন ফুটবলাররা।

১২ পয়েন্ট এবং ১২ গোলের পার্থক্য নিয়ে মোহনবাগান এক নম্বরেই থেকে গেল চতুর্থ রাউন্ডের পর। পরপর দুই ম্যাচে পাঁচ গোল করার কৃতিত্বই বা কম কী!

মোহনবাগান ঃ বিশাল, অভিষেক, মেহতাব (মনবীর), আলবার্তো, শুভাশিস (অময়), লিস্টন, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (টাংরি), দিমিত্রি (সাহাল), কামিন্স (অ্যালড্রেড) ও ম্যাকলারেন।

বিগ বস বাংলায় নয়া অবতারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের গেম শোয়ের সরকারি ঘোষণা ও লোগো উন্মোচনে ইডেন গার্ডেন্সে শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি হাজির ছিলেন।